বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩১৩ ॥ ০৩ মার্চ ২০২৫ ॥ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ০২ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টিকে আসিফ নজরুলের শুভকামনা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির মেলবন্ধনে দেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করলো জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টায় শুরু হয় নতুন এ রাজনৈতিক দলটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান।

পাকিস্তান-ভারতপন্থী কোনো রাজনীতি চলবে না: নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে ভারতপন্থী-পাকিস্তানপন্থী কোনো রাজনীতি চলবে না। বাংলাদেশকে আর কখনও বিভাজিত করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে 'জাতীয় নাগরিক পার্টি'র আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

আ.লীগের ক্ষমতা পাকাপাকি করতেই শাপলা চত্বরে গণহত্যা: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আওয়ামী সরকারের ক্ষমতার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতেই শাপলা চত্বরে গণহত্যা চালানো হয়। শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বক্তব্যকালে তিনি এ কথা বলেন।

বাড়ানোর বদলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বরাদ্দ কমানো হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত বেশ পিছিয়ে আছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে এডিপিতে যেখানে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন, সেখানে বরাবরই ওই খাত থেকে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) কমানো হচ্ছে। এবারও ওই খাত থেকে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। ওই খাতের বরাদ্দ বিগত চার বছর ধরেই নিম্নমুখী। বরাবরের মতো চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা মানব উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাজেটে ওই দুটি খাত সব সময় উপেক্ষিত থাকছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রকৃত চাহিদার তুলনায় কমই থাকে। তারপরও তা কমানোতে চ্যালেঞ্জ আরো বাড়বে। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে জোর দেয়ার কথা বলা হলেও উন্নয়ন বাজেটে তার প্রতিফলন নেই। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে বড় কাটছাঁট করতে যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল এডিপিতে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ ৪৯ হাজার কোটি টাকা কমানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ফলে আরএডিপির আকার দাঁড়াবে ২ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা। আরএডিপিতে বিগত কয়েক বছরে ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারে বরাদ্দ কমানো হলেও এবার বরাদ্দ কমানোর হার তুলনামূলক বেশি হচ্ছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপির আকার এবার প্রায় ১৮ শতাংশের বেশি কমতে যাচ্ছে। আর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। ওই তিন খাতে ৪৫ হাজার ৮৩২ কোটি

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা মানব উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাজেটে ওই দুটি খাত সব সময় উপেক্ষিত থাকছে

টাকা বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। সূত্র আরো জানায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল এডিপিতে স্বাস্থ্য খাতে ২০ হাজার ৬৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। যা মোট বরাদ্দের ৭ দশমিক ৮০ শতাংশ ছিলো। কিন্তু আরএডিপিতে ১২ হাজার ২১৯ কোটি টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য খাতে মাত্র ৮ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকবে। যা আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের মাত্র ৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। আর চলতি অর্থবছরের তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা খাতে ছিলো। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ওই খাতে ৩১ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিলো। যা ছিলো মোট বরাদ্দের ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ। আরএডিপিতে শিক্ষা খাত থেকে ১১ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা কমানোর সিদ্ধান– হয়েছে। ফলে শিক্ষা খাতে আরএডিপিতে মাত্র ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ বরাদ্দ থাকছে। মূলত প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি কম থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ওই দুই খাতে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে ২৩ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকারও বেশি। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ওই দুই খাতে সাড়ে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ কমানো হয়েছিলো। যা গত অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা কমানো হচ্ছে।

এদিকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, স্বাস্থ্যে যা বরাদ্দ দেয়া হয়, তার চেয়ে তিনগুণ বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন। সেখানে বরাদ্দ থেকে কেটে নেয়া ভালো কথা নয়। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা থেকে কম কাটা উচিত। কারণ সামাজিক খাত বা অন্য খাতের কাজ বন্ধ রেখে পরবর্তী সময়ে শুরু করা গেলেও স্বাস্থ্যের কোনো কার্যক্রম বন্ধ করা হলে সেটা আবার শুরু থেকে শুরু করতে হয়। তাই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা থেকে যত কম কাটছাঁট করা যায়, ততই ভালো।অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১০টি খাত ২-এর পাতায় দেখুন

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ: দেশে এখন মোট ভোটার ১২ কোটি ৩৭ লাখ

স্টাফ রিপোর্টার :বর্তমানে দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। গতকাল রোববার জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্বোধন আনুষ্ঠানে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ২০২৪ সালে হালনাগাদ করা চূড়ান্ত এ ভোটার তালিকা গতকাল প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অনুষ্ঠানে সিইসি বলেন, অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ভোটের প্রতিশ্রুতি জাতিকে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আমরা মনে করি, ইসির প্রতি দেশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। আমরা একটি ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন দিতে জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা জানুয়ারি মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের উদ্যোগ নিয়েছি, বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি চলছে। পরে ভোটার দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এরপর একটি বর্ণাঢ্য র?্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশে গতকাল ২ মার্চ পালিত হচ্ছে 'জাতীয় ভোটার দিবস'। 'তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে' এই প্রতিপাদ্যে দেশে সপ্তমবারের মতো জাতীয় ২-এর পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন পিএসসির সাত সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : সদ্য নিয়োগ পাওয়া সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাত সদস্য শপথ গ্রহণ করেছেন।সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ পিএসসি'র নতুন সদস্যদের আজ শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ করা সাত সদস্য হলেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফেরদৌস আরফিনা ওসমান, পররাষ্ট্র ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাব্বির আহমদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুনির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহনাজ সরকার, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা অধ্যাপক এ টি এম ফরিদ উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. শরীফ হোসেন ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আনোয়ারুল ইসলাম।

শপথ অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, সদ্য নিয়োগ পাওয়া পিএসসি'র সদস্যদের পরিবারের সদস্য এবং সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আজকের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আজিজ আহমদ ভূঞা।আজ শপথ গ্রহণ করা পিএসসি'র সাত সদস্যকে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি তাঁদের এ নিয়োগ দিয়েছেন। সংবিধানের ২-এর পাতায় দেখুন

অগ্নিঝরা মার্চ '৭১ স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণার দিন

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ৩ মার্চ, এক গৌরবময় দিন, যখন স্বাধীনতার চূড়ান্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল পল্টনের ময়দানে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ও উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টন ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন করে। এই সভায় ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সংগঠনের ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনি আচরণবিধি মানার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য জরুরি: সিইসি

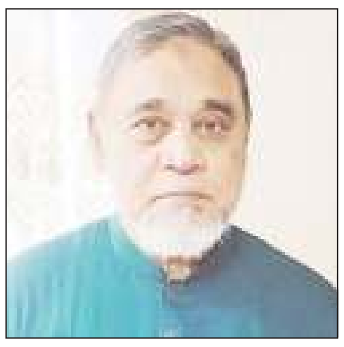

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনি আচরণবিধি মানার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য জরুরি বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমরা একটি অবাধ ও নিরেপক্ষ নির্বাচন দিতে চাই। আমরা কারও এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছি না। ১৮ কোটি মানুষ ও বাংলাদেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি।'রবিবার (২ মার্চ) বাংলাদেশ নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে সপ্তম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সিইসি বলেন, 'এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভোটার দিবস পালন করা হচ্ছে। আগে ভোট ছিল অধিকার। যে অধিকার অর্জন করতে গিয়ে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবে এবার আমরা নিজেরাই চেষ্টা করছি একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে। তাই এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেবো মিলেমিশে।'তিনি বলেন, 'এবার বলতে হবে ভোট আমাদের দায়িত্ব। একটি অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে জাতির প্রত্যাশা অনেক। রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন। এটিই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। তারপরও আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করেছি। নির্বাচনি আচরণবিধি মানার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য জরুরি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে বিজয়ী হওয়া যায়, তবে আখেরে কেউ টিকতে পারেন না। দেশ ও জাতির কাছে এক সময় তারা ঠিকই প্রত্যাখাত হন। তাই আমরা বলবো, কেউই এ ধরনের অপচেষ্টা করবেন না।'কমিশনার বেগম তামিদা আহমদ বলেন, 'খোলা মাঠে ব্যালট বাক্স স্থাপন করে ভোট আয়োজন করার প্রস্তাব দিলাম। যদিও এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি বিশ্বাস করি, এতে ভোট স্বচ্ছতা প্রমাণে সহায়ক হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের আগে দায়িত্বশীল হতে হবে।'ইসি ব্রিগেডিয়ার আবুল ২-এর পাতায় দেখুন

এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ এক বছর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে দলটি। ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির মেয়াদ হবে এক বছর।শনিবার (১ মার্চ) এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ মেয়াদকালের কথা জানানো হয়। পরে আখতার হোসেন তার ফেসবুক আইডিতেও এই মেয়াদকাল উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে বাংলাদেশের নাগরিকরা মুক্ত হয়েছে। তবে শহীদ মিনারে ঘোষিত অভ্যুত্থানের এক দফা তথা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে এই ২-এর পাতায় দেখুন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে রিভিউ শুনানি ৮ মে

স্টাফ রিপোর্টার : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে করা আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ৮ মে দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির আপিল বিভাগ বেঞ্চ আজ শুনানির এই দিন নির্ধারণ করেন।আদালতে এসময় রাষ্ট্র পক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনিক আর হক। রিভিউ আবেদনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস এবং আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

এর আগে ত্তাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিক ও এক ব্যক্তিসহ মোট চারটি আবেদন করা হয়। একপর্যায়ে এসব আবেদন একসাথে শুনানির জন্য নির্ধারণ করেন সর্বোচ্চ আদালত।তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ ২-এর পাতায় দেখুন

চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে হাইকোর্টের দেয়া খালাসের রায়ের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদকের আবেদনের শুনানি আজসোমবার।

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে ২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া ফতোয়া (২) সন্দেহের দিন সিয়াম পালন

স্টাফ রিপোর্টার : সন্দেহের দিন বলতে শাবান মাসের ৩০ তারিখকে বুঝায়। ঐ দিন সতর্কতা অবলম্বন করে সিয়াম পালনের হুকুম সম্পর্কে বিশুদ্ধতম মত হল ঐ দিন রোজা রাখা হারাম।

সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসার (রা:) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করল সে নবী করিম ২-এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেনের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত Nina padilla সাক্ষাৎ করেন। পিআইডি

সাবেক ডিজিএফআই প্রধান সাইফুলের বাসা থেকে আড়াই কোটি টাকা উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) সাবেক প্রধান অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল সাইফুল আলমের বাসা থেকে ২ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বেশি উদ্ধার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে তার ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাসায় অভিযান চালিয়ে টাকা উদ্ধার করা হয়।রোববার (২ মার্চ) রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকায় কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান। সাংবাদিকদের আক্তার হোসেন বলেন, ডিজিএফআইয়ের সাবেক প্রধান সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে দুদকের একটি অনুসন্ধান চলছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার রাতে তার বাসায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাসায় যে টাকা উদ্ধার করা ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে চলমান সমস্যা আরও বাড়বে : সালাহউদ্দিন আহমেদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, নির্বাচনের বিষয়ে সরকার কী করবে জনগণের সামনে তা দৃশ্যমান করার দাবি জানাচ্ছি। নির্বাচন প্রক্রিয়া যত দীর্ঘায়িত হবে, চলমান সমস্যা আরও বাড়বে। জাতির মধ্যে যে অস্থিরতা রয়েছে তা কাটাতে হলে একটি নির্বাচন প্রয়োজন।

রোববার (২ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'মানবাধিকার নিশ্চিতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরো বিশ্ব ঘৃণিত গণহত্যাকারী হিসেবে শেখ হাসি-নাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে মানুষ হত্যার মতো ঘটনাগুলোর প্রতিটি তথ্য সেখানে চিত্রায়িত আছে। বাংলাদেশের গণহত্যায় শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশ ছিল- এটি সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট গণহত্যাকারী আওয়ামী প্রধান শেখ হাসিনাকে এখনো আমরা অনুশোচনা করতে দেখিনি। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এখন পর্যন্ত গণহত্যার দায় স্বীকার করে বাংলাদেশের রাজনীতি করবে- এ কথা বলতে শুনিনি। এটা ভাবতে অবাক লাগে। উল্টো তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হয় বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকারী সাধারণ মানুষদের যেন অপরাধ ২-এর পাতায় দেখুন

পৃথিবীর সব গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য বাংলাদেশ এখন উন্মুক্ত মুশফিকুল ফজল আনসারী

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকর্মীদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী বলেছেন, একসময় পেশাগত কারণে বাংলাদেশ সফর বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য অনেকটা নিষিদ্ধ ছিল। এখন তা উন্মুক্ত ও অবারিত। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকর্মীদের বাংলাদেশ সফর করে প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ২-এর পাতায় দেখুন

আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যত সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মনিটরিং করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ফয়সল হাসান। রবিবার (২ মার্চ) এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটিরও বৈঠক হয়েছে। যেখানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর (অব.) নেতৃত্বে বিভিন্ন বাহিনী ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

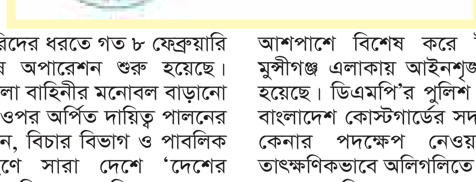

ফয়সল হাসান জানান, চিহ্নিত অপরাধী, সন্ত্রাসী এবং মাদক ও চোরাকারবারিদের ধরতে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা দেশে বিশেষ অপারেশন শুরু হয়েছে। পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল বাড়ানো ও দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ, সিভিল প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও পাবলিক প্রসিকিউটরদের অংশগ্রহণে সারা দেশে 'দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানবাধিকার ও পরিবেশের ওপর গুরুত্বসহ আইন প্রয়োগ' বিষয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট প্রধান, উপ-পুলিশ কমিশনার, সেনাবাহিনীর মাঠে নিয়োজিত ব্রিগেড প্রধান এবং অন্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা প্রতিটি ঘটনার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিয়মিত গণমাধ্যমকে জানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে তল্লাশি চৌকি, চেকপোস্ট ও অপরাধপ্রবণ এলাকায় টহল সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সেনাবাহিনী, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও বিজিবি'র সমন্বয়ে যৌথবাহিনী টার্গেটেড এলাকাগুলোতে অপারেশন পরিচালনা করছে। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নিয়মিত প্যাট্রোলের পাশাপাশি নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ডের অতিরিক্ত প্যাট্রোল নিয়োজিত করা হয়েছে।ছিনতাইকারী, ডাকাত, কিশোর গ্যাং ও অন্য অপরাধপ্রবণ স্থানগুলোতে কম্বাইন্ড অভিযান পরিচালনা করে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। থানাভিত্তিক সন্ত্রাসীদের তালিকা হালনাগাদ করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ঢাকা শহরের আশপাশে বিশেষ করে টঙ্গী, বসিলা, কেরানীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল বাড়ানো হয়েছে। ডিএমপি'র পুলিশ সদস্য, বিজিবি, আনসার ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সদস্যদের জন্য মোটরসাইকেল কেনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে অলিগলিতে টহল দিয়ে অপরাধীদের ধরা সম্ভব হয়।মিথ্যা, গুজব ও প্রোপাগান্ডার বিপরীতে সত্য তথ্য প্রচারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজিপি, ডিএমপি কমিশনারসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভোরে ও গভীর রাতে ঝটিকা সফরে থানা, চেকপোস্ট ও টহল কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং করছেন।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ইতোমধ্যে দেশের সব প্রশাসনিক বিভাগে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি তানভীর ইমাম পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ৩ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর ইমাম, তার স্ত্রী মাহিন ইমাম ও কন্যা মানিজে ইসমত ইমামের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রোববার (২ মার্চ) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রথম মামলায় তানভীর ইমামের বিরুদ্ধে ৩০ কোটি ৬২ লাখ ৩ হাজার ৮৩৬ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলের অভিযোগ আনা হয়েছে। জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন।দ্বিতীয় মামলায় তানভীর ইমামের স্ত্রী মাহিন ইমামের বিরুদ্ধে ৩ কোটি ৭ লাখ ৪৯ হাজার ৫৪৮ টাকা মূল্যের জ্ঞাত ২-এর পাতায় দেখুন

১১৬ বার পেছালো সাগর-রুনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পিছিয়ে আগামী ১৫ এপ্রিল দিন ধার্য করেছেন আদালত। এ নিয়ে এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ১১৬ বার পেছানো হয়েছে।

রবিবার (২ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলামের আদালত এ দিন ধার্য করেন। এদিন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করতে পারায় আদালত নতুন এদিন ধার্য করেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনি। ঘটনার সময় বাসায় ছিল তাদের সাড়ে চার বছরের ছেলে মাহির সরওয়ার মেঘ।সাগর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা আর রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন রুনির ভাই নওশের আলম।মামলার আসামিরা হলেনড় রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, কামরুল ইসলাম ওরফে অরুন, আবু সাঈদ, সাগর-রুনির বাড়ির ২ নিরাপত্তারক্ষী পলাশ রুদ্র পাল ও এনায়েত আহমেদ এবং তাদের 'বন্ধু' ২-এর পাতায় দেখুন

মহাসড়কে হোটেল-রেস্তোরাঁয় ইএফডি বাধ্যতামূলক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সব মহাসড়কে অবস্থিত ভ্যাটযোগ্য হোটেল ও রেস্তোরাঁয় বাধ্যতামূলকভাবে ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি), অথবা সেলস ডাটা কন্ট্রোলার (এসডিসি) মেশিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর।

রবিবার (২ মার্চ) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, সারা দেশের সব মহাসড়কে অবস্থিত হোটেল রেস্তোরাঁয় ইলেকট্রনিক ভ্যাট চালান ইস্যু না করায় সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে ভ্যাট জমা হচ্ছে না বলে সচেতন ভোক্তারা অনবরত অভিযোগ করছেন। মহাসড়কের রেস্তোরাঁগুলোতে ২৪ ঘণ্টা ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলে। অনেকে ভ্যাট আদায় করলেও সঠিকভাবে তা জমা দেন না।

মো. আল আমিন শেখ বলেন, যথাযথভাবে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যে সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান দেশের মহাসড়কে অবস্থিত সব হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা সোমবার ॥ ০৩ মার্চ ২০২৫ ॥ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

রেললাইনে বাড়ছে দুর্ঘটনা টনক নড়ছে না কারোরই

স্টাফ রিপোর্টার : রেলের উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও নিরাপদ হয়নি দেশের রেলপথ। প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার রেলপথের দুই তৃতীয়াংশই ঝুঁকিপূর্ণ। মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও চলছে ৭০ শতাংশ রেল ইঞ্জিন ও কোচ। আর তাই প্রতিনিয়ত বাড়ছে ট্রেন দুর্ঘটনা। এছাড়া, বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের পরও প্রতি বছর রেলের গড় লোকসান প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত উন্নয়নের খেসারত দিচ্ছে জনপ্রিয় এই পরিবহন খাতটি। রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, দেশে রেললাইনে দুই হাজার ৭৮৯টি লেভেল ক্রসিংয়ের মধ্যে মাত্র ৫৬৪টিতে গেটম্যান রয়েছে। ক্রসিংগুলোর মধ্যে এক হাজার ৩২১টির কোনো অনুমতিই দেয়নি বাংলাদেশ রেলওয়ে। অনুমোদিত রেলক্রসিংয়ের মধ্যেও ৯০৪টিতে গেটম্যান নেই। যে যার খেয়ালখুশি মতো রেললাইন অতিক্রম (ক্রসিং) করে রাস্তা বানিয়েছে, তার বলি হচ্ছে সাধারণ জনগণ। রেলওয়ে বলছে, খোদ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রেলওয়েকে না জানিয়ে লেভেল ক্রসিং তৈরি করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসব ক্রসিংয়ে কোনো গেটম্যান থাকে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি উদ্যোগেও অনেকে লেভেল ক্রসিং তৈরি করেছেন। আবার খোদ রেলওয়ে থেকে যেসব ক্রসিংয়ের অনুমোদন আছে, সেসব ক্রসিংয়েরও অধিকাংশ স্থানে গেটম্যান নেই। ফলে ট্রেন এলেও সিগন্যাল দেওয়ার কেউ থাকে না। এতে সারাদেশে রেলক্রসিংয়ে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা, ঝরছে তাজা প্রাণ। তবে এর সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না কেউই। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ক্রসিং ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন না হলে এসব দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, পূর্বাঞ্চলে তাদের অনুমোদিত ৪৩৪টি লেভেল ক্রসিংয়ের মধ্যে গেটম্যান আছে ২৪৫টিতে, নেই ১৮৯টিতে। পশ্চিমাঞ্চলে এক হাজার ৩৪টি ক্রসিংয়ের মধ্যে গেটম্যান আছে ৩১৯টিতে, নেই ৭১৫টিতে। সব ৭-এর পাতায় দেখুন

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, দেশে রেললাইনে দুই হাজার ৭৮৯টি লেভেল ক্রসিংয়ের মধ্যে মাত্র ৫৬৪টিতে গেটম্যান রয়েছে। ক্রসিংগুলোর মধ্যে এক হাজার ৩২১টির কোনো অনুমতিই দেয়নি বাংলাদেশ রেলওয়ে। অনুমোদিত রেলক্রসিংয়ের মধ্যেও ৯০৪টিতে গেটম্যান নেই।

কর্মবিরতিতে ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশাসন ক্যাডারের পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ ও বৈষম্যমূলকভাবে সাময়িক বরখাস্তের প্রতিবাদে এবং আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের দাবিতে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি ক্যাডারের সদস্যরা রোববার (২ মার্চ) সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তরে এ কর্মসূচি পালন করেন।আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের সমন্বয়ক মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান জানান, এদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ দপ্তরের সামনে কালো ব্যাজ পরে ব্যানারসহ অবস্থান করেন। অবস্থান কর্মসূচি শেষে প্রতিটি দপ্তর নিজ নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হাসপাতালের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন ও প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগসহ অন্যান্য জরুরি সেবা কার্যক্রম এ কর্মবিরতির আওতার বাইরে ছিল। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পক্ষপাতদুষ্ট এ আদেশ প্রত্যাহার না হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে ‘আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ’ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সম্প্রতি ফেসবুকে লেখালেখির ঘটনায় ২৫ ক্যাডারের ১২ জন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই ধরনের কাজ প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যরা করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বৈষম্যপূর্ণ ৭-এর পাতায় দেখুন

সপ্তাহের ব্যবধানে ৪ টাকার লেবু বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : এক সপ্তাহের ব্যবধানে বরিশালের বাজারে চারগুণ বেড়েছে লেবুর দাম। এছাড়া বেগুন ও শসার দামও বেড়েছে তিন থেকে চার গুণ। গত সপ্তাহেও লেবু ২০ থেকে ২৫ টাকা হালি বিক্রি হলেও বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা হালি। বেগুন ৩০-৩৫ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া ১৫ থেকে ২০ টাকার শসা বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকায়।এদিকে রমজানের শুরুতে অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। অপরদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন, পাইকারি বাজার কিংবা মোকামে দাম বৃদ্ধির কারণে খুচরা বাজারে তার প্রভাব পড়েছে।

নগরীর বাংলাবাজার এলাকার বাসিন্দা দিনমজুর সবুজ হাওলাদার বলেন, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়ীরা কৌশলে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর দাম আগে থেকে বাড়িয়েছেন। তাছাড়া সয়াবিন তেল কোনো দোকানে মিলেছে না। জিনিসপত্রের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে তাতে নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে রমজানের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো কেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।সাগরদী চান্দুর মার্কেট এলাকার রিকশাচালক মিলন বলেন, যে হারে সব জিনিসের দাম বেড়েছে তাতে আমাদের মতো শ্রমজীবীতো দূরের কথা মধ্যম আয়ের মানুষও রোজার পণ্য কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন। রিকশায় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ওঠে। তাদের সবার মুখে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নিয়ে একই কথা।

এদিকে নগরীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম কেজিতে ১০-২০ টাকা বেড়েছে। গতকাল প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ২০০-২১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে যা গত সপ্তাহে ছিল ১৭০-১৯০ টাকা। সোনালি মুরগির দাম বেড়ে ২৮০-৩১০ টাকা হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ২৬০ থেকে ২৯০ টাকা।

মুরগির পাশাপাশি বেড়েছে গরু ও খাসির মাংসের দাম। রোববার বরিশালের বিভিন্ন বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৭৫০-৮০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। যা গত সপ্তাহে প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হতো ৭০০-৭৫০ টাকায়। খাসির মাংস বিক্রি হয়েছে এক হাজার ২০০ টাকা। যা গত সপ্তাহের চেয়ে একশ টাকা বেশি। তবে আলু-পেঁয়াজের দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

এছাড়া গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে ছোলার দাম ১১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৩০ ৭-এর পাতায় দেখুন

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে: ঢাবি উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমদ খান।

রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ৭-এর পাতায় দেখুন

রাখাইনে সংঘাত: উখিয়া-টেকনাফে ঢুকেছে আরও রোহিঙ্গা

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহী আরাকান আর্মির সংঘর্ষের খবর পুরোনো। প্রদেশটির ৯০-৯৫ শতাংশ এলাকা আরাকান আর্মির দখলে চলে গেছে বলে প্রচার হচ্ছে গত তিন মাস ধরে। কিন্তু সম্প্রতি আবারো সংঘর্ষ বাধে। এমন অনিশ্চিত সময়ে নিজেদের জীবন রক্ষায় সেখানে অবস্থান করা রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে অর্ধলাখের বেশি রোহিঙ্গা নানাভাবে উখিয়া-টেকনাফে অনুপ্রবেশ করে ক্যাম্পসহ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন।

কক্সবাজারের উখিয়া ব্যাটালিয়ন (বিজিবি-৬৪) উদ্বোধনীতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীও বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেছেন।বিজিবির কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) প্রশিক্ষণ মাঠে উদ্বোধন পরবর্তী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মিয়ানমার-বাংলাদেশ বর্ডার নিরাপদ রয়েছে। আমাদের সীমান্ত পুরোপুরি সুরক্ষিত আছে। এখানে কোনো সমস্যা নেই। তবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বর্ডার দখল করে আছে আরাকান আর্মি। ভবিষ্যতে ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিএমপির ৬৫টি চেকপোস্টে গ্রেফতার ১৬৭

স্টাফ রিপোর্টার : জননিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ঢাকা মহানগর এলাকায় পুলিশি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ৫৭৫টি টহল টিম ও ৬৫টি চেকপোস্ট বসিয়ে ১৬৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। এসময় এদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ৬৬টি।

রবিবার (২ মার্চ) এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি)মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টা থেকে শনিবার (১ মার্চ) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৫০টি থানা ৭-এর পাতায় দেখুন

ভোটকে আমরা যুদ্ধে পরিণতি করেছি: ইসি সানাউল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ভোটকে আমরা যুদ্ধ বা বিশেষ কিছুতে পরিণত করেছি। এটা যুদ্ধ নয়, উৎসব। আমরা স্বচ্ছ, সুন্দর ভোট উৎসব চাই। নির্বাচনে আমরা হানাহানি বা অনিয়ম দেখতে চাই না।রোববার (২ মার্চ) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে জাতীয় ভোটার দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভায় একথা বলেন ইসি।ইসি সানাউল্লাহ বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের উত্তরণে, নাগরিকদের ভোটে আস্থা ফেরানো ও নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নতির একটি বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়েছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে চাই। এজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদ চলছে। এই হালনাগাদ ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক মন্ত্রী আমু ও তার স্ত্রী-মেয়ের ৪৪ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, তার স্ত্রী সাঈদা হক ও মেয়ে সুমাইয়া হোসেনের নামে থাকা ৪৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে ১৮ কোটি ৭-এর পাতায় দেখুন

আবু সাঈদ হত্যা ৪ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলার চার আসামিকে আগামী ৯ এপ্রিল হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।মহবংিদৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে এড়ড়মষব ঘবিং অনুসরণ করুনরোববার (২ মার্চ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে ৯ এপ্রিলের মধ্যে এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গত বছরের ১৬ জুলাই বেরোবির ইংরেজি বিভাগের ৭-এর পাতায় দেখুন

ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার ঢাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সেমিনার হলে ১৩৮তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৪-২৫ এর সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করে।

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের তেজগাঁও অংশে তীব্র যানজটের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারকারীরা। রবিবার সকাল থেকেই এই পরিস্থিতি দেখা গেছে। এক্সপ্রেসওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির বদলে হাতে করে টোল নেওয়ায় জন্য তীব্র যানযট সৃষ্টি হয় তেজগাঁও এলাকায়।এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম সাখাওয়াত আখতার গণমাধ্যমকে জানান, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) পরামর্শ মতে তেজগাঁও থেকে বিমানবন্দর যাওয়ার পথের স্বয়ংক্রিয় টোল বুথ বন্ধ করা হয়েছে। যানজট কমানোর জন্য পুলিশ এমন পরামর্শ দেয়।এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের তেজগাঁওয়ের অংশ ঘুরে দেখা গেছে, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির পরিবর্তে হাতে করে টোল নেওয়া হচ্ছে। ফলে এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার জন্য যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়তে যায়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়ের কারণে অনেক সময় লাগছে।এর আগে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এক নির্দেশনায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উত্তরার দিকে যাতায়াতে যানজট এড়াতে মহাখালী র‌্যাম্প ব্যবহারের পরামর্শ দেয় ডিএমপি।

এদিকে, ঢাকা এলিভেটেড ৭-এর পাতায় দেখুন

সয়াবিন তেল ছাড়া অন্য পণ্যের সংকট নেই: ভোক্তার ডিজি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ আলীম আখতার খান বলেছেন, ‘আমরা মানুষকে স্বস্তিতে রাখার চেষ্টা করছি। সয়াবিন তেল ছাড়া দেশে অন্য কোনও পণ্যের সংকট নেই।’

রবিবার (২ মার্চ) সকালে রোজা উপলক্ষে কাওরান বাজারের কিচেন মার্কেটে পরিদর্শন করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক। পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।মোহাম্মদ আলীম আখতার খান বলেন, ‘সয়াবিন তেলের পাইকারি বা সরবরাহ পর্যায়ে কোনও ধরনের সংকট আছে কিনা সেটা জানার জন্য একটু সময় প্রয়োজন হবে। আমরা একটা তদন্ত কমিটি করবো। তদন্তের পর জানাতে পারবো পারবো সংকট আছে কিনা। সয়াবিন তেল পর্যাপ্ত থাকলে মানুষ স্বস্তিতে থাকবে।’ভোক্তার মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা আজ কাওরান বাজারে খুচরা ও পাইকারি দোকানগুলো পরিদর্শন করলাম। দোকানিদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম, সয়াবিন তেল ছাড়া অন্য কোনও পণ্যের সংকট নেই। গত বছরের তুলনায় দাম এ বছর কিছুটা কমতির দিকে। তাই দোকানিরা চাহিদা মেটাতে কিছুটা হিমশিম খাচ্ছেন। রমজানে অতিরিক্ত চাহিদা থাকে। স্বাভাবিকের তুলনা এ মাসে চাহিদা বাড়ে।’তিনি আরও বলেন, ‘একজনের নামে খুচরা দোকানি ২০ লিটার তেল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যিনি একসঙ্গে ২০ লিটার তেল কেনেন, তিনিও বাজারে সংকট তৈরির কারণ হতে পারেন।’পাইকারি দোকানিদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, আগের তুলনা সয়াবিন তেল কম পাচ্ছেন পাইকারি ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকের সাড়ে ৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া ৬ হাজার ৫৩১ জনের নিয়োগ বাতিলের হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে আপিলের শুনানি আজ অনুষ্ঠিত হবে।

রোববার (২ মার্চ) আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ এই শুনানির দিন নির্ধারণ করেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আর শিক্ষকদের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল ও মুনতাসির আহমেদ।

১৮ ফেব্রুয়ারি, হাইকোর্ট ৬ হাজার ৫৩১ জন প্রার্থীর নিয়োগ বাতিল করে রায় দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি) আবেদন করে। পরে চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হকের আদালত শুনানির জন্য ২ মার্চ দিন ধার্য করেন। গত বছরের ৩১ অক্টোবর, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়। ৩ পার্বত্য জেলা বাদে, ৬ হাজার ৫৩১ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু একটি রিটের শুনানি শেষে ১৯ নভেম্বর, ৭-এর পাতায় দেখুন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানোর আবেদন শুনানি ৮ মে

স্টাফ রিপোর্টার : তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে রাজনৈতিক দল ও ছয় ব্যক্তির করা চারটি আবেদনের শুনানির জন?্য আগামী ৮ মে দিন নির্ধারণ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। গতকাল রোববার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এর আগে, ২০১১ সালের ৬ এপ্রিল এ আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ শেষে বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমান (সিএভি) রাখেন আপিল বিভাগ। একই বছরের ১০ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। তবে ওই রায়ের পর দশম ও ১১তম নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছিলেন আদালত। আর এ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে সংসদে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলেও জানিয়েছিলেন আদালত। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল ৭-এর পাতায় দেখুন

রোজায় প্রথম কার্যদিবস
শেয়ারবাজারে দরপতন কমেছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজান মাসের প্রথম কার্যদিবস রোববার (২ মার্চ) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। ফলে কমেছে সবকটি মূল্যসূচক। সেই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ।ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম কমার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান। ফলে এ বাজারটিতেও মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। পাশাপাশি কমেছে লেনদেনের পরিমাণ।এদিন শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। লেনদেনের প্রথম আধাঘণ্টা সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকে।কিন্তু প্রথম আধাঘণ্টার লেনদেন শেষ হতেই দাম বাড়ার তালিকা থেকে একের পর এক প্রতিষ্ঠান দাম কমার তালিকায় চলে আসে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মূল্যসূচকে। এতে দাম কমার তালিকায় বেশি প্রতিষ্ঠান থাকার পাশাপাশি সবকটি মূল্য সূচক কমে দিনের লেনদেন শেষ হয়।দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে ১৪৪টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৮৪টির। এছাড়া ৬৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসই-এক্স আগের দিনের তুলনায় ১০ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ২৩৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় দশমিক ৪৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৬৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯০৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।সবকটি মূল্যসূচক কমার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও কমেছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৪২১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৪৮৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কমেছে ৬৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা।

এ লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ওরিয়ন ৭-এর পাতায় দেখুন

রমজানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশেষ নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজান মাসে ইফতার এবং সেহেরির সময়ও ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ধরনের সেবা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

রাতে বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম জানান, রমজান মাসে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন সেবা দিতে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইফতার ও সেহরির সময় কোনো সেবা বন্ধ রাখা যাবে না। যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে বিমানবন্দরের সব গেট খোলা ও নিরাপত্তা কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিমানবন্দরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে ইফতার ও সেহরির সময়। একইসঙ্গে এয়ারলাইন্সগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন কোনো যাত্রীর লাগেজ ফেলে না রাখা হয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ মনে করিয়ে দিয়েছে, রমজান ও ঈদের সময় ব্যাগেজ কেবল মালামালের ওজন নয়, বরং যাত্রীদের আবেগের সঙ্গেও জড়িত।এ বিষয়ে বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক জানান, জরুরি পরিষেবাগুলো সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্মরত স্টাফদের জন্য ডিউটি ডেস্ক ও কাউন্টারে ৭-এর পাতায় দেখুন

আজ এলপি গ্যাসের নতুন দাম নির্ধারণ

স্টাফ রিপোর্টার : তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মূল্য চলতি মাসে বাড়ছে কি-না তা জানা যাবে সোমবার (৩ মার্চ)। এদিন এক মাসের জন্য ঘোষণা করা হবে এলপিজির নতুন দাম। রোববার (২ মার্চ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মহবংিদৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে এড়ড়মষব ঘবিং অনুসরণ করুনবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সৌদি আরামকো ঘোষিত মার্চ (২০২৫) মাসের সৌদি সিপি অনুযায়ী এই মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে বেসরকারি এলপিজির মূল্য সমন্বয় সম্পর্কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নির্দেশনা সোমবার বিকেল ৩টায় ঘোষণা করা হবে।এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সেই মাসের জন্য ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১৯ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৪৭৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর জানুয়ারি মাসের শুরুতে সেই মাসের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল এলপিজির দাম। তবে গত ১৪ জানুয়ারি এই মাসের জন্য ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৪ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৪৫৯ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সোমবার এলপিজির পাশাপাশি এদিন ঘোষণা করা হবে অটোগ্যাসের দামও। এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সেই মাসের জন্য প্রতি লিটার অটোগ্যাসের দাম ৮৯ পয়সা বাড়িয়ে মূসকসহ ৬৭ টাকা ৭৪ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। আর জানুয়ারি মাসের শুরুতে সেই মাসের জন্য ৩ পয়সা কমিয়ে ৬৬ টাকা ৭৯ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছিল অটোগ্যাসের দাম। তবে গত ১৪ জানুয়ারি এই মাসের জন্য অটোগ্যাসের দাম ৪৯ পয়সা বাড়িয়ে ৬৭ টাকা ২৭ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। আর গত ২২ জানুয়ারি ৪২ পয়সা কমিয়ে পুনঃনির্ধারণ করা হয় ৬৬ টাকা ৮৫ পয়সা। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে ৪ দফা ৭-এর পাতায় দেখুন

ইতিবাচক রেমিট্যান্সে রিজার্ভে সুখবর

স্টাফ রিপোর্টার : রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক ধারায় বেড়েছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ তথ্য বলছে, দেশের রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, সদ্যসমাপ্ত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ১৩ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৬১৩ কোটি ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

মহাসড়কে হোটেল-রেস্তোরাঁয়

ইএফডি/এসডিসি মেশিন বাধ্যতামূলকভাবে স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে এনবিআরের মূসক বাস্তবায়ন অনুবিভাগ থেকে জারি করা চিঠিতে মাঠপর্যায়ের সব কমিশনারকে দেশের সব মহাসড়কে অবস্থিত হোটেল ও রেস্তোরাঁয় বাধ্যতামূলকভাবে ইএফডি/এসডিসি মেশিন স্থাপন, প্রতিদিনের লেনদেন নিয়মিতভাবে মনিটর এবং যথাযথ পরিমাণ ভ্যাট আদায়ের জন্য জরুরি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এনবিআর জানায়, জেনেক্স আইটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে যৌথভাবে গত কয়েক বছর ধরে ইএফডি মেশিন স্থাপন ও এর সার্বিক পরিচালনার মাধ্যমে আইভাস সিস্টেমে সব লেনদেনের তথ্য সন্নিবেশের কাজ করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আরও জানায়, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সে লক্ষ্যে এনবিআর রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন নতুন করদাতা চিহ্নিতকরণ ও ভ্যাটের হার পরিবর্তনের পাশাপাশি রাজস্ব ফাঁকি ঠেকানোর জন্য মাঠপর্যায়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছে। এনবিআর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের আইনানুগ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে করদাতাদের সঙ্গে সেবামূলক মনোবৃত্তি বজায় রাখার নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১১৬ বার পেছালো সাগর-রুনি হত্যা

তানভীর রহমান খান। এদের মধ্যে তানভীর ও পলাশ জামিনে রয়েছে। বাকিরা কারাগারে আটক রয়েছেন।

সাবেক এমপি তানভীর ইমাম

আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় তানভীর ইমামকেও আসামি করা হয়েছে। তানভীর সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার স্ত্রী মাহিনকে অপরাধে সহায়তা করার মাধ্যমে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে সহায়তা করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। দুদকের সহকারী পরিচালক মো. সহিদুর রহমান বাদী হয়ে ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন। আর তৃতীয় মামলায় তানভীর ইমামের কন্যা মানিজে ইসমত ইমামের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮৭ লাখ ১৫ হাজার ৭১৭ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায়ও তানভীর ইমামকেও আসামি করা হয়েছে। সংসদ সদস্য থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি মেয়েকে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে সহায়তা করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলাটি দুদকের উপসহকারী পরিচালক ওয়াশ কুরুনী বাদী হয়ে ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দায়ের করেন।আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।তানভীর আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা প্রয়াত এইচ টি ইমামের ছেলে।

সাবেক ডিজিএফআই প্রধান

হয়েছে, তা আদালতের পাঠানো হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাইফুল আলমের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে। একই সঙ্গে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নামে থাকা অ্যাকাউন্ট এবং তাদের মালিকানাধীন ব্যবসার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও স্থগিত করা হয়।আক্তার হোসেন বলেন, অভিযানে ২ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বেশি পাওয়া গেছে। গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, দুদক কর্মকর্তা ও যৌথবাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তা আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।গত ১১ সেপ্টেম্বর তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায় সেনাবাহিনী। দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. সাইফুল আলমকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল। এর আগে, তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক এবং ১১ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে স্বরাষ্ট্র

সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কার্যকর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন চেকপোস্ট এবং টহল দলের রাত্রিকালীন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মামলা যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করতে জেলা ও মেট্রোপলিটন পর্যায়ে মামলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে করে মামলার হয়রানি থেকে রেহাই পাচ্ছেন নিরপরাধ ব্যক্তিরা।ফয়সল হাসান আরও জানান, জুলাই বিপ্লবের শহীদ পরিবারের মামলাগুলো নিয়মিতভাবে গুরুত্বের সঙ্গে মনিটরিং করা হচ্ছে। যাতে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্তপূর্বক আইনের আওতায় নিয়ে আসা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়।

নির্বাচন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে

হয়েছে। আপনারা শুধু আয়নাঘরের কথা শুনেছেন বা আমাদের গুম করার কাহিনী শুনেছেন। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের তো বক্তব্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যারা আয়নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন তারা কথা বলছেন, কিন্তু যাদের এখনো কোনো হদিস পাওয়া যায়নি তারা তো কথা বলতে পারছে না। আপনারা হয়তো শুনে আন্দাজ করতে পারেন যাদেরকে গুম করা হয়েছিল তাদেরকে কীভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে, জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, গুম-খুনের ইতিহাস।

বিএনপির এই নেতা বলেন, এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি পাল্টাতে হবে। যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের মানুষ আনন্দে গ্রহণ করবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে, যে কোনো অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সব মানুষ আপন করে নিতে পারে এরকম রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা আমাদের চালু করতে হবে।বর্তমান সময়ে ভোটাধিকার নিশ্চিত করাও মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের অন্যতম। এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, এটি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বিগত সময়ে। সুতরাং অধিকারের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন বা বিভিন্ন রকমের ধরন বা বিভিন্ন রকমের ইনক্লুশন হবে। সময়ের প্রেক্ষিতে বাড়বে, মৌলিক অধিকারের অবস্থাও একই হবে। যে মৌলিক অধিকার আগে পাঁচটি ছিল, সামনে তা ছয়টা হবে, সাতটা হবে, রকম বাড়তে থাকবে।রমজানে দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, উপদেষ্টা মন্ডলী ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা গরীব মানুষের দিকে লক্ষ্য রাখুন যাতে সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষমতার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পায়। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন। অন্যথায় মানুষ আপনাদের সমালোচনা করবেই। সংবিধানে যদি মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারগুলো শক্তিশালী থাকে এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের আইন প্রণীত হয়; সেই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি এমন কোন সংস্থা থাকে যার ওপরে সরাসরি প্রশাসনের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না, তখনই মানবাধিকারগুলো নিশ্চিত হয়। মানবাধিকার বিকাশের যে ভূমিকা সে ভূমিকা অবশ্যই রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিএনপি সবার আগে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০২৩ সালে ৩১ দফা সংস্কারের প্রস্তাব আমরা দিয়েছি। আমরা প্রস্তাব দিয়েছি ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে যদি আমরা জয়ী হই তাহলে সবাইকে নিয়ে সেই সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করব। সব রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কার করব। নির্বাচনের বিষয়ে সরকার কী করবে জনগণের সামনে তা দৃশ্যমান করার দাবি জানাচ্ছি। নির্বাচন প্রক্রিয়া যত দীর্ঘায়িত হবে, চলমান সমস্যা আরও বাড়বে। জাতির মধ্যে যে অস্থিরতা রয়েছে তা কাটাতে হলে একটি নির্বাচন প্রয়োজন। যত দিন যাচ্ছে, ততই গণতন্ত্র উত্তরণের যাত্রাপথ বাধাগ্রস্ত করার কূটকৌশল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু পুলিশ দিয়ে নয়, রাজনীতি দিয়ে ফ্যাসিবাদ মোকাবিলা করতে হবে। তাহলেই ফ্যাসিবাদের মূল উপড়ে ফেলা যাবে।

পৃথিবীর সব গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য

মুহাম্মদ ইউনূস। ওই অনুষ্ঠানে বিবিসির মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও কিউবা বিষয়ক প্রতিবেদক ও আলোচিত ‘পপুলিস্টা: দ্য রাইজ অব ল্যাটিন আমেরিকাস টুয়েন্টি ফার্স্ট’ বইয়ের লেখক উইল গ্র্যান্ট, দ্য গার্ডিয়ানের সাংবাদিক টমাস গ্রাহাম, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সিনিয়র সাংবাদিক হোসে ডে কর্দোভা, দ্য ইকোনমিস্টের লেখক ও ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডরিক ফেলো হ্যারিস ডাল হলেন, কলামিস্ট ম্যাট ইয়াক, ডিপ্লোম্যাটিক ম্যাগাজিন মোনডো-এর সম্পাদক কারমেন ওথেরো, ব্লুমবার্গ নিউজের ব্যুরো প্রধান ক্যারোলিনা মিলান, বোস্টন গ্লোবের কলামিস্ট ও জাতীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-উনামের অধ্যাপক ড. ম্যারিয়ন লয়েড, এপির ক্যাটেরিনা মরবিয়াতো, ইনসাইট ক্রাইমের ভিক্টোরিয়া ডিটমার, ওসিসিআরপির জনি ওয়ারেট ও ইবারো আমেরিকানা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আরিবেল কনটেরাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।মতবিনিময়কালে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নেওয়ায় মুশফিকুল ফজল আনসারীকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি, নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে মুশফিকুল ফজল আনসারী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশে চলা দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে এক বিস্ময়কর নজির স্থাপন করেছে ছাত্র-জনতা। হাজারো তরুণকে জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে।জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের সাম্প্রতিক রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে তিনি আরও বলেন, এমন বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞে শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছে অনুসন্ধানী দল।

ছাত্রদের নেতৃত্বে এ বিজয় অর্জিত হয়েছে উল্লেখ রাষ্ট্রদূত মুশফিক বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় হত্যা, গুম, কারাবরণকে মাথায় নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো হাসিনার দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে গেছে।বাংলাদেশে একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে মুশফিকুল ফজল আনসারী বলেন, ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে চলতি বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সরকার।

মেক্সিকোর সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেন, এ বছর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি হবে। পারস্পরিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে সচেষ্ট ভূমিকা থাকবে।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হল।’দ্বিতীয়তঃ সন্দেহের দিন সিয়াম পালনকারী আল্লাহর দেয়া সীমা অতিক্রম করল। কেননা আল্লাহ তাআলার সীমা হল, কেহ রমজানের চাঁদ না দেখে বা চাঁদ প্রমাণিত না হলে রমজানের সিয়াম পালন করবে না। তাই তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন রমজান মাসকে এক বা দু দিন বাড়িয়ে না দেয়। তবে যার অন্য কোন নিয়মিত সাওম সে দিনে হয়ে যায়, তার কথা আলাদা। (রমজানের ১লা তারিখ সন্দেহ করে সিয়াম পালন করা যাবে না)আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালাসের

তিন বিচারপতির আপিল বিভাগ বেঞ্চ আজ শুনানির জন্য এই দিন ধার্য করেন।জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর রায় দেন বিচারিক আদালত। রায়ে খালেদা জিয়াকে ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে একই বছরের ১৮ নভেম্বর হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। একপর্যায়ে গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৬ আগস্ট জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় দণ্ড মওকুফ করে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে করা আপিল শুনানির উদ্যোগ নেন তার আইনজীবীরা। একপর্যায়ে এই মামলার আপিল শুনানির জন্য পেপারবুক (মামলার বৃত্তান্ত) তৈরির অনুমতি চেয়ে খালেদা জিয়ার আবেদন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট। এরপর শুনানি শেষে গত ২৭ নভেম্বর বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি ল হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ বেগম খালেদা জিয়া ও অপর দুজনের করা পৃথক আপিল মঞ্জুর করে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে খালাসের রায় দেন। খালেদা জিয়ার পাশাপাশি খালাস পাওয়া অপর দুজন হলেন বিএনপির তৎকালীন একান্ত সচিব জিয়াউল ইসলাম ও সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার একান্ত সচিব মনিরুল ইসলাম খান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে

তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১১ সালের ১০ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ঘোষিত রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। এদিকে গত ১৭ ডিসেম্বর বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি-সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক

জনপদের মানুষ ইতিহাসের নানা সময়ে নিজেদের হাজির করেছে প্রায় ২০০ বছরের ঔপনিবেশিকবিরোধী লড়াইয়ের অংশ হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৪৭ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করি। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র এই জনপদের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ ও বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে এই জনপদের মানুষ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে প্রণীত মুজিববাদী সংবিধানের মধ্য দিয়ে নির্মিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো অগণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়। এর ফলে এ দেশের নাগরিকরা ইতিহাসের বিভিন্ন পরিক্রমায় বাকশাল, স্বৈরতন্ত্র এবং সর্বশেষ ফ্যাসিবাদের শিকার হয়।এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো থেকে ফ্যাসিবাদের সব উপাদান ও কাঠামোকে বিলোপ করতে এবং এই জনপদের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ও জাতীয় নাগরিক কমিটির উদ্যোগে আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করছি। জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ ইসমাইলের বোন মিম আক্তার জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক হিসাবে নাহিদ ইসলাম এবং সদস্য সচিব হিসাবে আখতার হোসেনের নাম ঘোষণা করেন। ওই আহ্বায়ক কমিটি (আংশিক) আগামী ১ বছরের মধ্যে এই রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও ইশতেহার প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক বিস্তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

নির্বাচনি আচরণবিধি মানার ক্ষেত্রে

ফজল মো. সানাউল্লাহ (অব.) বলেন, ‘ভোটার তালিকা হালনাগাদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিগত দিনে বিভিন্ন কারণে অনেক ভোটার হতে পারেননি। অথবা কেউ কেউ অনীহার কারণে ভোটার হননি। ভঙ্গুর নির্বাচনী পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র উত্তরণের বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভোটের প্রতি অনেকের আগ্রহ বেড়েছে। তাই ৩০ জুনের মধ্যে আরেক দফা নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।’তিনি বলেন, ‘এবারের ভোটার দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যাতে করে কেউ অস্বচ্ছ বা ভুয়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন না করতে পারেন। রাতের ভোট দেখতে চায় না কমিশন।’

ইসির আলোচনা সভায় জানানো হয়, ২০২৫ সালের ২ মার্চ পর্যন্ত হালনাগাদ করা চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার রয়েছেন ১২ কোটি ১৮ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ২৩ লাখ ৬১ হাজার ৬১৫ জন, নারী ৬ কোটি ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৬৬৫। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৯৯৪ জন। অনুষ্ঠানে পঙ্গু হাসপাতাল ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ১৩ জনের হাতে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র তুলে দেন সিইসি। এর আগে ভোটার দিবস উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

অগ্নিঝরা মার্চ ’৭১

সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। ইশতেহারে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির সর্বাধিনায়ক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। তিনি সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। সেই সঙ্গে জনসাধারণের উদ্দেশে অফিস-আদালত বন্ধ রাখা, খাজনা-ট্যাক্স না দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতিধ্বনি করে অন্যান্য নেতারাও জনগণকে আন্দোলনে সফল করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই দিন বাংলার মাটি আরও একবার শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়। চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৭১ জন বাঙালি নিহত হন, সারা দেশে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সমগ্র দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, যা স্বাধীনতার চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করে তোলে। ৩ মার্চের এই ঘটনা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা পরবর্তী সংগ্রামের জন্য বাঙালি জাতিকে আরও দৃঢ় ও একতাবদ্ধ করে তোলে।

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ: দেশে এখন

ভোটার দিবসপালিত হচ্ছে। জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মাঠপর্যায়ে উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসগুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ভোটাধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ২ মার্চ থেকে দিনটি পালন করে আসছে সংস্থাটি। কমিটির সভাপতি ও নির্বাচন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এসএম আসাদুজ্জামানের সই করা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভোটার দিবস উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে জেলা, উপজেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে র‍্যালি, আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে’ প্রতি বছরের ১ মার্চকে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সরকার। তবে পরের বছর ২০২৯ সাল থেকে এই ভোটার দিবস উদযাপনের তারিখ পরিবর্তন করে ২ মার্চ করা হয়। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মাঠপর্যায়ে থানা বা উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসগুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকায় সকাল ৯টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক নির্বাচন ভবনের সামনে থেকে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন করা হবে। এ সময় নির্বাচন কমিশনারগণ উপস্থিত থাকবেন। এরপর নির্বাচন ভবনের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হবে। সকাল ১১টায় নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে ভোটার দিবস নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইসির আলোচনা সভায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কদের মধ্য থেকে ১০ জন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি, ইউএনডিপির প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অবজারভার গ্রুপ থেকে বেশকয়েক ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে জাতীয় দৈনিকে ‘বিশেষ ক্রোড়পত্র’ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ভোটার দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে বিশেষ টকশো প্রচারিত হবে। মাঠপর্যায়ে জেলা, উপজেলা ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসগুলোতেও র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সহকারী পরিচালক জনসংযোগ মো. আশাদুল হক।

শপথ নিলেন পিএসসির সাত সদস্য

১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, সদস্যরা দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর বা তাঁর ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে, সে কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

বাড়ানোর বদলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়

সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাচ্ছে। ওই খাতগুলোর জন্য মোট বরাদ্দে প্রায় ৮১ দশমিক ৩১ শতাংশ রাখা হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া প্রায় সব খাতেই কমবেশি বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। শুধু পরিবেশ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে কমানো হচ্ছে ২২ হাজার ৪৩৪ কোটি; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত থেকে ৮ হাজার ৮৫৪ কোটি; গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধা খাত থেকে ৫ হাজার ২২৩ কোটি; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন থেকে ১ হাজার ৩৩ কোটি; কৃষি থেকে ৩ হাজার ৫৮৮ কোটি; শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাত থেকে ২ হাজার ৪৩ কোটি এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে ৪৫৯ কোটি টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানিসম্পদ খাতে ৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ফলে ওই খাতে আরএডিপিতে বরাদ্দ বেড়ে ১১ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। আরএডিপিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৩৬ হাজার ১৯৫ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য ২১ হাজার ৪৭৫ কোটি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য ১৮ হাজার ৬২৪ কোটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ১২ হাজার ৭৬৪ কোটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য ১২ হাজার ১২৯ কোটি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য ১০ হাজার ২২৭ কোটি, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য ১০ হাজার ২১১ কোটি, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭ হাজার ১৫৩ কোটি, সেতু বিভাগের জন্য ৫ হাজার ৮৪৮ কোটি এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জন্য ৫ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে।

বাঁশখালীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেছে এক যুবকের। গত শনিবার রাতে উপজেলার সরল ইউনিয়নের কানুনগোরখীল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদুল ইসলাম (২০) বাঁশখালী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন। বাঁশখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় লোকজন জাহিদুলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এসেছিল, সেখানে তার মৃত্যু হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওসি সাইফুল বলেন, জাহিদুলের রিকশা, মোবাইল কিছুই খোয়া যায়নি। তাকে কারা-কেন ছুরিকাঘাত করেছেন, সেটা জানার চেষ্টা করছি আমরা।

নরসিংদীতে শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মা পলাতক

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রায়পুরায় ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক নারীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। উপজেলার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ মির্জানগরে গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে রায়পুরা থানার ওসি আদিল মাহমুদ জানান। নিহত ৩ বছর বয়সী আনাস মিয়া ওই এলাকার সৌদি প্রবাসী ডালিম মিয়ার ছেলে বলে আমিরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবু বক্কর জানান। স্থানীয়দের বরাতে ইউপি সদস্য আবু বক্কর বলেন, পাঁচ বছর আগে রায়পুরা উপজেলার হাইরমারা এলাকার শিরিনা বেগমকে বিয়ে করেন ডালিম মিয়া। বিয়ের তিন বছর পর সৌদি আরবে চলে যান ডালিম। এরপর শিরিনা তাদের একমাত্র সন্তান আনাসকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। গত শনিবার রাতে নিজ ঘরে আনাসকে কুপিয়ে হত্যার পর শিরিনা পালিয়ে যান। এ সময় পাশের ঘরে তারাবি নামাজ পড়ছিলেন শিশুটির দাদি। চিৎকার শুনে ছুটে এসে তিনি নাতির রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান। আবু ববক্কর বলেন, শিশুটির দাদি জানাতে পারেননি, কেন শিরিনা নিজ সন্তানকে হত্যা করলেন। ঘটনার পর থেকে তার পুত্রবধূ পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। রায়পুরা থানার ওসি আদিল মাহমুদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। তদন্তের পর এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো যাবে। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি; নিহতের মা ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ জুনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে: ইসি সানাউল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ভোটকে আমরা যুদ্ধ বা বিশেষ কিছুতে পরিণত করেছি। এটা যুদ্ধ নয়, উৎসব। আমরা স্বচ্ছ, সুন্দর ভোট উৎসব চাই। নির্বাচনে আমরা হানাহানি বা অনিয়ম দেখতে চাই না। গতকাল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে জাতীয় ভোটার দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভায় একথা বলেন ইসি। ইসি সানাউল্লাহ বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের উত্তরণে, নাগরিকদের ভোটে আস্থা ফেরানো ও নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নতির একটি বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়েছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে চাই। এজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদ চলছে। এই হালনাগাদ কার্যক্রম শেষে ৩০ জুনের মধ্যে আবারো একটা ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, আমরা ভোটকে যুদ্ধ বা বিশেষ কিছুতে পরিণত করেছি, এটা যুদ্ধ নয়, উৎসব। স্বচ্ছ সুন্দর ভোট উৎসব চাই, আমরা হানাহানি, অনিয়ম দেখতে চাই না নির্বাচনে। গত তিন মাসে ৮০ হাজারের বেশি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এসময় নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, বিগত সময়ে যে নির্বাচনগুলো যদি সঠিক না হয়ে থাকে এর দায় কাউকে না কাউকে নিতে হবে। এর পুরো দায় নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন কঠিন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইসি ভালো নির্বাচন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সবার সহযোগিতা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে। জুলাই আন্দোলনের রক্তের সঙ্গে যাতে প্রতারণা না হয় সেজন্য একটি ভালো নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনার বেগম তাহমিদা আহমদ বলেন, চারদিকে সংস্কার আর সংস্কার, ইসিতে কি সংস্কার হবে না? স্বচ্ছতা নিশ্চিতে খোলা মাঠে ভোট করতে চাই, আবদ্ধ রুমে নয়। এজন্য সবার সহযোগিতা চাই। জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমান মাছউদ বলেন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কেউ বলে সব দলের অংশগ্রহণ, আমি মনে করি এর পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বর্তমান কমিশন কথায় নয় কাজে দেখাতে চায়। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে আইন ও বিধি অনুযায়ী কাজ করবে কমিশন।

‘ভুয়া পুলিশ’ আখ্যা দিয়ে এসআইকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও ১০

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) পতেঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ আলীকে ভুয়া পুলিশ আখ্যা দিয়ে ‘মব’ সৃষ্টি করে মারধরের অভিযোগে আরও দশ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতাররা হলো- গণপতি (৫৭), হামিদুর রহমান (৩০), রোহান (২০), আরিফ প্রমাণিক (৩৫), রাব্বি (৩৫), শুভ (১৯), জীবন (২৬), রুমেল (৩০), রেজাউল করিম (৪৫) ও সিয়াম শেখ (১৮)। গত শনিবার রাতভর অভিযান পরিচালনা করে নগরের পাঁচলাইশ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পতেঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, সিএমপির বন্দর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার বদরুল আলম মোল্লার সার্বিক দিকনির্দেশনায় অভিযান পরিচালনা করে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত দশ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে। এর আগে, গত শুক্রবার রাতে নগরীর পতেঙ্গা থানাধীন আউটার রিং রোডে চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ সদস্যের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত পুলিশ কর্মকর্তা ইউসুফ আলী পতেঙ্গা মডেল থানায় এসআই হিসেবে কর্মরত। হামলাকারীরা তাকে ভুয়া পুলিশ আখ্যা দিয়ে তার কাছ থেকে মোবাইল, মানিব্যাগ ও ওয়াকিটকি ছিনিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পিআর অ্যান্ড মিডিয়া) মাহমুদা বেগম জানান, শুক্রবার দিবাগত রাতে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতসংলগ্ন আউটার রিং রোডে চেকপোস্টের দায়িত্বে থাকা এসআই ইউসুফ আলীকে মারধর করে তার মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও ওয়্যারলেস ছিনিয়ে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। এ সময় হামলার শিকার পুলিশ কর্মকর্তা ইউসুফ আলী নিজের পরিচয় দিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে হামলাকারীরা তাকে ভুয়া পুলিশ বলে মব সৃষ্টি করে এবং দুষ্কৃতকারীদের ঘটনাস্থলে জড়ো করে। তিনি জানান, পরে খবর পেয়ে সিবিচ এলাকায় টহলরত পতেঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল ও আশপাশের লোকজনের সহযোগিতায় এসআই ইউসুফ আলীকে উদ্ধার করেন। এ সময় উত্তেজিত লোকজন হামলায় জড়িত জড়িত সাইমন (২৭) ও আলী আলী ইমাদ প্রকাশ তাফসির ইমাদ (২২) নামের দুই জনকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন। ছিনিয়ে নেওয়া মোবাইল, মানিব্যাগ ও ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি ওই দুই যুবকের কাছ থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত একটি চাকু ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলা: খালেদা জিয়ার খালাসের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে হাইকোর্টের দেওয়া খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদকের আপিলের শুনানি আজ (সোমবার)। গতকাল রোববার সকালে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বেঞ্চে এটি শুনানির জন্য ছিল। তবে দুদকের আইনজীবী জানিয়েছেন, আরেক আসামি জিয়াউল ইসলামের বিরুদ্ধে তারা আপিল করেছেন তাই শুনানিতে তারা সময় চান। পরে আপিল বিভাগ শুনানির জন্য ৩ মার্চ দিন ধার্য করেন। গত বছরের ২৭ নভেম্বর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ সব আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত। বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। এর আগে, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে ৭ বছরের দণ্ড দিয়েছিলেন আদালত। সেই সাজার বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার আপিল মঞ্জুর করে খালাস দেয় হাইকোর্ট। পরে আদালত চত্বরে এ মামলার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আদালত আমাদের শুনেছেন। বলেছেন, আপিলটি আমি লাইন বাই লাইন পড়েছি। এভিডেন্সগুলো দেখেছি। আপনারা যা দিয়েছেন তার আইনগত ভিত্তি রয়েছে। আমি আপিলটি মঞ্জুর করলাম। অর্থাৎ, গ্রহণ করলাম।’ উল্লেখ্য, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর রায় দেন বিচারিক আদালত। রায়ে খালেদা জিয়াকে ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে একই বছরের ১৮ নভেম্বর হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। শুনানি নিয়ে ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে বিচারিক আদালতের দেওয়া অর্থদণ্ডের আদেশ স্থগিত করেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। গত ৬ আগস্ট জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় দণ্ড মওকুফ করে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে করা আপিল শুনানির পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পেপারবুক তৈরির জন্য অনুমতি চেয়ে খালেদা জিয়া আবেদন করেন।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষক পদে উত্তীর্ণ ৬ হাজার ৫৩১ জন প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করে হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে আবেদনের শুনানির জন্য আজ (সোমবার) ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল রোববার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। অপরপক্ষে ছিলেন আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল, মুনতাসির আহমেদ। এর আগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর হাইকোর্ট বেঞ্চ ওই রায় দেন। রায়ের দিন আবেদনকারীদের আইনজীবী কামরুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ হাজার ৫৩১ জনের তৃতীয় পর্যায়ের যে নিয়োগ ছিল, তা ২৩ জুলাইয়ের নোটিফিকেশনের পরিপন্থি। এ কারণে যারা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে ১৫৩ জন রিট করেছিলেন। হাইকোর্ট বিভাগ সেই রিট পিটিশনে জারি করা রুল শুনানি শেষে রায় ঘোষণা করেছেন। রায়ে উত্তীর্ণদের যে ফল ঘোষণা করেছে তা ২৩ জুলাইয়ের পরিপন্থি এবং আপিল বিভাগের ২১ জুলাইয়ের রায়ের পরিপন্থি বলেছেন। ২০২৩ সালের ১৪ জুন ওই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরপর ৬ হাজার ৫৩১ জন প্রার্থীকে নির্বাচন করে গত ৩১ অক্টোবর নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ৩১ অক্টোবরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ অনুসরণ করে উপজেলাভিত্তিক মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রার্থী নির্বাচন করে তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ১১ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগ আদেশ সংবলিত নির্দেশনা জারি করে। এ সংক্রান্ত আদেশ অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে ২০ নভেম্বর নিয়োগপত্র ইস্যু করার কথা ছিল। ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা অনুসরণের অভিযোগ তুলে ফলাফল প্রকাশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নিয়োগ বঞ্চিতরা হাইকোর্টে রিট করেন। রুলে ৩১ অক্টোবর ফলাফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ বিষয়ে ১১ নভেম্বরের নির্দেশনা সংবলিত স্মারক কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহাপরিচালকসহ বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এ রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে ১৯ নভেম্বর হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন। আদেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া ছয় মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। ফলে ৬ হাজার ৫৩১ জন উত্তীর্ণ প্রার্থীর নিয়োগ আটকে যায়। গত ৬ ফেব্রুয়ারি সেই রুলের ওপর রায় দেওয়া হয়।

কর্মবিরতিতে ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার : ফেসবুকে লেখালেখির কারণে ২৫ ক্যাডারের ১২ জন কর্মকর্তাকে দেওয়া বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার এবং আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের দাবিতে গতকাল রোববার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। ফলে কার্যালয়গুলোতে স্বাভাবিক কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। কর্মবিরতি কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরের সামনে কালো ব্যাজ পরে কর্মকর্তারা অবস্থানও নিয়েছেন। সংখ্যার দিক দিয়ে অন্যতম বড় ক্যাডার বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) প্রাঙ্গণে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা অবস্থান নেন। এতে শিক্ষা ক্যাডারের শীর্ষ পদের কর্মকর্তা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ আজাদ খানও অংশ নিতে দেখা যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ আজাদ খান বলেন, ‘শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা নানা বৈষম্যের শিকার। এই ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে আমি কর্মবিরতি সংহতি প্রকাশ করি, কর্মসূচিতে অংশ নেই। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনে আলোচনার মাধ্যমে আমি সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই।’ ক্যাডার সদস্যদের অনেকেই মামলা বা হয়রানির শিকার, এগুলো নিয়ে যেন আইনগত একটি সুন্দর সমাধান আসে সেজন্য এই কর্মবিরতি হচ্ছে বলে জানান তিনি। এর আগে গত শনিবার রাজধানীর খামারবাড়িতে পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন পরিষদের সমন্বয়ক মফিজুর রহমান। তিনি বলেন, ‘সংশ্লিষ্টরা সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সমাধান না হলে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’ মফিজুর রহমান জানান, কর্মবিরতির সময় কর্মকর্তারা নিজ নিজ দপ্তরের সামনে কালো ব্যাজ পরে ও ব্যানার হাতে অবস্থান করবেন। তিনি বলেন, ‘সামাজিক মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারের ২২ কর্মকর্তা কুরুচিপূর্ণ লেখালেখি করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ওই ২২ জনের লেখা উপদেষ্টাদের দেখানো হলে তারাও বিস্ময় প্রকাশ করেন।’ এ সময় মফিজুর রহমান বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে আবারও তাদের ১৪ সুপারিশ তুলে ধরেন। এ ছাড়া সভায় মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে ২৫টি ক্যাডারের পক্ষ থেকেই পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং উপসচিব পদে কোটা বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকেও সিভিল সার্ভিসে পেশাদারিত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। অথচ জনদাবি উপেক্ষা করে সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ক্ষমতাধর একটি গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। মফিজুর রহমান বলেন, এ প্রতিবেদন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং প্রশাসনিক ফ্যাসিজম আরও শক্তিশালী হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ আরিফ হোসেন। এ সময় আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের সমন্বয়ক ও সহ-সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন।

সদ্য নিয়োগ পাওয়া পিএসসির সাত সদস্য শপথগ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার : সদ্য নিয়োগ পাওয়া পিএসসির সাত সদস্য শপথ নিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১১টায় সুপ্রিম কোর্ট জাজেস লাউঞ্জে তাঁদের শপথ পড়ান। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পিএসসির সদস্য পদে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. শরীফ হোসেন ও অধ্যাপক আরফিনা ওসমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষনা, প্রকাশনা ও কারিকুলাম উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. এ টি এম ফরিদ উদ্দীন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আনোয়ারুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুনির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহনাজ সরকার ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাব্বির আহমদ চৌধুরী। সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তারা দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাদের ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে, সে পর্যন্ত তারা সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন। এই সাত জনের নিয়োগের পর এখন পিএসসির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫ জনে। বর্তমানে পিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম।

ডিপ্লোমা চিকিৎসকদের চার দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার : অনতিবিলম্বে শূন্যপদে নিয়োগ এবং নতুন পদ সৃজন করা, প্রতিষ্ঠান ও পদের নাম পরিবর্তন করে অসংগতিপূর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধন করা, উচ্চশিক্ষার অধিকার প্রদানসহ চার দফা দাবিতে নোয়াখালীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল রোববার সকালে নোয়াখালীর মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিক্যাল প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডা. এম. রহমান বাপ্পি। এ সময় বক্তারা বলেন, ডিপ্লোমা চিকিৎসকদের চলমান যৌক্তিক চার দফা আন্দোলন নিয়ে একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে আসছে। এ ছাড়া মহামান্য হাইকোর্টে চলমান একটি মামলার রায়কে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। তারা আরও বলেন, আমরা দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের যৌক্তিক চার দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আকতার উদ্দিন, ডা. আবু হানিফ, সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক মাজহার রাকিব ও সাজেদুল ইসলাম সৌরভ।

ইতিবাচক রেমিট্যান্সে রিজার্ভে

বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৯০ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৯০ কোটি ডলারে। তবে এ দুই হিসাবের বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের আরও একটি হিসাব রয়েছে, সেটি ব্যয়যোগ্য রিজার্ভ। এ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু আইএমএফকে প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ হিসাবে আইএমএফের এসডিআর খাতে থাকা ডলার, ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাবে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা এবং আকুর বিল বাদ দিয়ে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের হিসাব করা হয়।সেই হিসাবে দেশের ব্যয়যোগ্য প্রকৃত রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা উপরে। সাধারণত একটি দেশের ন্যূনতম তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। আমাদের দেশে সে পরিমাণ রিজার্ভ রয়েছে। আর নিট রিজার্ভ গণনা করা হয় আইএমএফের 'বিপিএম-৬' পরিমাপ অনুসারে। মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বাদ দিলে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ পাওয়া যায়।এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ২৩ দিনেই রেমিট্যান্স এসেছে ২ বিলিয়ন ডলার বা ২০৭ কোটি ডলার। সে হিসেবে প্রতিদিন আসছিল ৯ কোটি ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ পর্যন্ত দেশে এক হাজার ৭২৭ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার, নভেম্বর মাসে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে এসেছে ২৬৪ কোটি ডলার এবং জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

শেয়ারবাজারে দরপতন কমেছে

ইনফিউশনের শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ২০ কোটি ৭০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশনের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১০ কোটি ১০ লাখ টাকার। ১০ কোটি ৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আরডি ফুড।

এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- শাহিনপুকুর সিরামিক, লাভেলো আইসক্রিম, কেডিএস এক্সেসরিজ, রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড, ফু-ওয়াং ফুড, খান ব্রদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ এবং ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড।অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ২৫ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২০৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৬টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৯৮টির এবং ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৫ কোটি ১৬ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১০৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা।

আজ এলপি গ্যাসের নতুন দাম

কমেছিল এলপিজি ও অটোগ্যাসের দাম, আর বেড়েছে ৭ দফা। এ দফা ছিল অপরিবর্তিত। গত বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর বাড়ানো হয়েছিল এলপিজি ও অটোগ্যাসের দাম। আর দাম কমেছিল এপ্রিল, মে, জুন ও নভেম্বরে। তবে দাম অপরিবর্তিত ছিল ডিসেম্বরে।

রমজানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক

ইফতারের ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে, যাতে সেবা প্রদান ব্যাহত না হয়।তিনি সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রমজান মাসে আমরা যেন যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে পারি, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক সকল বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যাত্রীদের জন্য এই সময়টাকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।পরিচালক বলেন, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রমজান মাসে যাত্রীদের জন্য সর্বোচ্চ মানের সেবা নিশ্চিত করতে চাই।

আবু সাঈদ হত্যা

শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। তাকে হত্যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলন ভিন্ন মাত্রা পায়। সারাদেশের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন হয় শেখ হাসিনার। চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, জুলাই-আগস্ট গণহত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন চলতি মাসেই পাওয়া যাবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন আবু সাইদ। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে প্রসিকিউশন জানিয়েছে, এই ঘটনায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন সাবেক এ এস আই আমির হোসেন ও কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়। আর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, ছাত্রলীগ কর্মী এমরান চৌধুরী আকাশসহ আরও অনেকে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। অন্য মামলায় গ্রেপ্তার থাকা ওই আসামিদের এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আবেদন জানায় প্রসিকিউশন। আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় তার বড় ভাই রমজান আলী হত্যা মামলা করেন। মামলাটি পিবিআই তদন্ত করছে। তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই রংপুরের এসপি এ বি এম জাকির হোসেন জানান, এ মামলায় পুলিশসহ এ পর্যন্ত চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানোর

হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালত তার রায়ে আরও বলেন, আপিল বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই আবেদনটি গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬ এই নির্দেশের পর থেকে অবৈধ ও সংবিধান বহির্ভূত ঘোষণা করা হলো। তবে আইনসম্মত না হলেও (প্রয়োজনের কারণে আইনসম্মত এবং জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন; সুপ্রাচীনকাল ধরে চলে আসা নীতিমালার ভিত্তিতে) দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করা ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায়ই হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে অথবা আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজনকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিধানটি বাতিল করার পূর্ণ স্বাধীনতাও সংসদের থাকবে। একইসঙ্গে ২০০৫ সালে এ প্রসঙ্গে দায়ের করা লিভ টু আপিলটিও খারিজ করা হলো বলে জানান আদালত। রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মামলার অন্যতম পিটিশনার আবদুল মান্নান খান বলেছিলেন, আপিল বিভাগের এই আদেশের ফলে দেশের গণতন্ত্রের ভীত আরও সুদৃঢ় হবে এবং বিচার বিভাগ আরও বেশি প্রভাবমুক্ত থাকতে পারবে। আপিলকারীর আইনজীবী এমআই ফারুকী বলেছিলেন, আপিল বিভাগে এ রায়ের ফলে আমরা সংবিধান রক্ষা করতে পেরেছি। এটি সংবিধান, গণতন্ত্র ও জাতির জন্য খুবই ভালো হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হলো সামরিক শাসনের আরেকটি রূপ। সামরিক শাসন আমলে যেমন সংবিধানের কিছু ধারা রহিত ও অকার্যকর রাখা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তা করা হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী ও এ মামলার আমিকাস কিউরি ড. এম জহির বলেছিলেন, সুন্দর রায় হয়েছে, আমি দীর্ঘদিন বলেছি, বিচারকদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতে। এ রায়ে আমার কথাই অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে। এ রায় অনুযায়ী আগামী দশম ও একাদশ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায়। কিন্তু বিচারকদের না জড়ানোর জন্য সংসদ সংশোধনী আনতে পারবে বলে রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়। এদিকে গত বছরের ২৫ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করা রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ ব্যক্তি। বাকিরা হলেন- তোফায়েল আহমেদ, এম হাফিজ উদ্দিন খান, জোবাইরুল হক ভূঁইয়া ও জাহরা রহমান। তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেট শরীফ ভূঁইয়া ও ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন রিভিউ আবেদন করেন। এরপর গত ১৬ অক্টোবর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষে আরেকটি রিভিউ আবেদন জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। সর্বশেষ গত ২৩ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি রিভিউ আবেদন দায়ের করে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আপিল বিভাগে এ রিভিউ আবেদন দায়ের করেন বলে জানান দলটির আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। প্রসঙ্গত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ তিন জন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ওই বছরের ৪ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগ এ রিট খারিজ করেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০০৫ সালে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন রিটকারীরা। আদালত এ মামলায় আট জন অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু) নিয়োগ করে তাদের মতামত শোনেন। তাদের মধ্যে পাঁচ জন সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থার পক্ষে মত দেন। তারা হলেন- ড. কামাল হোসেন, টিএইচ খান, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। অপর অ্যামিকাস কিউরি ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কেসি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পক্ষে মত দেন। ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ও ড. এম জহির তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে মত দিয়ে তাদের প্রস্তাব আদালতে তুলে ধরেন। এছাড়া তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে মত দেন।

সাবেক মন্ত্রী আমু ও তার স্ত্রী-মেয়ের

৩৯ লাখ ৯২ হাজার ৫৭৪ টাকা জমা আছে। রবিবার (২ মার্চ) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।অবরুদ্ধ হওয়া হিসাবগুলোর মধ্যে আমুর নামে ১৫টি, তার স্ত্রী সাঈদা হকের নামে ১৩টি ও মেয়ে সুমাইয়া হোসেনের নামে ১৫টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। এছাড়া তাদের সংশ্লিষ্ট জেরিকো নামে একটি কোম্পানির ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আদালত সূত্রে জানা গেছে, দুদকের উপপরিচালক রেজাউল করিম এ আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণপূর্বক নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডার বাণিজ্য, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে টিআর/কাবিখাসহ সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে অর্থপাচারসহ নিজ নামে এবং পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনে অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। বর্তমানে অভিযোগের অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে। গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ আমির হোসেন আমু ও তার স্ত্রী সাঈদা হক, মেয়ে সুমাইয়া হোসেন পলাতক অবস্থায় তাদের ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন এবং স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করছেন। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট আমির হোসেন আমু ও তার স্ত্রী সাঈদা হক, মেয়ে সুমাইয়া হোসেন তাদের নিজ নিজ নামে অর্জিত জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অস্থাবর সম্পদ যাতে উত্তোলন, স্থানান্তর করতে না পারেন, সেজন্য তাদের অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন। এর আগে গত ৬ নভেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছে।

প্রাথমিকের সাড়ে ৬ হাজার শিক্ষক

হাইকোর্ট এই নিয়োগ কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেন। পরবর্তীতে *হাইকোর্টের বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর বেঞ্চ নিয়োগ বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে পুনঃনিয়োগের নির্দেশ দেন। এই রায়ের ফলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তারা বিচারিক পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন ৩ মার্চের আপিল শুনানির রায়ই নির্ধারণ করবে নিয়োগপ্রাপ্তদের ভবিষ্যৎ।

সয়াবিন তেল ছাড়া অন্য পণ্যের

ব্যবসায়ীরা। তারা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন তারাও।

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়,

এক্সপ্রেসওয়েতে সর্বোচ্চ গতিসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৮০ কিলোমিটার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে এই গতিসীমা কার্যকর করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) কোম্পানি লিমিটেডের যান চলাচল, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক ক্যাপ্টেন (অব.) হাসিব হাসান খান।

ভোটকে আমরা যুদ্ধে পরিণতি

কার্যক্রম শেষে ৩০ জুনের মধ্যে আবারো একটা ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে।তিনি বলেন, আমরা ভোটকে যুদ্ধ বা বিশেষ কিছুতে পরিণত করেছি, এটা যুদ্ধ নয়, উৎসব। স্বচ্ছ সুন্দর ভোট উৎসব চাই, আমরা হানাহানি, অনিয়ম দেখতে চাই না।তিনি বলেন। গত তিন মাসে ৮০ হাজারের বেশি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মোট ভোটার ১২ কোটি ৩৭ লাখ, নারীর চেয়ে পুরুষ বেশিনির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, বিগত সময়ে যে নির্বাচনগুলো যদি সঠিক না হয়ে থাকে এর দায় কাউকে না কাউকে নিতে হবে। এর দায় নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন কঠিন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইসি ভালো নির্বাচন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সবার সহযোগিতা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে। জুলাই আন্দোলনের রক্তের সঙ্গে যাতে প্রতারণা না হয় সেজন্য একটি ভালো নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।নির্বাচন কমিশনার বেগম তাহমিদা আহমদ বলেন, চারদিকে সংস্কার আর সংস্কার, ইসিতে কি সংস্কার হবে সবার মনে প্রশ্ন? স্বচ্ছতা নিশ্চিতে খোলা মাঠে ভোট করতে চাই, আবদ্ধ রুমে নয়। এজন্য সবার সহযোগিতা চাই।

জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমান মাছউদ বলেন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কেউ বলে সব দলের অংশগ্রহণ, আমি মনে করি এর পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বর্তমান কমিশন কথায় নয় কাজে দেখাতে চায়। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে আইন ও বিধি অনুযায়ী কাজ করবে কমিশন।

ডিএমপির ৬৫টি চেকপোস্টে

এলাকায় জননিরাপত্তা বিধানে ডিএমপি ৫৭৫টি টহল টিম দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া মহানগর এলাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানে ডিএমপির ৬৫টি পুলিশ চেকপোস্ট পরিচালনা করা হয়। জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির টহল টিমের পাশাপাশি মহানগরীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ স্থানে সিটিটিসির ১৪টি, এন্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) ১২টি এবং ডিএমপির সঙ্গে র‍্যাবের ১০টি টহল টিম দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ডিএমপির সঙ্গে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট এপিবিএনের ২০টি চেকপোস্ট পরিচালনা করা হয় তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৬৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে ছয়জন ডাকাত, ১৮ জন পেশাদার সক্রিয় ছিনতাইকারী, চারজন চাঁদাবাজ, ১০ জন চোর, ২২ জন চিহ্নিত মাদক কারবারি, ১২ জন পরোয়ানা-ভুক্ত আসামিসহ অন্যান্য অপরাধে জড়িত অপরাধী। অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে ব্যবহৃত একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগাজিন, একটি খেলনা পিস্তল, চারটি ককটেল, আটটি ছোরা, দুটি চাপাতি, দুটি রামদা, ২১টি মোবাইল, একটি মোটরসাইকেল, একটি বাইসাইকেল, দুটি একহাজার টাকার জাল নোট ও নগদ ১৮ লাখ তিন হাজার ৭৮৫ টাকা উদ্ধার করা হয়। অভিযানকালে উদ্ধার মাদকের মধ্যে রয়েছে ১ হাজার ৭৫৯ পিস ইয়াবা, দুই কেজি ৩২০ গ্রাম গাঁজা ও ১০ গ্রাম হেরোইন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির বিভিন্ন থানায় ৬৬টি মামলা দায়ের করা হয় বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

রাখাইনে সংঘাত: উখিয়া-টেকনাফে

এটা কার হবে? মিয়ানমার না কি আরাকান আর্মির, তা বলা মুশকিল। সেজন্য বিজিবি উভয়পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। মিয়ানমার সরকার বাহিনী ও আরাকান আর্মির সংঘর্ষ চলাকালে চলমান সময় পর্যন্ত বাধার পরও অর্থলোভে বেশি রোহিঙ্গা নতুন করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে আরও চারটি ব্যাটালিয়ন যুক্ত হলো। এতে বিজিবির সক্ষমতা আরও বেড়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরও বাড়ানোর। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমাদের বিজিবির সক্ষমতা আরও বাড়ানো দরকার।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই এলাকা দিয়ে সবচেয়ে বেশি মাদক চলে আসে। রোহিঙ্গা সমস্যাটাতো রয়েই গেছে, মাদক চোরাচালান বন্ধে এখানে এই নতুন ব্যাটালিয়ন খুবই বেশি দরকার ছিল। আশা করি, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রয়োজনে আরও ব্যাটালিয়ন দরকার হলে ভবিষ্যতে করবো। তবুও বর্ডারে যেন নিরাপদ এবং মানুষ যেন শান্তিতে থাকে, সেটা আমরা করবো।বাংলাদেশ-মিয়ানমার বর্ডারে নিরাপত্তা প্রশ্নে আরাকান আর্মি নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে স্বীকার করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখানে তো সত্যিই একটা সমস্যা আছে। কারণ অন্য দেশ মিয়ানমার। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত বর্ডারটা দখল করে আছে আরাকান আর্মি। ভবিষ্যতে এটা কার হবে? মিয়ানমার না কি আরাকান আর্মির, তা বলা মুশকিল। আমরা অফিসিয়ালি জানি না। তাই আমাদের উভয় পক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রাখতে হচ্ছে, সীমান্ত নিরাপত্তা রাখতে হচ্ছে। আমরা আমাদের সীমান্ত পুরোপুরি সুরক্ষিত আছে। এখানে কোনো সমস্যা নেই।রোহিঙ্গা ও মাদককে সমস্যা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাধার পরও অর্থলোভে বেশি রোহিঙ্গা নতুন করে ঢুকে পড়েছে। অনেক সময় মানবিক কারণে সেটা পারাও যায় না। সঙ্গে বিদেশিদের একটা প্রেসার আছে। এজন্য আমরাও তাদের সাহায্য সহযোগিতা বাড়াতে বলেছি। আর এটাও তো ঠিক যে যারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তারা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে একটা জায়গায় আটকা।তিনি বলেন, সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ, সচেতন। এজন্যে উপদেষ্টা সমন্বয়াধীন খলিলুর রহমান দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও চেষ্টা করে যাচ্ছেন, নেগোসিয়েশনের চেষ্টা চলছে। আশা করি, সমস্যা দ্রুতই সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের বর্ডার কিন্তু অনেক নিরাপদ। ছোটখাটো একটা সমস্যা সব বর্ডারেই থাকে।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সীমান্ত হত্যা বন্ধের ব্যাপারে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত বিজিবি ও বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপরও কিছু সীমান্ত হত্যার মতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এটা কমানোর জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটা পুরোপুরি আমাদের হাতে নেই, কারণ অস্ত্রটাতো তারা ব্যবহার করছে। আপনারা যা চাচ্ছেন, আমিতো সেটা অফিসিয়ালি বলতে পারছি না।এর আগে নবগঠিত উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি), স্টেশন সদর দফতর, ঢাকা, গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ঢাকা এবং কে-নাইন ইউনিট আর্ম ট্রেনিং সেন্টারের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ২২৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এই বাহিনীর রয়েছে অত্যন্ত গৌরবময় ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহসী অগ্রণী ভূমিকা মুক্তিকামী বাঙালিদের সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে।মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বিজিবি সদস্য ও জুলাই-আগস্ট ২০২৪ মাসে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল শহীদদের স্মরণ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দেশের সীমান্ত রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিজিবি দেশের ওপর ন্যস্ত। সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সহ সংঘবদ্ধ অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রিক সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তাসহ সরকার প্রদত্ত যেকোনো অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবির প্রতিটি সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি বলেন, বিশেষভাবে উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) সীমান্তে পার্শ্ববর্তী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাটালিয়ন ও বিওপিগুলোর সঙ্গে আমাদের ব্যাটালিয়ন বিওপির দায়িত্বপূর্ণ অনুপাতিক সক্ষমতাসম্পন্ন হবে। আশা করছি আপনারা আরো ভালোভাবে দেশের সীমান্তে টহল ও নজরদারি করতে সক্ষম হবেন।

এছাড়া রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও মাদকের আগ্রাসন রোধে উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) কক্সবাজার জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা টেকনাফ ও উখিয়ায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী-শিশু পাচার রোধসহ যেকোনো ধরনের সীমান্ত অপরাধ দমন, জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষাসহ সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পালন করে বিজিবির সুনাম ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবেন।

যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা

সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপচার্য।ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এ বছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়।' ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এ সময় ঐক্য ধরে রাখা জরুরি।'জাতির যেকোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, 'আমরা ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের সামর্থ্য কম। তারপরও অতীতের ন্যায় আমরা ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বুক চিতিয়ে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো আমাদের সাহস দেয়। এই দিবসগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করতে চাই।'ঢাবি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) প্রফেসর ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।এ সময় প্রক্টর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

সপ্তাহের ব্যবধানে ৪ টাকার লেবু

টাকা হয়েছে। প্রকারভেদে প্রতি কেজি চিড়া ৭০ থেকে ৮০ টাকা, মুড়ি ১১০ টাকা থেকে ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অপরদিকে খেজুরের দাম জাতভেদে ১৫০ টাকা থেকে শুরু করে দুই হাজার ২০০ টাকা দরে খেজুর বিক্রি হচ্ছে। এরমধ্যে জায়েদি খেজুর দুই হাজার ২০০ টাকা। মেডজুল এক হাজার ৭০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকা, মরিয়ম ১১০০ টাকা থেকে শুরু করে এক হাজার ৩০০ টাকা, মাবরুম ৮০০ থেকে শুরু করে এক হাজার ২০০ টাকা, শুক্কার ৯০০ টাকা, কামরাঙা মরিয়ম এক হাজার টাকা, আজওয়া এক হাজার ৬০০ থেকে শুরু করে এক হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক অপূর্ব অধিকারী বলেন, রমজান উপলক্ষে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কর্মবিরতিতে ২৫ ক্যাডারের

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসন ক্যাডার ২৫ ক্যাডারের ন্যায্য দাবি আদায় ও জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে 'আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ' দাবি করেছে। পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, ডিএস (উপসচিব) পুলের কোটা বাতিল, সব ক্যাডারের সমতা বিধানের দাবি জানিয়ে আসছে সিভিল সার্ভিসের ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। এই ২৫ ক্যাডার হলো- বিসিএস (সমবায়), বিসিএস (কর), বিসিএস (সড়ক ও জনপথ), বিসিএস (বন), বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড ভ্যাট), বাংলাদেশ (ফরেন সার্ভিস), বিসিএস (পরিসংখ্যান), বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), বিসিএস (কৃষি), বিসিএস (স্বাস্থ্য), বিসিএস (বাণিজ্য), বিসিএস (তথ্য), বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল), বাংলাদেশ (পুলিশ), বিসিএস (লাইভস্টক), বিসিএস (অডিট), বিসিএস (ডাক), বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা), বিসিএস (মৎস্য), বিসিএস (খাদ্য), বিসিএস (তথ্য সাধারণ), বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্য), বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল), বিসিএস (টেলিকম), বিসিএস (আনসার)।

রেললাইনে বাড়ছে দুর্ঘটনা টনক

মিলিয়ে অনুমোদিত এক হাজার ৪৬৮টি ক্রসিংয়ের মধ্যে ৯০৪টিতেই গেটম্যান নেই। সারাদেশে অননুমোদিত লেভেল ক্রসিং রয়েছে এক হাজার ৩২১টি। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ৪৫৮টি, এলজিইডির অর্থায়নে ইউনিয়ন পরিষদ নির্মিত ৫০২টি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) ১২টি, সিটি করপোরেশনের ৫৪টি, উপজেলা পরিষদের ৯টি, পৌরসভার ১১৬টি এবং অন্যান্য ১৭০টি লেভেল ক্রসিং রয়েছে। এদিকে, রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় ৯৯৮টি মামলা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এক হাজার ১৭ জনের। এর মধ্যে পুরুষ ৭৯৪ এবং নারী ২২৩ জন। ট্রেন লাইনের ওপর বসে গল্প ও চলাচলের কারণে মৃত্যু হয়েছে ৫০৪ জনের। অসতর্কভাবে রেলওয়ে ক্রসিং পারাপারের চেষ্টার সময় মৃত্যু হয়েছে ২৭২ জনের। কানে ইয়ারফোন থাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৬ জনের। ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের এবং অপমৃত্যু হয়েছে (মৃত্যুর সঠিক কারণ অজানা) ১৪২ জনের। এর আগে ২০২৩ সালে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় মোট মামলা হয় এক হাজার ৫৪টি। মোট মরদেহ উদ্ধার করা হয় এক হাজার ৬৪ জনের। এর মধ্যে পুরুষ ৮২৬ এবং নারী ২৩৮ জন। ট্রেনলাইনের ওপর বসে গল্প ও চলাচলের কারণে মৃত্যু হয় ৫০২ জনের। অসতর্কভাবে রেলওয়ে ক্রসিং পারাপারের চেষ্টার সময় মৃত্যু হয় ৩৮৭ জনের। ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে ২৩ জন ও কানে ইয়ারফোন থাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় ১৮ জনের। অপমৃত্যু হয় (মৃত্যুর সঠিক কারণ অজানা) ১৩৪ জনের। রেলের আইন অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠান লেভেল ক্রসিং তৈরি করতে চাইলে রেলওয়ের অনুমতি নিতে হবে। লেভেল ক্রসিংয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করে রেল অনুমতি দিলে ক্রসিং তৈরি থেকে শুরু করে গেটম্যানের বেতনসহ সম্পূর্ণ খরচ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে। তবে ব্যয় নির্বাহ তো দূরের কথা, ক্রসিং তৈরির আগে অনুমতিই নেয় না অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। রেলের তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে দেশে ঝুঁকিপূর্ণ রেললাইন ৬৩ শতাংশ। নষ্ট হয়ে যাওয়া কাঠের স্লিপার আর জং ধরা ফিশপ্লেটেই ঘুরছে ট্রেনের চাকা। ৭০ শতাংশ মেয়াদোত্তীর্ণ ইঞ্জিন আর কোচ দিয়েই চলছে যাত্রী পরিবহন। লোকবল সংকটের কারণে ভাড়া করা অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে করানো হচ্ছে অপারেশনাল কাজ। ফলাফল প্রতি বছর বাড়ছে দুর্ঘটনা। তাই নিরাপদ এই বাহনের যাত্রীদের চোখেমুখে এখন ভয় আর শঙ্কা। যাত্রীরা বলছেন, বাসগুলো চলাচলের সময় প্রতিযোগিতা করে। তাই ট্রেনকেই তারা নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু এখন ট্রেনও দিন দিন অনিরাপদ হয়ে উঠছে। অব্যবস্থপনার কারণেই দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সব মিলিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত। এদিকে, বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হলেও বাড়েনি ট্রেনের গতি বরং কমেছে অনেক রুটেই। ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় কোথাও কোথাও ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার গতিতে চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে চালকদের। ১০ বছরেও কমেনি যাত্রীদের অভিযোগ। এখনও টিকিট সংকট আর শিডিউল বিপর্যয় নিত্যসঙ্গী রেলপথের যাত্রীদের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যা দরকার তা না করে গত দেড় দশকে বিলাসী প্রকল্পে ঝুঁকেছে রেল। ফলে অপরিকল্পিত অর্থ খরচের খেসারত দিচ্ছেন তারা। বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদনকৃত লেভেল ক্রসিংয়েরও অধিকাংশ স্থানে গেটম্যান নেই, এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন- পৌরসভা, এলজিইডি, সিটি করপোরেশন এ ধরনের কিছু সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও আছে, যারা নিজেদের সুবিধার জন্য যেখানে সেখানে রেললাইনের ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করছে। এসব রাস্তা নির্মাণে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি। রেলওয়ে আইনের নিয়মনীতি না মেনে তারা রাতারাতি রাস্তা তৈরি করে ফেলছে। তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের প্রকল্প নেওয়া উচিত। এছাড়া এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও জনবল সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য এটা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার : নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করছেন সম্মিলিত নন এমপিও ঐক্য পরিষদের শিক্ষকরা। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত নন এমপিও ঐক্য পরিষদ কর্তৃক 'নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান' কর্মসূচি পালন করা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সংগঠনের ৮ সদস্য যমুনার সামনে উপস্থিত হয় স্মারকলিপি প্রদানের জন্য। স্মারকলিপিতে সংগঠনের প্রধান সমন্বায়ক অধ্যক্ষ মো. সেলিম মিঞা বলেন, নন এমপিও (বেতন বিহীন) প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘ প্রায় দুই দশক বা তারও বেশি সময় বেতনহীন অবস্থায় থাকায় মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব বেতনহীন প্রতিষ্ঠান বেতনভুক্ত করা রাষ্ট্রের অন্যতম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। বর্তমান সরকারকে সমর্থন করে ১ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংহতি জানানো হয়। গত ৬ মাসে একদিনের জন্যও কোনও মাঠের কর্মসূচি দিয়ে সরকারকে বিব্রত করা হয়নি। তিনি বলেন, গত ২৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে দেশের সব জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে আপনার (প্রধান উপদেষ্টা) বরাবরে দেশের নন এমপিও শিক্ষকরা স্মারকলিপি প্রদান করলে আপনার দফতর হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এরপর একই দাবিতে ফেব্রুয়ারি সব জেলা সদরে মানববন্ধন আয়োজন করা হয় এবং আবারও সব জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে আপনার দফতরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা করেছি তবু কোনও অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি। মো. সেলিম মিঞা বলেন, সব প্রচেষ্টার পরেও কোনও ফলাফল না পাওয়ায় আমরা সারা দেশের নন এমপিও শিক্ষকরা ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে এমপিওর দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করি। কিন্তু তবুও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনও সাড়া পাইনি। তিনি আরও বলেন, আমাদের এক দফা দাবি, দেশের নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে হবে। বিগত সময়ে সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা এখন সময়ের শ্রেষ্ঠতম দাবি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গাজীপুরে অটোরিকশাচালককে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে অটোরিকশাচালক ইয়াসিন রানাকে (২৬) শ্বাসরোধ করে হত্যার একদিন পর রহস্য উদঘাটন এবং দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১। গতকাল রোববার দুপর সাড়ে ১২টায় সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) সালমান নূর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, গত শনিবার সন্ধ্যায় রাতে ভাওয়াল গড় এলাকা থেকে অটোরিকশাচালক হত্যার মূল হোতা নেত্রকোনার মদন উপজেলার সাইতপুর গ্রামের আবুল বাশার খানের ছেলে মুর্শিদ আলম (২৪) এবং তার সহযোগী গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার মাধখলা এলাকার আওলাদ হোসেনের ছেলে মাহাদী হাসান মিতুলকে (২০) গ্রেফতার করে। র‍্যাব-১-এর সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) সালমান নূর আলম জানান, আসামিরা অটোরিকশাচালক ইয়াসিন রানাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন এবং ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভিকটিমের বাবা উসমান গনি জয়দেবপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনাটি ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে র‍্যাব ছায়াতদন্ত শুরু করে। পরে ওই দিন রাতেই জয়দেবপুর থানার ভাওয়াল গড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে জয়দেবপুর থানায় সোপর্দ করা হয়। জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হালিম জানান, গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় আসামিদের গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সদর উপজেলার শ্রীপুর ফরেস্ট রেঞ্জের সিংড়াতলী বন বিটের (রেনু ভিটা) গভীর গজারি বন থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক ইয়াসিন রানার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গাজীপুর সদর উপজেলার মেম্বারবাড়ী (শিরিরচালা) এলাকার স্ত্রী ও দেড় বছরের এক ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় মনাফের বাড়িতে ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি। ইয়াসিন কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার সুতারপাড়া গ্রামের ওসমান গণির ছেলে।

বিসিএস প্রশাসন কল্যাণ সমিতি ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনাকে নাশকতা সন্দেহ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে বিসিএস প্রশাসন কল্যাণ সমিতির (বিয়াম ফাউন্ডেশন) ভবনের একটি কক্ষে এসি বিস্ফোরণে ঘটনাকে নাশকতা মনে করছে সমিতি। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। গতকাল রোববার সমিতি সভাপতি এবিএম আব্দুস সাত্তার সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে কর্মরত এবং সাবেক সদস্যদের আবাসিক সমস্যাসহ অন্যান্য আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ২০০৭ সালে বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। ৬৩ নিউ ইস্কাটনের বিয়াম ফাউন্ডেশন ভবনের ৫০৪-৫০৭ নম্বর কক্ষ সমিতির আফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত অনুমানিক ৩টা ১৫ মিনিটে সমিতির বিয়াম ভবনের ৫০৪ নম্বর কক্ষে প্রচন্ড শব্দসহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ওই কক্ষে রক্ষিত সমিতির দলিলপত্র, নামজারী সংক্রান্ত কাগজপত্র, ব্যাংক হিসাবের চেক বই, এফডিআর, বসুন্ধরা গ্রুপের সঙ্গে সমিতির জমি ক্রয় সংক্রান্ত চারটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিপত্র, ভূমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত পে-অর্ডার, রেজিস্টারা, চারটি কম্পিউটার, চারটি প্রিন্টার, একটি ফটোকপিয়ার মেশিন, দুটি স্ক্যানার, আসবাবপত্র, কক্ষের এসি, দরজা-জানালার কাঠ ও থাইগ্লাস পুড়ে যায়। এ ঘটনার ৫০৭ নম্বর কক্ষে অবস্থানরত অফিস সহায়ক মো. আব্দুল মালেকের অগ্নিদগ্ধ মরদেহ বিয়াম ফাউন্ডেশন ভবনের উত্তর দিকের রান্নঘরের পাশে মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ দুর্ঘটনায় ড্রাইভার ফারুক অগ্নিদগ্ধ হন। চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত ও বিমায় মাঠে জানাজা শেষে আব্দুল মালেকের মরদেহের গ্রামের বাড়ি বাউফল উপজেলার কালিশুরিতে পাঠানো হয়। এবিএম আব্দুস সাত্তার বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে সমিতির সম্পাদকের মাধ্যমে আমি তাৎক্ষণিকভাবে ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার প্রধান রেজাউর করিম মল্লিকসহ অনেকের সঙ্গে কথা বলি ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। হাতিরঝিল থানার ওসি, বিয়ামের ডিজি, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা জেলা প্রশাসকসহ সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে সংগৃহীত সিসিটিভি ফুটেজ দেখি। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, ২৭ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত অনুমানিক ২টা ৩০ মিনিটে মাথায় ক্যাপ, মুখে মাস্ক, পায়ে স্যান্ডেল ও মোজা পরা এবং হাতে হ্যান্ড গ্লোবস পরা ২৫-৩০ বছর বয়সী এক যুবক বিয়াম ভবন মাঠের পশ্চিম দিক থেকে এসে সিঁড়ি দিয়ে পঞ্চম তলায় চলে যায় এবং ওই তলার সিসিটিভি বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ পর ৫০৪ নম্বর কক্ষে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে ওই ব্যক্তি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় একটি খোলা কক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে সে প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান করে বিয়াম ভবন ত্যাগ করে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এটা একটা পরিকল্পিত নাশকতার ঘটনা। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। দ্রুত দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি।

গ্যাস সংকটে আশুগঞ্জ সার কারখানায় আবারও উৎপাদন বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : উৎপাদন শুরুর মাত্র গ্যাসের সংকটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানায় ইউরিয়ার উৎপাদন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। গত শনিবার রাত থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আশুগঞ্জ সার কারখানার মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) এ বি মাহমুদ। এর আগে, গত বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ না থাকায় কারখানাটিতে সার উৎপাদন বন্ধ থাকে। পরে শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৫ নভেম্বর গ্যাস সরবরাহ শুরু করে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। এরপর সকল ধাপ অতিক্রম করে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে আবার সার উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু উৎপাদন শুরুর মাত্র ৩৮ দিনের মাথায় আবারও একই সংকট পড়তে হলো। আশুগঞ্জ সার কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রতিদিন অন্তত সাড়ে ১১০০ টন ইউরিয়া উৎপাদনে সক্ষম আশুগঞ্জ সার কারখানা। তবে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে প্রতিদিন অন্তত ৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন হয়। গ্যাস সংযোগ পেলেও 'চাপ কম' থাকায় পুরোদমে ইউরিয়া উৎপাদন করা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয় বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। ফলে রাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। আশুগঞ্জ সার কারখানার মহাব্যবস্থাপক এ বি মাহমুদ বলেন, 'গ্যাস ছাড়া সার উৎপাদন করা যায় না। ফলে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কবে নাগাদ উৎপাদন চালু হবে-তা স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।' বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী জাহিদুর রেজা বলেন, 'সরকারি সিদ্ধান্তে আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কবে আবার গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে- সেটিও সরকারি সিদ্ধান্ত। হয়তো চলতি মৌসুমে কারখানাটিতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে না।'

ট্রাফিক পুলিশের নাকে ঘুষি মেরে গ্রেফতার ছাত্রদল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার : সড়কে মোটরসাইকেল রাখার কারণে যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় সেটা সরাতে বলেন ট্রাফিক পুলিশের এক সদস্য। এ নিয়ে যশোর সরকারি সিটি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাওন ইসলামের সঙ্গে এক কনস্টেবলের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সেই কনস্টেবলের নাকে ঘুষি মেরে বসেন ওই ছাত্রদল নেতা। ওই ঘটনায় ভুক্তভোগী কনস্টেবল বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় ছাত্রদল নেতা শাওন ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার সন্ধ্যার দিকে ট্রাফিক পুলিশ সদস্য (কনস্টেবল নম্বর ১৭১১) শরিফুল ইসলাম যশোর শহরের জেল সড়কে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় রাস্তার ওপর মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাত্রদল নেতা শাওন। রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হলে ওই পুলিশ সদস্য তাকে মোটরসাইকেল সরিয়ে নিতে বলেন। এ সময় শাওনের সঙ্গে পুলিশ সদস্য শরিফুলের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে শাওন তার মুখে ঘুষি মারেন। ধস্তাধস্তিতে শরিফুলের পোশাকও ছিঁড়ে যায়। পরে ট্রাফিক পুলিশের অন্য কয়েকজন সদস্য ঘটনাস্থলে এসে শাওনকে আটক করে কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করেন। এ বিষয়ে জেলা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মাফুজুর রহমান বলেন, 'সড়কের ওপর ছাত্রদল নেতা শাওন মোটরসাইকেল রেখে যানজট সৃষ্টি করছিলেন। সেখানে দায়িত্বরত কনস্টেবল শরিফুল তাকে মোটরসাইকেল সরাতে বলেন। তখন শাওন বলেন, চিনিস আমাকে, আমার মোটরসাইকেল ট্রাফিক সার্জেন্টও সরাতে পারে না। আর তুই! এ কথা বলেই তার নাকে ঘুষি মারেন শাওন।' তিনি আরও বলেন, 'শরিফুলের নাক ফেটে রক্ত বের হয়েছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। কোতোয়ালি থানায় এ বিষয়ে মামলা হয়।'

সম্পাদকীয়

রমজানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অধিক তৎপরতা জরুরি

দাবিদাওয়া নিয়ে মানুষকে জিম্মি করে গত কয়েক মাস ধরেই রাজপথ গরম করা কর্মসূচি দিচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। এটি শুধু জনভোগান্তিই সৃষ্টি করছে না, জননিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নানা সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে। সংঘর্ষের ঘটনা ছাড়াও প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ছে সাধারণ মানুষ। এমনকি দিনদুপুরেও বিভিন্ন যানবাহনে ছিনতাই হচ্ছে অভিনব কায়দায়। ছিনতাইকালে ছিনতাইকারীরা ব্যবহার করছে দেশীয় ধারালো অস্ত্র এবং আক্রান্তরা বাধা দিতে গেলে কুপিয়ে জখম করা হচ্ছে তাদের। রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো তো বটেই, অলিগলিতেও হরদম ছিনতাই হচ্ছে এবং এ অপকর্ম করছে প্রধানত কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। প্রতিদিনই ঘটছে একাধিক খুনের ঘটনা। ইতোমধ্যে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন অনেকে। শুধু পথেই নয়, বাড়িতেও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। পথেঘাটে হানা দেওয়ার পাশাপাশি বাসায়ও হানা দিচ্ছে দুর্বৃত্তরা। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। বাড়ছে খুনখারাবি, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, রাহাজানি, লুটতরাজের মতো ঘটনা। ফলে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সারা দেশেই অপরাধ কর্মকাণ্ড বাড়ছে। প্রায় প্রকাশ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। চাঁদাবাজি বন্ধ হওয়ায় বেড়েছে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই। রমজানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। ছিনতাইয়ের এ প্রবণতার নেপথ্যে অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং শাস্তি অপ্রতুল ও জামিনযোগ্য হওয়া। জামিনে বেরিয়ে এসে এরা আবারও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। রাজধানীতে শতাধিক ছিনতাই হটস্পট তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বেশকিছু এলাকায় ছিনতাইকারীরা প্রকাশ্যে বিচরণ করে। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রাজধানীজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিকার তথা আসামিদের গ্রেফতারের উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে, ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করা হলেও অনেক সময় আইনের ফাঁক গলে তারা বেরিয়ে যায়। এটি যে সন্তোষজনক উত্তর নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ জনগণের করের টাকায় বেতনভুক্ত পুলিশ বাহিনী সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং সমাজে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যদি তারা নির্বিকার ভূমিকা পালন করে, তা শুধু অনভিপ্রেতই নয়, উদ্বেগজনকও বটে। মানুষ এমন অস্থিরতার মধ্যে চলতে পারে না! সমাজের মানুষ নিরাপত্তায় জীবনযাপন করতে চায়। এ নিশ্চয়তা শুধু সরকারই দিতে পারে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোসহ কঠোর আইন প্রণয়ন ও সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এ অপরাধ কমাতে পারে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার বিকল্প নেই।

> ছিনতাইয়ের এ প্রবণতার নেপথ্যে অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং শাস্তি অপ্রতুল ও জামিনযোগ্য হওয়া। জামিনে বেরিয়ে এসে এরা আবারও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। রাজধানীতে শতাধিক ছিনতাই হটস্পট তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বেশকিছু এলাকায় ছিনতাইকারীরা প্রকাশ্যে বিচরণ করে। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রাজধানীজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে

ব্যবসা-বিনিয়োগে ঝুঁকি

ঋণের সুদহার কমিয়ে আস্থা ফেরাতে হবে

চলতি মাসের শরুতে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) মুদ্রানীতিতে বেসরকা?রি ঋণ প্রবৃ?দ্ধি ও নীতি সুদ হার অপরিবর্তিত রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বছরে দুইবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঋণ, মুদ্রা সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ, বৈদেশিক সম্পদ কতটুকু বাড়বে বা কমবে এর একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি বেসরকা?রি ঋণ প্রবৃ?দ্ধির ক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলবে? সম্প্রতি ডিসিসিআই আয়োজিত বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা শীর্ষক বক্তব্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি উদ্বেগজনক হারে কমেছে। উদ্যোক্তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ঋণের সুদহার হ্রাস একান্ত অপরিহার্য। বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে শিল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। সেমিনারে তিনি বলেছেন, উদ্যোক্তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের হার ডাবল ডিজিটে উন্নীত করা, মন্দ ঋণ কমাতে নজরদারি বাড়ানো, আর্থিক খাতে সুশাসন ও স্বচ্ছতা আনা এবং ঋণের সুদহার হ্রাস অপরিহার্য। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। অনেক সময় বিনিয়োগকে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ধরা হয়। বিনিয়োগ ব্যক্তি খাতে যেমন হতে পারে, তেমনি হয় রাষ্ট্রীয় খাতে। যেকোনো দেশে ব্যক্তি বা বেসরকারি বিনিয়োগ বড় একটা দিক। সাম্প্রতিক বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এলসি খোলার হার কমেছে ৭ শতাংশ আর উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। ঋণের সুদহার বাড়ানোতে চরম সংকটে পড়েছে বেসরকারি খাত। ফলে ব্যবসার প্রসারসহ থমকে রয়েছে বিনিয়োগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের মুদ্রানীতিতে একদিকে যেমন উচ্চ নীতি সুদ হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনীতিতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা হয়নি। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ সেভাবে উৎসাহিত হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য নিশ্চয়ই এটি ভালো সংবাদ নয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে বিরাজমান অনিশ্চয়তার সময় বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। তবে বৃহৎ আকৃতির বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা না গেলেও ব্যবসার অগ্রগতি বজায় রাখার স্বার্থে স্বাভাবিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার কোনো বিকল্প নেই। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি স্বাভাবিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত না থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই স্থবিরতা নেমে আসবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে না, বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে, দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যেতে পারে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে। এমনকি দেশে মন্দা অবস্থাও দেখা দিতে পারে, যা দেশের সার্বিক অর্থনীতির জন্য মোটেই ভালো নয়। দেশের অর্থনীতি নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। ছোট-বড় সব ব্যবসার ক্ষেত্রেই নানা ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। শিল্প, ব্যবসা, বিনিয়োগড়সব কিছুই যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে। এ অবস্থায় বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণের সুদহার কমিয়ে উদ্যোক্তাদের আস্থা ফেরাতে হবে।

> বিনিয়োগ ব্যক্তি খাতে যেমন হতে পারে, তেমনি হয় রাষ্ট্রীয় খাতে। যেকোনো দেশে ব্যক্তি বা বেসরকারি বিনিয়োগ বড় একটা দিক। সাম্প্রতিক বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এলসি খোলার হার কমেছে ৭ শতাংশ আর উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। ঋণের সুদহার বাড়ানোতে চরম সংকটে পড়েছে বেসরকারি খাত

শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিকের লেখাপড়ায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে

আব্দুল মান্নান খান

শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে। তিনগুণ বাড়াতে হবে। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণা
খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। সুধীজনরা এসব কথা বলছেন এবং পত্রপত্রিকায় তা আসছে। কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন চাকরি জীবন শেষ করে আসার কিছু অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে আগে নজর দিতে হবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে। মাত্র বছর পাঁচেক আগে ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে আছে।' এর মানে আমাদের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যা শেখার কথা তা শিখছে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে। ১১ বছরের স্কুলজীবনে ৪ বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের। কাছাকাছি সময়ে আরেকটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল, তৃতীয় শ্রেণীর ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী শ্রেণী মান অনুযায়ী বাংলা পড়তে পারে না। পঞ্চম শ্রেণীতে তা বেড়ে হয় ৭৭ শতাংশ। মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে পড়া ও লেখার সক্ষমতা অর্জনে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেগে যায়। যা হোক, ইতোমধ্যে শিক্ষার এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে তা বোধ করি বলা যাবে না। কাজেই সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে শুরুটা করতে হবে প্রাইমারি থেকে। ব্যয় বাড়াতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। এখান থেকেই নিতে হবে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্যোগ। এর জন্য যেটা করা প্রয়োজন হবে তার একটা রূপরেখা এরকম হতে পারে যেমন– ১. একটা শ্রেণী পর্যন্ত সব শিশুর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে শতভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে। ২. সব শিশুর লেখাপড়া অভিন্ন কারিকুলামে হতে হবে। ৩. ব্যাপক হারে দেশে আবাসিক স্কুল গড়ে তুলতে হবে। ৪. স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিত্তবান অভিভাবকদের ডোনেশন দিতে হবে। ৫. নিকটতম স্কুলে শিশুদের পড়াতে হবে।

এবার একটু এর বিস্তারিত দেখা যাক–

১. একটা শ্রেণী পর্যন্ত সব শিশুর লেখাপড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে শতভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে–একটা শ্রেণী পর্যন্ত বলতে অষ্টম, নবম, দশম এর যে কোনো একটা শ্রেণী হতে পারে। এবং এখানেই হতে পারে তাদের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। কেননা সবাই এর পরের ধাপে লেখাপড়া করতে যাবে না। আবার এর আগে কাউকে ছেড়েও দেয়া যাবে না। দিলে আগেরটা বৃথা যাবে। মানসম্মতভাবে এটুকু হলেই যে কেউ একজন লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে। গোটা জনগোষ্ঠী একদিন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। এখানেই হবে একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। হাতে পাবে একখানা সনদ। এই সনদ অর্জন হবে সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক মানে বাধ্যতামূলক। এই সনদেই থাকবে এর পরে সে কী করবে, উচ্চশিক্ষায় যাবে নাকি অন্য কোন পেশায় যাবে। এতে একটা সময় আসবে যখন ওই সনদ ছাড়া কেউ কোনো কাজ করতে পারবে না। ফলে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। ২. সব শিশুর লেখাপড়া অভিন্ন কারিকুলামে হতে হবে–দেশ গড়তে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। গোড়ায় গলদ থাকলে সেটা হোঁচট খাবে পদে পদে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দেশের প্রাথমিক শিক্ষা একটা অভিন্ন কারিকুলামের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে। একই ধারায় চলতে হবে দেশের ওই প্রাথমিক শিক্ষা। একই ধারার মনমানসিকতায় গড়ে তুলতে হবে তাদের। অভিন্ন কারিকুলামের অধীনে দেশের সব শিশুকে আনা একটা কঠিন কাজ ঠিকই আবার কঠিনও না। কঠিন না এই অর্থে যে, বাংলাদেশ একটা ভাষারাষ্ট্র-জাতিরাষ্ট্র। কাজটা করতে এখানেই রয়েছে আমাদের সুবিধা। আমরা এক ভাষায় কথা বলি। ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি। আমাদের ভাষাদিবস একুশে ফেব্রুয়ারিই এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আর কাজটা কঠিন ধনী-গরিব বৈষম্যের কারণে যতটা না তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বিদ্যমান ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারলে কঠিন কিছুই না। শিক্ষার ভিত মজবুত করতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষিত জাতি গড়তে চাইলে এই অভিন্ন কারিকুলামের মধ্যে আমাদের আসতেই হবে। ৩. ব্যাপক হারে দেশে আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে–এখান থেকেই শিক্ষার্থীরা যার যার লাইনে হাতে-কলমে কিছু কাজ শিখে বেরিয়ে আসবে। যে শিক্ষার্থীর যেদিকে ঝোঁক থাকবে সেটায় সে হাতে-কলমে শিখে বের হবে। সবাই তো আর উচ্চশিক্ষায় যাবে না। সেটা হয়ও না। তবে কাজ তো করে খেতে হবে সবাইকে। গ্রামে-গঞ্জে অনগ্রসর এলাকায় সবখানে গড়ে তুলতে হবে আবাসিক স্কুল। এতে শহরের ওপর চাপ কমবে। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ কমে যাবে। বায়ুদূষণের হাত থেকে শিশুরা রক্ষা পাবে। অভিভাবকদের শ্রমঘণ্টা বেঁচে যাবে। দুর্নীতির ছোবল থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করা যাবে। যার জন্য প্রয়োজন হবে মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া ৪. স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিত্তবান অভিভাবকদের ডোনেশন দিতে হবে–এখন কথা হলো বিত্তবান কারা। এই ইস্যুতে বিত্তবানদের শনাক্ত করা কোনো কঠিন কাজ নয়। স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সবাই তাদের চেনে। এর একটা তালিকাও ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায় থেকে করে নেয়া যায়। ইচ্ছা থাকলে কঠিন কিছু না। ইনকাম ট্যাক্স অফিসও কাজে লাগতে পারে। বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীকে। পাঠ্যপুস্তক দেয়া হচ্ছে এর একটা ভালো দিক আছে। পাঠদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারছে না অসাধু ব্যবসায়ীরা। মজুত গড়ে তুলে বা নানা কারসাজিতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেউ। এখানে যে অনিয়মটা করা হচ্ছে তা হলো সচ্ছল বিত্তবান অভিভাবকদের সন্তানদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেয়া, এটা কেন করা হবে। গোটা একটা স্কুল নিজ খরচে চালাতে সমর্থ যে অভিভাবক তার সন্তানও পাচ্ছে এই বই এটা কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষণ হতে পারে না। তাও আবার দীর্ঘ বছর ধরে। এই টাকাটা দিয়ে অনেক গরিব মেধাবী শিশুর শিক্ষার জন্য কত কিছুই করা যেতে পারত। এখন বিত্তবান অভিভাবকদের কাছ থেকে যদি উন্নয়ন তহবিলে টাকা নেয়া হয় সেটা অযৌক্তিক হতে পারে না। প্রত্যেকেই চাইবেন তার সন্তান যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করবে সেটা ভালোভাবে সুচারুরূপে চলুক। এই যে নোট-গাইড, কোচিং, সহায়ক গ্রন্থ, প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা এরকম নানাভাবে যদি কোনো অভিভাবককে টাকা ঢালতে না হয় তাহলে স্কুলে ডোনেট করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই না একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৫. বাসস্থানের নিকটতম স্কুলে সব শিশুর লেখাপড়া করা বাধ্যতামূলক করতে হবে–স্লোগান তুলতে হবে, কোনো স্কুলই খারাপ না। এরিয়ার সব শিশু যখন এক স্কুলে পড়বে তখন আর খারাপ স্কুল বলে যে প্রচারটা করা হয় তা আপনা থেকেই উবে যাবে। এ স্কুলে লেখাপড়া হয় না ও স্কুলে ভালো শিক্ষক নেই এসব আর থাকবে না। তখন পাড়া-মহল্লার শিশুরা হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে। গাড়িঘোড়ার হয়রানি আর ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাবে। কেউ তার সন্তানকে তার বাসস্থানের নিকটতম স্কুলে পড়াতে না চাইলে যেখানে পড়াতে চাইবেন সেখানে গিয়ে তাকে বসবাস করতে হবে। লেখাপড়ার ভিত মজবুত না হলে ওপর দিকে নড়বড়ে হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই সবার জন্য মানসম্মত লেখাপড়ার বাস্তবায়ন চাইলে প্রাথমিকের লেখাপড়ায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এতে কিছু ভাবার অবকাশ নেই।

ট্রাম্প-মোদির বৈঠকে হঠাৎ কেন বাংলাদেশ?

তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু

বাংলাদেশ যেন ভারতের কাছ থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা অর্জনকারী একটি দেশ। যেন আরও ২৮টি প্রদেশের মতো এতদিন বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল। গত বছরের ৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অভূতপূর্ব এই বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সাংবাদিকদের কথাবার্তা, ভারতীয় সরকারের ভূমিকা, সে দেশের মানুষের আক্ষেপ কি তাই প্রমাণ করছে না? প্রমাণ করছে শেখ হাসিনা কার্যত ভারতের 'বাংলাদেশ প্রদেশের' একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এ বিষয়ে নতুন-পুরোনো অনেক তথ্য হাজির করা যায়। তবে তার আগে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প ও মোদির বৈঠক শেষে ভারতীয় এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ও তার উত্তর পর্যালোচনা এখন জরুরি। গেল ১৩ ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে ভারতীয় এক সাংবাদিক জানতে চান, আমরা জানি বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলে বাইডেন প্রশাসনের সময় মার্কিন ডিপ স্টেট জড়িত ছিল। সম্প্রতি (অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা) অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জুনিয়র সরোসের (প্রখ্যাত মার্কিন বিনিয়োগকারী জর্জ সরোসের ছেলে) বৈঠকেও তা প্রমাণিত। তো বাংলাদেশ নিয়ে আপনি কী বলবেন? জবাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, না, আমাদের ডিপ স্টেটের এখানে (বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে) কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি) এই বিষয়টা নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন। এটা নিয়ে (ভারত) শত বছর ধরে কাজ করছে। বস্তুত আমি এরকমই পড়েছি। তিনি আরও বলেন, কাজেই এটা আমি প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদি) ওপরই ছেড়ে দেব। এ কথা বলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাশে বসা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিয়ে ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তা মোদির ওপর ছেড়ে দেন। এরপর মোদি কী বললেন সেটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। দৃশ্যমান হলো বাংলাদেশ নিয়ে মোদি কোনো কথাই বললেন না। বরং বিষয়টি এড়িয়ে ঝুঁকে গেলেন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ দুই নেতার মধ্যে আলোচনায় আদৌ আসবে কি না, তা নিয়েও সংশয় ছিল। এর কারণ, ট্রাম্পের 'ট্যারিফ যুদ্ধ'। তবে ভারতীয় সাংবাদিকের কারণে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে কথা বলতেই হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে। ভারতীয় সরকারের পাতানো ছকে সেই সাংবাদিক প্রশ্নটি করেছেন বলে মনে করছেন বাংলাদেশের রাজনীতি বিশ্লেষকরা। বৈঠকের খবরটি প্রকাশিত হয়েছে ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে। এ কারণে বৈঠকের ওই প্রশ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জনমনে ট্রাম্পের দেওয়া উত্তর ও মোদির ভূমিকা নিয়ে চারটি প্রশ্ন জেগেছে। প্রথমত, বাংলাদেশের এই পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয়টি কেন সামনে আনলেন ভারতীয় সাংবাদিক। দ্বিতীয়ত, এটার মাধ্যমে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার এই বিপ্লবকে কেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক অর্থে কৃতিত্ব ও নেতিবাচক অর্থে উসকানি দেখছেন ভারতীয় সাংবাদিক। তৃতীয়ত, স্বাধীন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বক্তব্য দেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করা কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে কিনা। চতুর্থত, বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যে অনেক বছর ধরে পড়াশোনা করে চলেছেন, সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সচেতন কিনা এবং বাংলাদেশের বিষয়গুলো তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত করেছেন কিনা। এবার ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, এই বিপ্লবের পুরো কৃতিত্ব তিনি বাংলাদেশের জনগণকে দিয়েছেন। নিজেরা কৃতিত্ব নিতে গিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে খাটো করে দেখাননি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভুত্ব তৈরি ও তার ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব ট্রাম্প মোদিকেই দিয়েছেন। বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লির দীর্ঘদিনের গবেষণা ও লোভ-বাসনার কথা ট্রাম্পের অজানা নয়। মূলত ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনসহ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামল নিয়ে ভারতের ভূমিকা ওয়াশিংটনের অজানা নয়, সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক ট্রাম্প মোদির ওপর বাংলাদেশের দায়িত্ব দিয়েছেন বলে ভারতীয় সাংবাদিকরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন। কিন্তু গভীরভাবে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীতে বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লির ভূমিকার কথাটাই তিনি বলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য ভারতীয় গণমাধ্যম বেশ ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। কেননা ট্রাম্পের বক্তব্যের বিষয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো মনে করছে, বাংলাদেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা দেখভালের দায়িত্ব ভারতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তাদের এই ধারণা ঠিক নয় বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ মোদিকে উত্তর দিতে ইশারা দিলেন ট্রাম্প। কিন্তু মোদি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে গেলেন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে পরবর্তী আলোচনায়। তা থেকেই বোঝা যায়, এখানেও মোদি বিব্রত হয়েছেন। এখন দেখার বিষয় ট্রাম্পের বক্তব্যকে আমরা কীভাবে নেব। কেননা ট্রাম্প এ ধরনের প্রশ্নে বিরক্ত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। যারা ভিডিও দেখেছেন তাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। বেশ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে মোদিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, উনিতো অনেক বছর ধরে বাংলাদেশ নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ভারতীয় সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করেন তখন তিনি (ট্রাম্প) মোদিকে দেখিয়ে দেন। যেন পৃথিবী নামক ভূখণ্ডটির প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর মোদি এই ভূখণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের এই বৈঠক নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে সেখানকার আওয়ামী লীগে নেতাকর্মীদের অবস্থান ছিল লজ্জাজনক। সেখানে তারা মোদিকে স্বাগত জানিয়ে নানা ধরনের স্লোগান দিয়েছেন। যেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন অথবা আওয়ামী লীগ ভারতের বিজেপির বাংলাদেশ শাখা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মনোভাব এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিনিময়েও যদি হাসিনাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করে দেয় ভারত, তাতেও কোনো আপত্তি নেই তাদের। দেশ ও দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে তাদের এই অবস্থান নিয়ে আবারও জিজ্ঞাসা তৈরি হয় আদতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে দলটির যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল, তা কি পাকিস্তান ভাঙার ভারতীয় ষড়যন্ত্রের অংশ? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের ভূমিকা সম্প্রতি বেশ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিশেষত গত ১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার দায় এখন ভারতের কাঁধে। এ দায় ভারত নিজেই কাঁধে টেনে নিয়েছে। পালিয়ে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিয়ে ফ্যাসিস্টে পরিণত করার দায় ভারত এড়িয়ে যেতে পারে না। সে কারণে ওয়ান-ইলেভেনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই রাজধানীর পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের নামে ৫৭ জন সেনাকর্মকর্তাসহ ৭৪ জন সামরিক-বেসামরিক নাগরিক হত্যার জন্য এখন অনেকেই ভারতের দিকে আঙুল তুলছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে ছক কষে এই হত্যার মিশন পরিচালনা করা হয় বলে মনে করেন নিহত সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যরা। এ নিয়ে কয়েক দফা সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাদের স্বজনরা। এ ছাড়া ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৫৪ আসনে কোনো ভোট ছাড়াই এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি পদেও ভোটারবিহীন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ভারত। ২০১৮ সালে রাতের ভোটে সমর্থন দিয়ে হাসিনাকে আরও বেশি ভারতনির্ভর করে তোলে দিল্লি। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে চূড়ান্ত স্বৈরশাসকে পরিণত করে ভারত। এই ষোল বছরের শাসনকালে যত গুম, খুন, আয়নাঘরে নির্যাতন হয়েছে, তার দায় এড়াতে পারে না ভারত। এভাবে ঘৃণা ছড়িয়ে শেখ হাসিনার মতোই ভারতও এদেশের জনগণের ঘৃণা কুড়িয়েছে। এখনও ভারত সেই ভূমিকা থেকে সরে যায়নি। বরং যেন করদরাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কষ্টে নীল হয়ে গেছে উগ্র হিন্দুজাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার। তাই দেশে-বিদেশে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারে নেমেছে তারা। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতেও ছাড়ছে না ভারতীয় মিডিয়া। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে থাকে। কিন্তু ভারতের ৫৪ বছরের অত্যাচার, তিস্তা চুক্তি না করে গজলডোবায় ড্যাম দিয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে মারা, পদ্মার পানি প্রত্যাহার, বন্যায় পানি ছেড়ে দেওয়া, ফেলানীকে মেরে কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখাসহ নির্বিচারে সীমান্ত হত্যা, শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের পলাতকদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে জনমনে যে অসন্তোষ যুক্তরাষ্ট্রে মোদির সফরে সেটা আরও বেড়ে গেল।

নিজের পথে ইউরোপ

এম এ হোসাইন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইউরোপীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের হতবাক করে দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ইউরোপের নিরাপত্তা আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অগ্রাধিকার নয়। হেগসেথের এই সুস্পষ্ট বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে চলা বাস্তবতাকেই নিশ্চিত করল। এখন ওয়াশিংটন তার ইউরোপের প্রতি কৌশলগত লক্ষ্য পরিবর্তিত করছে এবং ইউরোপ আর আগের মতো যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্যারান্টির ওপর নির্ভর করতে পারবে না, যেমনটা তারা শীতল যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে করে এসেছে। তবে এটি আকস্মিক কোনো সিদ্ধান্ত নয়; বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির পুনর্গঠনের ধারাবাহিক ফলাফল, যা বহু বছর ধরে বিকাশ লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলগত স্বার্থ পুনর্বিন্যাসের পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে নতুন হুমকির উত্থান, বিশেষত এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। গত দুই দশকে চীন দ্রুত বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তার অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সামরিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছে। দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের আগ্রাসী মনোভাব, পিপলস লিবারেশন আর্মির আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে তার সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পদ চীনের উত্থান প্রতিরোধে ব্যবহার করতে। এই পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রথম আসে ওবামা প্রশাসনের 'এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ' নীতির মাধ্যমে, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের শক্তিশালী করার পাশাপাশি ইউরোপে মার্কিন সামরিক প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নিয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসন এই প্রবণতাকে আরও ত্বরান্বিত করে ন্যাটোর গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং মিত্র দেশগুলোর মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বণ্টনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। বাইডেন প্রশাসন ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। এখন, ২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ইউরোপকে নিরাপত্তার অগ্রাধিকার থেকে সরিয়ে রাখার নীতি পুরোপুরি কার্যকর করতে শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপের সামরিক সক্ষমতা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সম্মিলিতভাবে বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদ থাকলেও, মহাদেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন সামরিক সক্ষমতা প্রশ্নসাপেক্ষ রয়ে গেছে। ন্যাটোর উপস্থিতি সত্ত্বেও, ইউরোপীয় দেশগুলো নিজেদের প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যর্থ হয়েছে এবং কেবল মার্কিন সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করেছে। যদিও ইউরোপীয় ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্র ও ইইউভুক্ত দেশগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতিরক্ষা খাতে রাশিয়ার তুলনায় চার গুণ বেশি ব্যয় করে, তবুও ইউরোপ এখনো যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল– বিশেষ করে লজিস্টিকস, গোয়েন্দা তথ্য এবং পারমাণবিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নীতি ইইউকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক সক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত হলেও, এর কার্যকারিতা বরাবরই সীমিত থেকেছে। ইউরোপের কোনো অভিন্ন সামরিক কমান্ড কাঠামো নেই, এবং প্রতিটি দেশ আলাদা কৌশলগত স্বার্থ নিয়ে পরিচালিত হয়। ইউরোপের দুই প্রধান সামরিক শক্তি ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য, মহাদেশের প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়ানোর পক্ষে সোচ্চার হলেও অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত ধীরগতির। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ ন্যাটোর নির্ধারিত মোট জিডিপির ২% প্রতিরক্ষা ব্যয়ে বরাদ্দ দিতে অনাগ্রহী, যা ওয়াশিংটনের দৃষ্টিতে ইউরোপের নিরাপত্তার দায়িত্ব যথাযথভাবে গ্রহণে অনীহা প্রদর্শনের স্পষ্ট প্রমাণ। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাসেলসে হেগসেথের বক্তব্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইউরোপ যে মার্কিন নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির ওপর 'ফ্রি-লোডিং' করছে– এ ধারণাটি দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ন্যাটো যৌথ প্রতিরক্ষা সংস্থা থেকে যৌথ নিরাপত্তা সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং কসোভো, আফগানিস্তান ও লিবিয়ার মতো ইউরোপের বাইরের সংঘাতেও জড়িয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত মনোযোগ দিতে শুরু করে, তখন ইউরোপে ব্যাপক মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখতে ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। চীনের উত্থানের ফলে মার্কিন সম্পদ ও মনোযোগের সিংহভাগ এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ইউরোপে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। মহাদেশজুড়ে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করা এবং সেনা প্রত্যাহারের ঘটনাগুলো এই পরিবর্তনেরই প্রতিফলন, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ইউরোপকে এখন তার নিজস্ব নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে। এই পরিবর্তনের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাও বড় ভূমিকা রেখেছে। মার্কিন জনগণের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ার বিষয়ে সন্দেহ বেড়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সম্পৃক্ততা ও ক্রমবর্ধমান জাতীয় ঋণের কারনে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। পরপর কয়েকটি মার্কিন প্রশাসন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়েছে। বাজেট সংকোচনও মিত্রদের মধ্যে নিরাপত্তার বোঝা ভাগ করে নেয়ার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছে। মার্কিন ভোটাররা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক কর্মসূচির ওপর বেশি মনোযোগ চাচ্ছেন, ফলে নীতিনির্ধারকদের জন্য বিদেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানো রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে, বিশেষত যেখানে মিত্র দেশগুলোরই বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব। ট্রাম্প প্রশাসন এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি মার্কিন মিত্রতার মৌলিক অনুমানগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, যুক্তি দিয়েছিল যে ন্যাটো একটি পুরনো এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা, যা ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য অন্যায্যভাবে লাভজনক। তার প্রশাসন বারবার ন্যাটো সদস্যদের আর্থিক অবদান বাড়ানোর জন্য বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির ৫% করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল। এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল যে ইউরোপীয় মিত্ররা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। ট্রাম্পের কড়া বক্তব্য ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি করেছিল, যারা আন্তঃআটলান্টিক জোটের সম্ভাব্য ভাঙনের বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাছাড়া এখানে উল্লেখ্য যে, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন ঠেকানোর আশায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক নেতা প্রকাশ্যে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেছিলেন। তাই ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হয়ে এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলে আন্তঃআটলান্টিক নিরাপত্তার ওপর গভীর প্রভাব পড়বে। ইউরোপীয় দেশগুলো এখন তাদের প্রতিরক্ষা কৌশল পুনর্মূল্যায়ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা কাঠামোয় বিনিয়োগ করার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দীর্ঘদিন ধরে যে 'ইউরোপীয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের' ধারণার ওপর জোর দিয়ে আসছেন, সেটিও নতুন গতি পাবে। ইউরোপের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার করার প্রচেষ্টা চলমান, এবং আরও একীভূত ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা কাঠামো নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপনে ইউক্রেনে যুদ্ধ-পরবর্তী নিরাপত্তার জন্য সেনা মোতায়েনের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে ইউরোপ এখন ক্রমশ মার্কিন সহায়তা ছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। তবে এই প্রচেষ্টার সামনে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ইউরোপের বিচ্ছিন্ন প্রতিরক্ষা কাঠামো, রাজনৈতিক বিভক্তি এবং ন্যাটোর অবকাঠামোর ওপর চলমান নির্ভরতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অর্জনকে স্বল্প সময়ে কঠিন করে তুলেছে। এর পাশাপাশি, ক্রমাগত মার্কিন প্রশাসন গুলোর নীতিগত পরিবর্তন ইউরোপীয় নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলছে। পোল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর মতো কিছু দেশ যেখানে ন্যাটোর শক্তিশালী প্রতিশ্রুতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সেখানে ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশগুলো আরও স্বাধীন ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য জোর দিচ্ছে। এই কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য ইউরোপের একটি সুসংহত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ধীর কিন্তু অবিচল পুনর্গঠন একটি মৌলিক বাস্তবতা তুলে ধরে: ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ প্রতিশ্রুতির যুগ শেষ হয়ে গেছে। ন্যাটো রাতারাতি ভেঙে পড়বে না, তবে ইউরোপ যখন তার প্রতিরক্ষার জন্য আরও বেশি দায়িত্ব নিচ্ছে, তখন এর ভূমিকা অবশ্যই বিবর্তিত হবে। চীনকে মোকাবিলা করা এবং অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো সামলানোয় ব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, সে এখন তার মিত্রদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখতে চায়। আন্তঃআটলান্টিক জোটকে এই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং সমন্বিত দায়িত্ব ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। ইউরোপ যখন এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, তখন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তার সক্ষমতাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের বৈশ্বিক নিরাপত্তার চিত্র।

> ইউরোপীয় দেশগুলো এখন তাদের প্রতিরক্ষা কৌশল পুনর্মূল্যায়ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা কাঠামোয় বিনিয়োগ করার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দীর্ঘদিন ধরে যে 'ইউরোপীয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের' ধারণার ওপর জোর দিয়ে আসছেন, সেটিও নতুন গতি পাবে। ইউরোপের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার করার প্রচেষ্টা চলমান, এবং আরও একীভূত ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা কাঠামো নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপনে ইউক্রেনে যুদ্ধ-পরবর্তী নিরাপত্তার জন্য সেনা মোতায়েনের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে ইউরোপ এখন ক্রমশ মার্কিন সহায়তা ছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। তবে এই প্রচেষ্টার সামনে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ইউরোপের বিচ্ছিন্ন প্রতিরক্ষা কাঠামো, রাজনৈতিক বিভক্তি এবং ন্যাটোর অবকাঠামোর ওপর চলমান নির্ভরতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অর্জনকে স্বল্প সময়ে কঠিন করে তুলেছে। এর পাশাপাশি, ক্রমাগত মার্কিন প্রশাসন গুলোর নীতিগত পরিবর্তন ইউরোপীয় নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলছে

পবিত্র হজ পালনে স্পেন থেকে ঘোড়ায় চেপে মক্কার পথে ৩ বন্ধু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শত শত বছরের পুরোনো মুসলিম ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্পেন থেকে হজের ময়দানে পৌঁছাতে ঘোড়ায় চড়ে সৌদি আরবের পথে যাত্রা শুরু করেছেন তিন বন্ধু। সাড়ে ৩ মাস আগে তারা এই যাত্রা শুরু করেন এবং এখন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রয়েছেন। তুর্কি বার্তাসংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, স্প্যানিশ ওই তিন বন্ধুর আবদুল্লাহ হার্নান্দেজ, আবদুল কাদের হারকাসি ও তারিক রদ্রিগেজ। স্পেনের তিন বন্ধু পবিত্র হজ পালনের জন্য ঘোড়ায় চড়ে সৌদি আরবের মক্কায় যাচ্ছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরই একজনের একটি প্রতিজ্ঞার কারণে এভাবেই তারা তাদের পবিত্র এই যাত্রা শুরু করেন। আর এর মাধ্যমে তারা ৫০০ বছরের পুরোনো আন্দালুসিয়ান মুসলিম ঐতিহ্যকেও পুনরুজ্জীবিত করছেন। স্পেন থেকে দীর্ঘ ৮ হাজার কিলোমিটারের (৪ হাজার ৯৭০ মাইল) এই ভ্রমণে ইতালি, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো, কসোভো, উত্তর মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস ও তুরস্ক হয়ে সিরিয়ার মধ্য হয়ে সৌদি আরবে পৌঁছাবেন তারা। বর্তমানে তারা ইস্তাম্বুলে রয়েছেন। তিন বন্ধু জানিয়েছেন, তারা ইস্তাম্বুলে রমজান মাস কাটাতে চায় এবং সুলতান আহমেদ মসজিদ এবং হায়া সোফিয়া গ্র্যান্ড মসজিদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার ইচ্ছা রয়েছে তাদের। ইস্তাম্বুল সাবাহাতিন জাইম ইউনিভার্সিটির আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সম্প্রতি ওই তিন বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও স্থানীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক হুসেইন হুসনু কয়ুনোগলু বলেন, ইস্তাম্বুল বহু শতাব্দী ধরে হজযাত্রীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্টপ। হার্নান্দেজ বলেছেন, তিনি ২৪ বছর বয়সে প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন। ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করার সময় তিনি বাইবেল ও পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করেছিলেন। তখন কুরআনের আয়াতগুলো তার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় লাগে।

তিনি উল্লেখ করেছেন, ভূগোল পরীক্ষা দেওয়ার আগে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে- পরীক্ষায় পাস করলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হার্নান্দেজ ইসলামে ধর্মান্তরিত হন ও তার পূর্বপুরুষদের মতোই ঘোড়ায় চড়ে মক্কায় হজে যাওয়ার শপথ নেন। হার্নান্দেজ ব্যাখ্যা করেছেন, তার স্বপ্ন পূরণে হারকাসি ও রদ্রিগেজও ঘোড়ার চড়ে তার সাথে রওনা হয়েছেন। আর স্পেনে বসবাসকারী নির্মাণকর্মী বোচাইব জাদিল গাড়িতে করে তাদের জন্য লজিস্টিক সহায়তা দিচ্ছেন। সূত্রঃ আনাদোলু

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনে অবদান রাখছে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এটা সর্বজনবিদিত যে বিশ্ব সম্প্রদায়ে ভারতের উপস্থিতি তার কাঠামোগত পদ্ধতি এবং শক্তি দ্বারা চিহ্নিত; যার বৈশিষ্ট্য হলো শক্তিশালী অর্থনীতি, ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, নিরাপদ বিনিয়োগের গন্তব্য এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম ও ঐতিহ্য। তবে যে বিষয়টি প্রায়শই সবার নজরে পড়ে না তা হলো ভারতের বিশাল বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানবশক্তি যা বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এই উপস্থিতি কেবল অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, বরং এটি বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে। ভারতীয়রা বা ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা কেবল মাইক্রোসফট, গুগলের মতো শীর্ষ বহুজাতিক কম্পানিগুলোতে উচ্চপদে রয়েছেন তা নয়; বরং আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর বৃহত্তম উৎস ভারত। ২০২৩-২৪ সালে প্রায় ৩ লাখ ভারতীয় শিক্ষার্থী সে দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এছাড়া বিশ্ব অর্থনীতিতে উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমেও ভারতীয়রা অবদান রাখছে। এফএমসিজি, অটোমোবাইল, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় নেতারা মনে করেন যে, ভারত তার প্রযুক্তিগত মানবশক্তির কারণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ইলন মাস্কের কানাডিয়ান নাগরিকত্ব বাতিলের দাবিতে আড়াই লাখের বেশি স্বাক্ষর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও ধনকুবের ইলন মাস্কের কানাডিয়ান নাগরিকত্ব বাতিলের দাবিতে আড়াই লাখের বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি কানাডার সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করছেন। ইলন মাস্ক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তার মা মে মাস্কের মাধ্যমে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবেও পরিচিত। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি একটি বিদেশি সরকারের অংশ হয়ে কানাডার সার্বভৌমত্ব দুর্বল করার চেষ্টা করছেন।

এআইতে বিনিয়োগে মরিয়া আলিবাবা বাড়লো শেয়ারের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনছে। এই প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চীনা প্রযুক্তি জায়ান্ট আলিবাবা গ্রুপ আগামী তিন বছরে এআই-তে ব্যাপক বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এআই অবকাঠামো, ক্লাউড কম্পিউটিং, এআই ফাউন্ডেশন মডেল এবং নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির পাশাপাশি তাদের বিদ্যমান ব্যবসাগুলোকেও এআই-নির্ভর করে রূপান্তরিত করবে। সম্প্রতি আলিবাবার সিইও উ ইয়ংমিং এক আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে বিনিয়োগকারীদের জানান, 'আমরা এআই যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এআই অবকাঠামোর জন্য ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই আগামী তিন বছরে ক্লাউড ও এআই অবকাঠামোতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করব, তা গত এক দশকের বিনিয়োগকেও ছাড়িয়ে যাবে।' ২০২৩ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে আলিবাবার রাজস্ব বেড়ে ২৮০.১৫ বিলিয়ন ইউয়ান হয়েছে, যা আগের বছরের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি। এই সময়ে কোম্পানির নিট মুনাফা ৩৩৩ শতাংশ বেড়ে ৪৬.৪৩ বিলিয়ন ইউয়ান হয়েছে। আলিবাবার ক্লাউড ব্যবসা ১৩ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে এআই-সম্পর্কিত পণ্যগুলোর রাজস্ব টানা ছয় প্রান্তিকে তিন অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। উ ইয়ংমিং বলেন, আলিবাবা ক্লাউড ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের এআই-চালিত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে। আলিবাবা ভবিষ্যতে তিনটি মূল ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের ওপর গুরুত্ব দেবে। এগুলো হলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ই-কমার্স, এআই ও ক্লাউড কম্পিউটিং ও ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম। আলিবাবা শিগগিরই কিউওয়েন ২.৫ ম্যাক্স নামের একটি উন্নত এআই মডেল উন্মোচন করবে, যা গণিত ও কোডিং দক্ষতায় জিপিটি-৪ও এবং ডিপসিক ভি-৩-এর চেয়েও কার্যকর হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। চীনা স্টার্টআপ ডিপসিক-এর নতুন এআই মডেল উন্মোচনের পর আলিবাবার শেয়ারমূল্যও গত এক মাসে প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া, আলিবাবা সম্প্রতি অ্যাপলের সঙ্গে একটি অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার মাধ্যমে চীনে আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এআই ফিচার আনা হবে। চীনা বিশ্লেষক মো তাইচিং বলেন, 'আলিবাবার তাওবাও ও টিমল এখনও দেশীয় প্রতিযোগীদের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে রয়েছে।' তিনি মনে করেন, কোম্পানিকে ব্যবহারকারীদের জন্য অনলাইন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে হবে, পাশাপাশি পরিচালন ব্যয়ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কলম্বিয়ার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর 'সম্প্রসারণ' নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘ জানিয়েছে, কলম্বিয়ায় সশস্ত্র অপরাধ গোষ্ঠীগুলো শক্তিশালী হচ্ছে। সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চলমান থাকা সত্ত্বেও তারা হাজার হাজার শিশু অপহরণ, কর্মীদের হত্যা ও বেসামরিক নাগরিকদের বাস্তুচ্যুত করছে। খবর এএফপির। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর বামপন্থি গেরিলা, ডানপন্থি আধা-সামরিক গোষ্ঠী এবং মাদক চক্রের মধ্যে সংঘর্ষে ২৫২ জন নিহত হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, ৮৯ জন অধিকার রক্ষাকারী ও ২১৬ জন শিশু নিহত হয়েছে। যেসব শিশু নিহত হয়েছে তারা প্রধানত আদিবাসী। অপহরণকারীদের পক্ষে লড়াই করার জন্য তাদের জোরপূর্বক নিয়োগ দেওয়া হয়। জাতিসংঘ বলেছে, 'কলম্বিয়ায় রাষ্ট্র-বহির্ভূত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধী সংগঠনগুলোর সংঘঠিত সহিংসতা জনগণের জীবন ধ্বংস করে চলেছে এবং সারা দেশে সম্প্রদায়ের সামাজিক কাঠামোকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।' বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রোর শুরু করা শান্তি অভিযানের অধীনে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে রাজ্যের সামরিক আক্রমণ শিথিল করা হয়েছে।

থাইল্যান্ডে শিক্ষা সফরের বাস উল্টে খাদে, নিহত অন্তত ১৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : থাইল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা সফরের বাস নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর উল্টে খাদে পড়ার ঘটনায় অন্তত ১৮ জন নিহত ও ২৩ জন আহত হয়েছে। প্রাচিনবুরি প্রদেশে গতকাল বুধবার দুর্ঘটনায় পড়া বাসটির চালকসহ ৪৯ আরোহীর সবাই থাই নাগরিক বলে পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বাসটি বুয়েং কান থেকে রায়ংয়ের দিকে যাচ্ছিল। "ঢালু রাস্তা ছিল, ব্রেক ফেইল করায় চালক গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, পরে সেটি উল্টে যায়," বলেছেন রয়েল থাই পুলিশের কর্নেল সোফোন ফ্রামানিহি। নিহতদের সবাই প্রাপ্তবয়স্ক, জানিয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসা একাধিক পোস্টে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজ করতে দেখা গেছে। দুর্ঘটনাস্থলটি রাজধানী ব্যাংককের ১৫৫ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা দুর্ঘটনার বিস্তৃত তদন্তের ঘোষণা দিয়েছেন। "যদি দেখা যায় গাড়িটি নির্ধারিত মান পূরণ করেনি, কিংবা এ বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলা ছিল তাহলে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। "ব্যবহৃত হওয়ার আগে গাড়ি অবশ্যই পরিদর্শনে নিরাপদ বলে প্রমাণিত হতে হবে এবং নির্ধারিত মাপকাঠি অতিক্রম করতে হবে, তাহলেই দুর্ঘটনা এবং বারবার এমন ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে," সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া পোস্টে এমনটাই বলেছেন তিনি। থাইল্যান্ডে প্রাণঘাতী সড়ক দুর্ঘটনা নিয়মিতই দেখা যায়। বাজে সড়ক ও গাড়ির নিরাপত্তা মান নিশ্চিতে দুর্বল ব্যবস্থাপনাই মূলত এর জন্য দায়ী। ২০২৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার ১৭৫ সদস্য দেশের ওপর যে জরিপ চালায়, তাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটি নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছিল। গত বছরও দেশটিতে গ্যাস সিলিন্ডার লিক হয়ে একটি স্কুল বাসে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনায় ১৬ শিক্ষার্থীসহ ২৩ জনের প্রাণ গিয়েছিল।

'কবে দেশটাকে নিজের বলে মনে হয়েছিল?'-আফজাল হোসেন

বিনোদন ডেস্ক : বরেণ্য অভিনেতা আফজাল হোসেন। চিত্রশিল্পী হিসেবেও সমাদৃত। এ দুটো বিষয় নিয়ে অধিক ব্যস্ত সময় পার করেন। তবে রাষ্ট্রের সমকালীন পরিস্থিতি, রাজনীতি নিয়েও সজাগ এই শিল্পী। তারই প্রমাণ মেলে ফেসবুকে। কারণ সমকালীন ভাবনাগুলো প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে এই মাধ্যম ব্যবহার করেন। ফের কিছু প্রশ্ন, ভাবনা শেয়ার করলেন এই চিরসবুজ অভিনেতা। আফজাল হোসেন বলেন, "কবে দেশটাকে নিজের বলে মনে হয়েছিল? চুয়ান্ন বছরে অনেকবার মনে করার মতো সুযোগ এসেছে। অনেকবারই মনে হয়েছে, এইবার দেশ আসলেই আমাদের হলো। যতবার মনে হয়েছে, ততবারই সে অনুভবের আনন্দ টিকে থাকতে পেরেছে সামান?্য কাল। কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছে, কেন বারবার কপালে এই দুঃখ জোটে! কেন, কি কারণে জোটে তা নিয়ে বিস্তর ভেবেছে এদেশের বহু মানুষ বা জনগণ। ভেবেছে, ভাবে- তবে তত প্রকাশে?্য নয়, গোপনে। কেন গোপনে? আশঙ্কায়। যদি প্রকাশ? হয়ে পড়ে, দেশ আমার হয়নি, সে মন্তব্য অপরাধী বানিয়ে দিতে পারে। আর সে অপরাধ, দোষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান মোটেও কম হয় না।" একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আফজাল হোসেন বলেন, "কালে কালে প্রশ্ন করার লোক থাকে, থাকে জামার কলার বা ঘাড় ধরে ঝাঁকি দেয়ার মানুষ। তাদের রূঢ় আচরণ- এই দ্রোহী, দেশপ্রেমহীন, অরাজক এবং অসভ?্য ভাবনার সাহস কোত্থেকে পেলিরে তুই? দেশটা আমার, আমাদের। আমরা আমাদের মতো করে দেশটাকে মনোযোগ দিয়ে এবং অমনোযোগী হয়ে ভালোবাসব, তা কেন খোলা মন নিয়ে প্রকাশ করতে দ্বিধা হবে? কেন 'দেয়ালেরও কান আছে' এমন শঙ্কায় সাধারণকে সদা সাবধানে থাকতে হয়? যদি দেশের দুর্দিন, অব?্যবস্থা, মানুষের অযথা কষ্ট নিয়ে কারো ক্ষোভ, অভিমান, অনুযোগ থেকে থাকে- সেসকল যাতনার কথা নিজের মনে চেপে রাখতে হবে- নিজের দেশে এ ভয়-ডর কাকে, কেন করতে হয়?"ভয়ে মিনমিনে জীবনযাপন করতে হবে কেন? এ প্রশ্ন যেমন রেখেছেন, তেমনি স্বেচ্ছাচারিতার প্রসঙ্গও টেনেছেন এই অভিনেতা। তার ভাষায়, "নিজের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কথা প্রাণ-মন খুলে বলা যাবে না। কালে কালে নয়া নয়া মালিক বনে যাওয়াদের চোখ রাঙানো, গালি খাওয়া বা গলা চেপে ধরার ভয়ে মিনমিনে জীবনযাপন করতে হবে বা হয় কেন।

পাঁচটি বিজ্ঞাপন চিত্রে 'তারা তিনজন'

বিনোদন ডেস্ক : প্রয়াত কথাসাহিত্যিক এবং নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের আবিষ্কার জনপ্রিয় নাটক 'তারা তিনজন'। যেখানে তিন চরিত্রে কাজ করেছিলেন ডা. এজাজ, ফারুক আহমেদ ও স্বাধীন খসরু। প্রায় ১১ বছর আগের সেই চরিত্রগুলো এখনও মানুষের মনে দাগ কেটে যায়। ফলে হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের সেই তিনজন মানুষকে নিয়ে নতুন একটি কাজ করেছেন প্রয়াত নির্মাতার ছেলে নুহাশ হুমায়ূন। সম্প্রতি তাদেরকে নিয়ে একটি কোম্পানির পাঁচটি বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়েছে। যার নির্দেশনায় ছিলেন নুহাশ হুমায়ূন। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফারুক আহমেদ জানান, পাঁচটি বিজ্ঞাপন নির্মাণ করলেন নুহাশ হুমায়ূন। দীর্ঘ ১১ বছর পর আমরা তিনজন (আমি, ডাঃ এজাজুল ইসলাম আর স্বাধীন খসরু) একসঙ্গে পাঁচটি বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করলাম। নুহাশ হুমায়ূন নির্দেশনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমি তার কাজে অভিভূত। হুমায়ূন আহমেদের ১০টি নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ফারুক আহমেদ, স্বাধীন খসরু ও ডা. এজাজুল ইসলাম। 'তারা তিনজন' খ্যাত চরিত্রে স্বাধীন খসরুর মামা চরিত্রে ছিলেন এজাজুল ইসলাম। আর এজাজের বন্ধুর চরিত্রে ফারুক আহমেদ। এরইমধ্যে পাঁচটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটি প্রচারে এসেছে। 'জীবন একটা কুয়া' শিরোনামের বিজ্ঞাপনটি টেলিভিশনের পর্দার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলেও।

'প্রাক্তন এতটা হিংস্র হতে পারে না'-প্রভা

বিনোদন ডেস্ক : তারকাদের প্রেম-বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়ে ভক্তদের তুমুল আগ্রহ। এবার সেই প্রেম আর প্রাক্তন নিয়ে খোলামেলা ছোট পর্দার অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রভা বলেন, 'আমাকে নিয়ে অনেক গুঞ্জনই ছিল। যেসবের কিছু সত্যি ছিল। কিছু মিথ্যা। তবে আমি যেসব জোড় গলায় মিথ্যা বলেছি, বা অস্বীকার করেছি সেগুলো গুজবই ছিল।' অভিনেত্রী জানান, তার জীবনে প্রেম কয়েকবার এসেছে। তবে সম্পর্কের একটা সময়ে মনে হয়েছে, হয়তো আজীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না দুজনের। তখন হয়তো আর একসঙ্গে থাকা হয়নি। সাক্ষাৎকারে নিজের প্রথম প্রেম নিয়েও ক্ষোভ

শোনা যায় প্রভার কণ্ঠে। অভিনেত্রী বলেন, 'আমার জীবনের প্রথম প্রেমটাকে প্রাক্তন মনে করি না। আমি মনে করি, সে প্রাক্তন নয়, শত্রু। কারণ প্রাক্তন এতটা হিংস্র হতে পারে না! আমার কাছে যে অস্বস্তিকর, সে আমার প্রাক্তন হতে পারে না। এরপরও যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে তাদের সঙ্গে আমার অনেক সুন্দর মুহূর্ত আছে। এতে গুণবান প্রাক্তনদের সঙ্গে আমি তাকে তুলনাই করতে চাই না।' প্রভা আরও বলেন, "প্রাক্তন শব্দটা আমার কাছে ভীষণ প্রিয় একটা শব্দ। যে মানুষটার সঙ্গে খারাপ ঘটনা ঘটেছে বলেই তো সম্পর্কটা শেষ হয়েছে। তার সঙ্গে সুন্দর ঘটনাও কিন্তু আছে। 'প্রাক্তন' আমার কাছে সুন্দর একটা নাম। তার সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত ছিল। আমার জন্য রাতেরবেলায় দাঁড়িয়েছিল, এটা করেছে ওটা করেছে। অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি থাকে।" বর্তমানে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রভা। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত 'দ্য মেকআপ একাডেমি' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। যারা পেশাদার মেকআপ আর্টিস্ট হতে চান, তাদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান এই দ্য মেকআপ একাডেমি। বিশ্বের অনেক জনপ্রিয় মেকআপ ব্র্যান্ড ও ফ্যাশন শোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ প্রতিষ্ঠানের নাম। সেখানেই কাজ করতে দেখা গেছে প্রভাকে।

কারা পাচ্ছেন এবারের অস্কার?

বিনোদন ডেস্ক : পাশ্চাত্য সিনেমার সেরা মঞ্চ প্রস্তুত হলিউডের ডলবি থিয়েটারে। বসবে তারার মেলা। ঘোষিত হবে অস্কারজয়ী তারকাদের নাম। কারা পাচ্ছেন এ পুরস্কার-সেটা নিয়েই এখন জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি অস্কারের মঞ্চে পুরস্কৃত হবেন ২৩ বিভাগের তারকারা। ধারণা করা হয়, এ পুরস্কারের আগে ঘোষিত ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড (বাফটা) অস্কারের আভাস দেওয়ার মঞ্চ। অর্থাৎ বাফটা যারা অর্জন করেন তাদের মধ্য থেকেই নির্ধারিত অধিকাংশ অস্কারজয়ীর ভাগ্য। লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে অনুষ্ঠিত এবারের বাফটায় সেরা সিনেমা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল 'কনক্লেভ'। এডওয়ার্ড বার্গারের সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল ২০১৬ সালে প্রকাশিত রবার্ট হ্যারিসের উপন্যাস অবলম্বনে। অথচ এ তালিকায় ছিল সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা 'এমিলিয়া পেরেজ'। তাহলে অস্কারের মঞ্চে কি সেরা সিনেমা হবে অন্য কোনোটি? সে সম্ভাবনা ক্ষীণই। কারণ, নেটফ্লিক্সের ক্রাইম মিউজিক্যাল এ সিনেমা সর্বাধিক ১৩টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়েছে। দ্বিতীয় সর্বাধিক ১০ মনোনয়ন নিয়ে সম্ভাবনা তৈরি করেছে ব্লকবাস্টার সিনেমা 'উইকেড'। তালিকায় রয়েছে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী বব ডিলানের বায়োপিক 'অ্যা কমপ্লিট আননোন' ও পোপ নির্বাচনের থ্রিলার 'কনক্লেভ'ও। বাফটায় সেরা হওয়া অদ্রিয়েন ব্রডি 'দ্য ব্রুটালিস্ট'-এ দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। ২০০২ সালে 'দ্য পিয়ানিস্ট'-এর জন্য ২৯ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে অস্কার জিতেছিলেন তিনি। এবারের অস্কার তাকে দ্বিতীয় মুকুটের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার সঙ্গে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন-'আ কমপ্লিট আননৌন'র টিমোথি শ্যালামেট, 'কনক্লেভ'র রাল্ফ ফিয়েনেস প্রমুখ। বাফটায় সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন শন বেকারের 'আনোরা' সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করা মাইকি ম্যাডিসন। অস্কারের মনোনয়ন তালিকায়ও রয়েছেন তিনি। ওদিকে দীর্ঘতম ক্যারিয়ারে প্রথমবার এ শাখায় মনোনয়ন পেয়েছেন ৬২ বছর বয়সি বলিউড তারকা ডেমি ম্যুর। 'দ্য সাবস্ট্যান্স' সিনেমার জন্য এ পুরস্কার পেতে পারেন তিনি। এ শাখায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন-'উইকেড'র সিনথিয়া এরিভো, 'এমিলিয়া পেরেজ'র কারলা সোফিয়া গ্যাসকন প্রমুখ।

'আমার পরিবার খুবই সাপোর্টিভ'-বিদ্যা বালান

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান ২০০৩ সালে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু করেন। ক্যারিয়ারের শুরুতেই একাধিক হিট সিনেমা উপহার দেন। বলিউডের প্রথম সারির এ অভিনেত্রীর যা অর্জন, তা চোখের পলকেই পাননি। বরং দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। কাস্টিং কাউচ থেকে শুরু করে বডি শেমিংয়ের শিকারও হয়েছেন বিদ্যা বালান। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় শরীর নিয়ে তাকে কটু কথা শুনতে হয়েছে। অর্থাৎ ক্যারিয়ারের জার্নিটা মোটেও মসৃণ ছিল না। তবে এই সময়ে বিদ্যাকে তার পরিবারের সদস্যরা দারুণভাবে সাপোর্ট করেছেন বলে জানিয়েছেন এই 'কাহানি' তারকা। বিদ্যা বালান বলেন, "আমি বিশ্বাস করি এবং অন্যরাও এটা জানুক যে, আপনি যখন সত্যিকার অর্থেই কিছু চান, তখন মহাবিশ্ব তা বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য করে। সুতরাং মহাবিশ্বকে তার কাজটি করতে দিন। আমাদের সকলেরই স্বপ্ন থাকে, তবে তা নিয়ে ভাববেন না। বরং স্বপ্নপূরণের জন্য কীভাবে পৌঁছানো যায়, তা নিয়ে ভাবুন। স্বপ্নটি ধরে রাখুন, কোনো কিছুই যেন তা থেকে আপনাকে দূরে রাখতে না পারে।" অভিনয় ক্যারিয়ারে অসংখ্যবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন বিদ্যা বালান। তার ভাষায়, "আমি আমার ক্যারিয়ারের শুরুতে অসংখ্যবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। আমি কোনো ফিল্মি পরিবার থেকে আসিনি। আমি জানতাম না, কখনো অভিনেত্রী হতে পারব কিনা। কিন্তু একটি জিনিস আমাকে

অন্যদিকে পরিচালিত করেছিল। আর সেটা অবশ্যই আমার পরিবার।" পরিবারই বিদ্যার স্তম্ভ। তা জানিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, "আমার পরিবার খুবই সাপোর্টিভ। আমি মনে করি, এটিই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। বাবা-মা, বোন, ভগ্নিপতি এবং এখন সিদ্ধার্থ (স্বামী)- আমার স্তম্ভ যার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সুতরাং যারা পরিবারের সমর্থন পাননি, তাদের তুলনায় আমার যাত্রা অনেক সহজ হয়েছে। যে-কোনো দুটো গল্প এক নয়, একইভাবে দুটো ব্যক্তিও এক নয়। সুতরাং আপনার জার্নির অনন্যতাকে উপভোগ করুন। সুপরিচিত পথ খুঁজবেন না; নিজে পথ তৈরি করার চেষ্টা করুন। যদিও এটি কঠিন মনে হতে পারে।

উনপঞ্চাশেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চান সুস্মিতা সেন

বিনোদন ডেস্ক : সাবেক বিশ্বসুন্দরী ও বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই খ্যাতির চূড়ায় ছিলেন তিনি। সেই খ্যাতির ছটা শুধু তার নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সীমানা পেরিয়ে তার জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী। সুস্মিতার ব্যক্তিত্বের জন্য যতটা আলোচিত হয়েছেন, ততটাই চর্চিত হয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনের জন্য। তার প্রেম নিয়ে

চর্চার শেষ নেই। তবু কোনও দিনই সম্পর্ক নিয়ে গোপনীয়তায় বিশ্বাসী নন অভিনেত্রী। কখনও রণদীপ হুডা, কখনও মুম্বাইয়ের রেস্তরাঁর মালিক হৃতিক ভাসিন, কখনও পরিচালক বিক্রম ভট্ট, আবার কখনও ললিত মোদী, বয়সে অনেক ছোট রোহমান শলের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তার। বয়স তার পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, তবু ঘর বাঁধা হয়নি। তারপরও কিন্তু দুই সন্তানের মা। অল্প বয়সে দুই কন্যা দত্তক নিয়েছেন। যদিও গত বছর থেকে সুস্মিতার সঙ্গে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন প্রেমিক রোহমনকে। তবে কি ফের তারা সম্পর্কে? ভবিষ্যতে কি বিয়ে করবেন সুস্মিতা? আসলে বিয়ের জন্য কোনও ধরাবাঁধা বয়সের গণ্ডিতে নিজেকে আটকে রাখতে নারাজ সুস্মিতা। যদিও বিয়ে করার ইচ্ছে রয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই অভিনেত্রী বলেন, আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু এমন একটা মানুষকে পেতেও হবে তো। আসলে বিয়ে তো মনের বন্ধন।

খেত থেকে আলু তুলছেন দুই নারী। মারুকা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

শরীয়তপুরে পরিত্যক্ত ময়লার ভাগাড় থেকে ফুলের বাগান

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে ময়লার ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত শরীয়তপুর পৌরসভার একটি স্থান এখন হাজারো সূর্যমুখী ফুলের সৌন্দর্যে মোড়ানো এক মনোরম প্রাঙ্গণ। পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পরিত্যক্ত সেকেন্ডারি ডাম্পিং জোন পরিষ্কার করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে সূর্যমুখীর ক্ষেত, যা এখন এলাকাবাসীর বিনোদনের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই জায়গাটি একসময় দুর্গন্ধযুক্ত ময়লার স্তূপে ভরা ছিল, যেখানে পথচারীদের চলাচল ছিল কষ্টকর। শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পিংকি সাহা পৌর প্রশাসকের দায়িত্ব নেওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন, এ স্থানটিকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তার উদ্যোগে প্রায় ৪৪ শতক জমি পরিষ্কার করে সেখানে সূর্যমুখীর আবাদ শুরু হয়। নিয়মিত পরিচর্যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ফুটে ওঠে অসংখ্য সোনালি রঙের ফুল। এখন প্রতিদিন নানা বয়সী মানুষ সূর্যমুখী ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিড় জমাচ্ছেন। কেউ আসছেন পরিবার-পরিজন নিয়ে, কেউ বা বন্ধুদের সঙ্গে, আবার অনেকেই ছবি তুলতে আসছেন ক্যামেরা হাতে। দর্শনার্থীদের মতে, এই উদ্যোগ শুধু পরিবেশগত উন্নয়নই নয়, শহরের সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় বাসিন্দা এক বাসিন্দা বলেন, “আগে এখানে হাঁটাও কষ্টকর ছিল দুর্গন্ধের জন্য। এখন জায়গাটি এত সুন্দর হয়ে গেছে যে, মনে হয় কোনো বিনোদন কেন্দ্রে এসেছি। পৌরসভার এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।” অন্য একজন বলেন, “শুধু সৌন্দর্যই নয়, এই সূর্যমুখী থেকে তেলও পাওয়া যাবে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ধরনের উদ্যোগ আরও এলাকায় নেওয়া উচিত।” এক শিক্ষার্থী জানান, “ফুলের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আজ বন্ধুদের নিয়ে এসেছি। আশা করি, প্রতিবছর এখানে সূর্যমুখীর আবাদ করা হবে।” পৌর প্রশাসক পিংকি সাহা বলেন, “পৌরসভা নাগরিক সেবাকেন্দ্র হওয়ায় আমরা চাইছিলাম, জায়গাটি মানুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য হোক।

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে বিশেষ মহড়া

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও উদ্ধার কার্যক্রমকে আরও দক্ষ করে তুলতে বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। এবিসি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট অবতরণের সময় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) উদ্যোগে আয়োজিত এই মহড়ার উদ্বোধন করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভুঁইয়া। বিমানবন্দর পরিচালনা কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সংস্থা এই মহড়ায় অংশ নেয়। মহড়ায় অংশ নেয় বিমানবন্দরের নিজস্ব ফায়ার ট্রাক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট, বিমান, নৌ ও সেনাবাহিনীর ফায়ার ট্রাক, উদ্ধারকর্মীদের গাড়ি এবং অ্যাম্বুলেন্স। এ সময় একটি ফ্লাইটের অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিমানবন্দর ম্যানেজার মো. হাফিজ আহমদ জানান, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় এ ধরনের মহড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, “এ ধরনের মহড়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাজ করার সক্ষমতা বাড়ে।চ তিনি আরও উল্লেখ করেন, যাত্রী ও বিমানকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিবছর এ ধরনের মহড়া পরিচালিত হয়। মহড়ায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তারা জানান, বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে এই ধরনের মহড়া অত্যন্ত কার্যকর। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের এক কর্মকর্তা বলেন, “সমন্বিত মহড়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পারি। এতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সমন্বিতভাবে কাজ করা সম্ভব হয়।চ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আগামীতে আরও উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সেনবাগের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : সেনবাগের ঐতিহ্যবাহী গাজিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ রবিউল হোসেন সুজনের সভাপতিত্বে ও স্কুলের শিক্ষক মীর হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন-জেড.এ.এফ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব মিয়া মোহাম্মদ ইলিয়াছ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক মাস্টার মনিরুল ইসলাম, হাইকোর্টের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম সেলিম, ডমুরুয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন, এনারয়তপুর মাদ্রাসার সহ সুপার মাওলানা মোঃ হানিফ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু তাহের,জাফর আহম্মদ চৌধুরী উচ্চি বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ডমুরুয়া ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারী আক্রাম হোসেন,সাবেক মেম্বার সুফিয়া আক্তার মনি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমুদ্রসৈকতে হকারেরা ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের পণ্য পর্যটকদের কাছে বিক্রি করেন। এটা করেই চলে তাঁদের জীবন। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

নাজিরপুরে পলাশডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্রিড়া ও পুরুষ্কার বিতরণ

নাজিরপুর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের নাজিরপুরে পলাশডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই দিনব্যাপী ক্রিড়া, সাংস্কৃতিক ও পুরুষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছে। স্কুল মাঠে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্কুল কমিটির সভাপতি জেসমিন আরা মুন্নি, অতিথি ছিলেন ডা. এবিএম শামীম আরাফাত রহমান কোকো ক্রিয়া সংসদ সহ- সভাপতি পিরোজপুর। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক এস এম রেজাউল করিম, জেসমিন আক্তার কুমুকুম, প্রধান শিক্ষক সাইফুর রহমান, মো. দেলোয়ার হোসেন অব: প্রকৌশলী, মো. আবু হাসানসহ স্কুলের সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। পরে স্কুল কতৃপক্ষ মেহমানদের মাঝে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন এবং বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। পলাশডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব রফিকুল ইসলামের মেয়ে অত্র বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি জেসমিন আরা মুন্নি বলেন, আমার বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুল, বাবা মারা যাবার পর আমার মা স্কুলটি দেখভাল করতেন। আমার পরিবার সব সময় স্কুলের খোঁজ খবর রাখেন। আমার এলাকাবাসীকে বলবো এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা আপনাদের সন্তানের মত দেখবেন। আমার দাবী স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য সবাই সহযোগীতা করবেন।বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পর্বের মধ্যে বক্তৃতা, দৌড় প্রতিযোগিতা, দীর্ঘ লম্ফ, বিস্কুট দৌড়, দড়ি লাফ, পাতিল ভাঙ্গা, বর্ষা-চাকতি-গোলক নিক্ষেপ, আবৃত্তি, নৃত্য, দেশাত্মবোধ, পল্লীগীতি, রবিন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, আধুনিক গাণ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করে। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঝিকরগাছায় লাশের সাথে অমানবিকতা এবং নিষ্ঠুরতা

ঝিকরগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের ঝিকরগাছায় সন্ত্রাসী পিয়াল হত্যা মামলার আসামি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমিরুল ইসলাম (৫৬) গত মঙ্গলবার রাতে মারা গেলে মৃতের পৈত্রিক কবরস্থানে দাফন করতে দেয়া হয়নি। সেই সাথে সন্ত্রাসী পিয়ালের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন মৃত আমিরুলের স্ত্রী আইশা বেগম, বড় মেয়ে রিনিকে বেদম মারপিট করে মোবারকপুর গ্রাম থেকে মরদেহ সহ তাড়িয়ে দেয়। তাদের ভয়ে ওই রাতে গত মঙ্গলবার ঝিকরগাছা থানায় রাতভর লাশ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মৃত আমিরুল ইসলামকে নিয়ে তার বোন পলি খাতুন নিজ শশুরালয় কাটাখাল বেলে বটতলার কবরস্থানে গতকাল বুধবার আসরের নামাজের পর দাফন করেন। এলাকাবাসী সন্ত্রাসী পিয়ালের পরিবার-পরিজনের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিচার দাবি করেছেন। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, সন্ত্রাসী পিয়াল হত্যার ১০ নম্বর আসামি আমিরুল ইসলাম (৫৬) খুলনা জেলখানায় অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মহামান্য আদালত গত ২৩ জানুয়ারি জামিন মঞ্জুর করলে ২৭ জানুয়ারি জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপর যশোর সদর উপজেলার পুলেরহাট গ্রামে আমিরুল ইসলামের (৫৬) মেয়ে রিনির বাড়ি থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল বুধবার রাতে আমিরুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে যশোর কুইন্স হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত্যু ঘোষণা করেন। মেয়ে রিনি পিতা আমিরুল ইসলামের মরদেহ নিয়ে ঝিকরগাছা পৌর সদরের মোবারকপুর গ্রামে পৈত্রিক বাড়িতে ওঠেন। সাথে তার মা আয়েশা বেগম (মৃতের স্ত্রী) ছিলেন। আমিরুলের মরদেহ নিয়ে মেয়ে রিনি এবং তার মা আয়েশা বেগমকে দেখে সন্ত্রাসী পিয়ালের পরিবার পরিজন তাদের উপরে হামলা চালায়। মরদেহ সহ তাদেরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বের করে দেয়। এরপর তারা মরদেহ নিয়ে সারারাত ঝিকরগাছা থানায় অবস্থান করেন। সকাল হলে মৃত আমিরুলের মরদেহ নিয়ে তোর বোন পলি খাতুন ঝিকরগাছা পৌর সদরের কাটাখাল বেলে বটতলা গ্রামে নিয়ে যান। পলি খাতুন ওই গ্রামের বাবলু হোসেনের স্ত্রী। গতকাল বুধবার বিকালে তাকে কাটাখাল কবরস্থানে দাফন করা হয়। গতকাল বুধবার বিকালে মৃত আমিরুল ইসলামের বোন পলি খাতুন জানান, গত মঙ্গলবার রাতে আমার ভাবি আয়েশা খাতুন এবং ভাইঝি রিনি।

কয়রায় বাঘ সংরক্ষনে গনসচেতনতা কার্যক্রম উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রায় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষনে গনসচেতনতা কার্যক্রম উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাশিয়াবাদ স্টেশনে খুলনা রেঞ্জের উদ্যোগে ও সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষন প্রকল্পের সহযোগিতায় এই চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় সুন্দরবন সংলগ্ন প্রতাপ স্মরনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ শ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন খুলনা রেঞ্জের সহকারি বন সংরক্ষক মোঃ শরিফুল ইসলাম, কাশিয়াবাদ স্টেশন কর্মকর্তা মোঃ সাদিকুজ্জামান, রেঞ্জ সহযোগি মোঃ ইসমাইল হোসেন, কাশিয়াবাদ স্টেশনের সহকারি স্টেশন কর্মকর্তা আল আমিন ,প্রতাপ স্মরনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রনজিত কুমার মন্ডল, শিক্ষক রোকনুজ্জামান, আঃ রহিম প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে গ্রেপ্তারকৃত যুবকের মেমোরি কার্ডে ধর্ষণের ভিডিও

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : আপত্তিকর ছবি তোলার পর সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেন কয়েকজন সংঘবদ্ধ যুবক। পরে ওই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে গৃহবধূর কাছ থেকে ৫৮ লাখ টাকাও হাতিয়ে নেন তারা। এ ঘটনায় ফেনীর সোনাগাজী থানায় ওই গৃহবধূ মামলা করার পর পুলিশ অভিযুক্তদের একজন হারুনুর রশিদ ওরফে হারুন মিয়াজীকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশে পালানোর সময় ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে ধর্ষক হারুন গ্রেপ্তার হন। ইমিগ্রেশন পুলিশের সহযোগিতায় হারুনুর রশিদকে গ্রেপ্তারের পর দেহ তল্লাশি করে একটি মুঠোফোন এবং একটি মেমোরি কার্ড উদ্ধার করে পুলিশ। ওই মেমোরি কার্ডে গৃহবধূর আপত্তিকর ছবি এবং ভিডিও রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে।

চাঁদপুরে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বৈঠক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাল্টি পার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম চাঁদপুর জেলা শাখার আয়োজনে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি, জাতীয় পার্টি , গন-অধিকার পরিষদ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ, সাংবাদিক, সমাজের প্রতিনিধি, যুব সংগঠন প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও চাঁদপুর পৌরসভার প্রশাসক মো. গোলাম জাকারিয়া। তিনি বক্তব্যে বলেন,আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। একটা সময় ছিল যখন মানুষ বিয়ের বয়স নিয়ে ভাবত না। এখন সবার মধ্যে সচেতনতা এসেছে। স্থানীয় প্রশাসন, গ্রামের মানুষ এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে কিছু প্রশ্ন এসেছে। তবে আমরা সবাই যদি সচেতন থাকি, তাহলে বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ১৮ বছরের নিচে বিয়ে হবে না। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে পৌর প্রশাসক আরো বলেন, আমরা সমস্যার কথা সবাই জানি ও বলি। তবে এর সমাধান আমাদেরকেই বের করতে হবে। সকলে রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে হবে। সমাজ পরিবর্তনে শুধু প্রশাসন, পুলিশের একা দায়িত্ব নয়, তা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব। সকলে ন্যায় সঙ্গত কাজের সাথে থাকবেন। তিনি বলেন, আত্ম-সামাজিক উন্নয়ন করতে হবে। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ কয়েকটি বিষয় জড়িত। মেয়েদের শিক্ষার মান না বাড়লেও হার বেড়েছে। আমাদের মধ্যে কিছু কালচার বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে খারাপ কালচার থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ম্যাফ চাঁদপুরের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মনির চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) লুৎফর রহমান, চাঁদপুর প্রেসক্লাব সভাপতি রহিম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের পলাশ, জেলা মহিলা অধিদপ্তরের ফিল্ড অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিপি অ্যাড. কুহিনূর রশিদ, জেলা গন অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ জাকির হোসেন। ম্যাফের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ বাহার ও দপ্তর সম্পাদক নাহিদা সুলতানা সেতুর যৌথ পরিচালনায় আরোও বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা দলের নেত্রী অ্যাড. রেহেনা ইয়াসমিন কচি, ইমাম পরিষদের (তালতলা পাটওয়ারীবাড়ি জামে মসজিদের খতিব) মাওঃ আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা জাতীয়পার্টি সভাপতি মো.জাকির হোসেন হিরু, জেলা কৃষকদলের সভাপতি ও ম্যাফের প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খোকন, চাঁদপুর প্রভাতি কাগজের সম্পাদক ও প্রকাশক আব্দুল আউয়াল রুবেল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি সাকিবুল ইসলাম, পৌর মহিলা দলের সহ-সভাপতি ফারজানা রুজি, সদর থানা ছাত্রদলের সভাপতি জিসান আহমেদ, তারণ্যের অগ্রদুতের সাধারণ সম্পাদক তাহসিনুর রহমান বুনন। জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক হযরত আলী ঢালী, জেলার কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদসহ অন্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার আবুল বাশার। সভার শুরুতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ম্যাফের সদস্য তানিয়া ইসলাম।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে চাঁদপুরে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে বাল্য বিবাহের এ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকগন জীবনযাপনের ব্যয়ভার কমাতে অনেক সময় কন্যা সন্তানের দ্রুত বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

ভেজাল নিম্নমানের গুড়ের কারখানায় অভিযান

খুলনা প্রতিনিধি : গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত আমদানি করা চিনির সিরা, ক্ষতিকর রং ও বিষাক্ত কেমিক্যালে প্রতিদিন উৎপাদন করছে বিপুল পরিমাণ খেজুর ও আখের গুড়। যা খেয়ে নিজের অজান্তেই পেটের পীড়া থেকে শুরু করে জটিল-কঠিন কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে জনপদের সাধারণ মানুষ। সারা বছর বাঙালির নিয়মিত খাদ্য তালিকায় জায়গা করে নেওয়া গুড়ের যোগান আসে খুলনার পাইকগাছায় নাছিরপুর পাল পাড়ার ঘরে ঘরে গড়ে ওঠা কৃত্রিম গুড়ের কারখানা থেকে নিজেদের অজান্তেই সাধারণ মানুষ টাকা দিয়ে রোগ কিনে ঘরে ফিরছে। আর চুপিসারে নিরব ঘাতক হিসেবে এসব গুড় পৌছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে। গতকাল বুধবার সকালে ভেজাল নিম্নমানের গুড় তৈরীর সত্যতা থাকায় দুই ব্যবসায়ীকে ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে ভ্রাম্যমা আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যজিস্ট্রেট ইফতেখারুল ইসলাম শামীম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোঃ হাসিবুর রহমান। ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহকারী কমিশনার ভূমি বলেন, জনস্বার্থে আমাদের এ অভিযান চলমান থাকবে। সুন্দরবন উপকূলীয় ঐতিহ্যবাহী ব্যাস্ততম পাইকারি মোকাম কপিলমুনি। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী যোগান আসে এ কপিলমুনি(বিনোদগঞ্জ) থেকে। আর এ মোকামকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পালপাড়ার একটি চক্র দীর্ঘ দিন যাবৎ সকলের সামনে চালিয়ে যাচ্ছে এ নিষিদ্ধ কারবার। এ ব্যবসার সাথে জড়িতরা অল্প দিনে স্বল্প পুঁজিতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছে। স্থানীয়রা জানান, আসন্ন রমজানকে সামনে রেখে এর সাথে জড়িত চক্রটি ব্যাপকহারে কৃত্রিম গুড়ের উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারজাত ও মজুদ করছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কারখানা মালিক দিন-রাত ভেজাল গুড় প্রস্তুত করছে। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পটে প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই গড়ে উঠেছে এসব কারখানা। যার অন্যতম স্পট কপিলমুনির নাছিরপুর পাল পাড়া। ইতোমধ্যে গুড় উৎপাদন পট্টি বলেও জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি পালা পাড়ারই এক বাসিন্দা কিনু পালের পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর দাখিলকৃত একটি অভিযোগপত্রের সূত্র ধরে অভিযানে সত্যতা মেলে। অভিযোগে তিনি বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত কপিলমুনি (বিনোদগঞ্জ) বাজার। প্রতিদিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ কৃষি পণ্য থেকে শুরু করে নানা পণ্য সামগ্রী বিকিকিনিতে ছুটে আসেন এখানে। আর এই সুযোগে কপিলমুনির গৌতম পাল ও তার সহোদর কিনুপাল দীর্ঘদিন ধরে তাদের নিজস্ব কারখানায় বিষাক্ত গুড় উৎপাদন ও বাজারজাত করছেন। সরেজমিনে প্রথমেই দেখা যায়, কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে।

ধানখেতে সার ছিটিয়ে দিচ্ছেন এক কৃষক। লাঠিমারঘন, গাবতলী, বগুড়া।

সরিষাবাড়ীতে ভারতীয় এক নাগরিক গ্রেফতার

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় অবৈধভাবে প্রবেশ করার অপরাধে শুকুর আলী(২৫) নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে সরিষাবাড়ী থানার পুলিশ। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরিষাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। জানাযায় শুকুর আলীর বাড়ি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাস শহরের অনুপুটি গ্রামের ওয়াহাব উল্লাহর ছেলে। পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ভাটারা বাজার এলাকায় গত মঙ্গলবার রাতে শুকুর আলী ঘোরাফেরা করতে থাকে। এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে শুকুর আলীকে এলাকাবাসী আটক করে পুলিশে খবর দেয়। সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ খবর পেয়ে গতকাল বুধবার রাতেই তাকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে অবৈধভাবে প্রবেশ করার বিষয়টি স্বীকার করেন। এ ঘটনায় সরিষাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইনের ১১(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি চাঁদ মিয়া বলেন, বৈধ কোন কাগজপত্র না থাকায় ভারতীয় নাগরিক শুকুর আলীর বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইনে থানায় মামলা দায়ের করে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ফুলবাড়ীতে কৃষক-কিষাণীর মাঝে অর্থ প্রদান

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে বোরো ধানের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের শস্য নিরাপত্তা বীমার আওতায় ১ হাজার ২৭৭ জন কৃষক-কিষাণীর দাবিকৃত ৮লাখ ২০ হাজার ২০৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ব্র্যাকের ফুলবাড়ী কার্যালয়ের সভাকক্ষে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত ব্র্যাকের শস্য নিরাপত্তা বীমার দাবিকৃত অর্থ প্রদান প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দাবি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসাইন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিরামপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. মামুনুর রশিদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (প্রগতি) আব্দুস সবুরহোসেন, র্ব্যাকের এলাকা ব্যবস্থাপক (দাবি) মো. ইমরানুল আমিন, ব্র্যাকের শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাখা ব্যবস্থাপক (বিসিইউপি) স্বপন কুমার প্রমুখ। সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বোরো ধানের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্র্যাকের শস্য নিরাপত্তা বীমার আওতায় ১ হাজার ২৭৭ জন কৃষক-কিষাণীর দাবিকৃত ৮লাখ ২০ হাজার ২০৫ টাকা প্রদান হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বোরো ধানের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্র্যাকের শস্য নিরাপত্তা বীমার আওতায় ২ হাজার ৬৭৬ জন কৃষক-কিষাণীর দাবিকৃত ১১ লাখ ৫৩ হাজার ২৮৭ টাকা প্রদান হয়। ব্র্যাকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দাবি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসাইন বলেন, ব্র্যাকের শস্য নিরাপত্তা বীমা কার্যক্রম এলাকার কৃষক-কিষাণীদের চাষাবাদে আর্থিক ঝুঁকিমুক্ত রাখছে। এতে কৃষক-কিষাণীরা চাষাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আর্থিকভাবে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন এই শস্য নিরাপত্তা বীমার আওতায় আসার জন্য।

সাপাহারে ডাকাতি হওয়া ৭৫ ব্যারেল পামতেল উদ্ধার

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : চট্রগাম থেকে নিয়ে আসার পথে ডাকাতি হওয়া ৭৫ ব্যারেল পামওয়েল তেল পুলিশ নওগাঁর সাপাহার হতে উদ্ধার করেছে। রাজশাহী জেলার কাকনহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইন্সপেক্টর শহিদুল ইসলাম, সাব ইন্সপেক্টর আশরাফুল আলম সাপাহার থানা এ এস আই রুবেল হক সহ একদল পুলিশ নিয়ে এ উদ্ধার কাজ পরিচালনা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রংপুর শহরের কামারপাড়ার মৃতঃ লালমিয়ার ছেলে ব্যবসায়ী হারুন অর রশিদ এর ঢাকা মের্ট্রো ২৪-৭৬৩৬নং ট্রাকটি চট্রগাম হতে ৭৫ ব্যারেল পাম্‌ওয়েল তেল নিয়ে রংপুরের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে রাতে বগুড়া-শেরপুর রাস্তার ছনকা নামক স্থানে পৌঁছলে রাত দেড়টার সময় একদল ডাকাত অন্য একটি ট্রাক দ্বারা রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে তাদের পথ রোধ করে এবং তেল ভর্তি ট্রাকের ড্রাইভার ও হেলপারকে মারপিট করে চেতনা নাশক খাইয়ে অচেতন করে পাবনার শাহাজাদপুর হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এরপর গত সোমবার ভোরে সাপাহার উপজেলার নিশ্চিন্তপুর মোড়ে অবস্থিত থ্রী-স্টার ফিলিং ষ্টেশনের মালিক মিলন হোসেন এর গোডাউনে আনলোড করে। পরবর্তীতে ডাকাতদল ট্রাকটি গোদাগাড়ীর কাকন হাট এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। গাড়ীর মালিক ট্রাকে থাকা জিপিএস ট্রাকার এর মাধ্যমে ডাকাতি হওয়া ট্রাকের অবস্থানের সন্ধান পায় এবং গোদাগাড়ী থানায় বিষয়টি অবগত করলে রাজশাহীর কাকন হাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে সাপাহার থানা পুলিশের সহযোগীতা নিয়ে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে সাপাহার থ্রী-স্টার ফিলিং ষ্টেশনের মালিক মিলন হোসেন এর গোডাউন ঘর হতে ডাকাতি করে নিয়ে আসা ওই ৭৫ ব্যারেল পামওয়েল তেল উদ্ধার করে যার আনুমানিক মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা।

মান্দার ফুলের ওপর বসেছে মৌটুসি পাখি। মালিগাছা, পাবনা।

সাউদাম্পটনের জালে চেলসির চার গোল

স্পোর্টস ডেস্ক : একপেশে পারফরম্যান্স দেখিয়ে সাউদাম্পটনকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করলো চেলসি। দুর্দান্ত এই জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় সাত থেকে এক লাফে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ব্লুজরা। আর সাউদাম্পটন টেবিলের তলানিতেই আটকে রয়েছে। দলের মূল স্ট্রাইকার নিকোলাস জ্যাকসনের ইনজুরির কারণে চেলসির গোলস্কোরিংয়ে সমস্যা হচ্ছিল, ফলে ডিফেন্ডারদেরও গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে হয়। তবে, চেলসি ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ধরে রাখে। খেলার মাত্র এক মিনিটের মাথায় অ্যারন রামসডেল কোল পালমারের শট পায়ের সাহায্যে রুখে দেন। কিন্তু সেই কর্নার থেকে টোসিন আদারাবিওইয়োর হেডের পর ব্যাক পোস্টে দাঁড়িয়ে ক্রিস্টোফার এনকুনকু বল জালে পাঠিয়ে চেলসিকে এগিয়ে দেন। এরপর, ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড এনকুনকু গোলদাতার ভূমিকা থেকে সরিয়ে অ্যাসিস্ট করেন। তার নিখুঁত পাস পেয়ে চেলসির পর্তুগিজ উইঙ্গার পেদ্রো নেতো বাম পায়ের শটে বল রামসডেল ও নিয়ার পোস্টের মাঝ দিয়ে জালে জড়ান। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে চেলসি আরও একবার স্কোরলাইন বাড়ায়। ৪৫তম মিনিটে পেদ্রো নেতোর ফ্রি-কিক থেকে লেভি কলউইল হেড করে গোল করেন, ফলে প্রথমার্ধেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্লুজরা। এরপর, ম্যাচের ৭৮তম মিনিটে ১৯ বছর বয়সী বদলি খেলোয়াড় টাইরিক জর্জের নিখুঁত পাস থেকে স্প্যানিশ উইং-ব্যাক মার্ক কুকুরেয়া গোল করলে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় চেলসির। এই ম্যাচের আগে চেলসি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতে হেরেছিল, যার ফলে তারা সপ্তম স্থানে নেমে গিয়েছিল। দুর্দান্ত জয় তাদের শুধু লিগ টেবিলে ওপরেই তুলে আনেনি, আগামী মৌসুমে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছে।

‘বিপিএলের বোলিং নিম্নমানের’-আশরাফুল

স্পোর্টস ডেস্ক : বিদেশি খেলোয়াড়ের মান এবং বোলারদের মানের দিক থেকে সর্বশেষ বিপিএল নিম্নমানের ছিল বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। বাংলাদেশ দলের মানসম্পন্ন স্পিন খেলার পারদর্শিতাও খুব বেশি নেই বলে মনে করেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হারের পর ঘরোয়া ক্রিকেটের মানকেও কাঠগড়ায় রেখেছেন আশরাফুল। নিউজিল্যান্ডের মতো পেসে নির্ভর দলের স্পিনের বিপক্ষে ভড়কে যাওয়া বিব্রতকর কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আশরাফুল বলেন, ‘বিব্রতকর না এই কারণে- আমরা ভাবি বা দর্শকরা ভাবেন আমরা স্পিনে খুব ভালো। এটা আসলে ভুল ধারণা। কোয়ালিটি স্পিনের বিপক্ষে আমরা এখনও এতটা ভালো না। আমরা যখন খেলতাম তখনও কোয়ালিটি স্পিনারের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। ড্যানিয়েল ভেট্টোরি আমাদের সাথে সিরিজ খেলতে আসত, দেখা যেত ২ টেস্ট ম্যাচ খেলে ১৮ উইকেট নিয়ে যাচ্ছে। মুরালিধরন এসে ২০-২২টা উইকেট নিয়ে যেত, কিংবা শেন ওয়ার্ন। কোয়ালিটি স্পিনের বিরুদ্ধে আমরা কখনই এতটা ভালো না। যদি উইকেটে সহায়তা না থাকে আমাদের খেলোয়াড়রা এত ভালো না, আমাদের সময়ও আমরা ছিলাম না। ট্রু ব্যাটিং উইকেট হলে আমরা ভালো করতে পারি। উইকেটে টার্ন হলে, লো হলে সমস্যা হয়ে যায়।’ নিউজিল্যান্ডের স্পিনাররা বাংলাদেশের রিশাদ হোসেন কিংবা মেহেদী হাসান মিরাজের চেয়েও ভালো মানের ছিলেন বলে মনে করেন এই তারকা, ‘তিনজনই আমাদের চেয়ে কোয়ালিটি স্পিনার। বল ঘুরাতে পারে, এক্যুরেসি এত চমৎকার। লাইন-লেন্থ এত সুন্দর, পেস ভেরিয়েশন এত সুন্দর। আর আমাদের ব্যাটাররা বেশি সমীহ দেখিয়েছে তাদের।’ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যাওয়ার আগে বিপিএলে যে মানের বোলিংয়ের বিপক্ষে খেলে গেছে টাইগাররা তাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে ভাঁটা পড়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।

মাহমুদউল্লাহর কড়া সমালোচনা করলেন ওয়াসিম আকরাম

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গেছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুই দেশই। তবুও পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে সমালোচনা করার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে বাজে পারফরম্যান্সের জন্য রিয়াদকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। ভারতের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের একাদশে ছিলেন না রিয়াদ। দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পান। উক্ত ম্যাচে রিয়াদ ১৪ বলে মাত্র ৪ রান করে আউট হন। মাইকেল ব্রেসওয়েলের বলে বড় শট খেলতে গিয়ে উইল ও’রউকের হাতে ক্যাচ তুলে দেন তিনি। ফিল্ডিংয়েও তিনি হতাশ করেন, সহজ ক্যাচ ফেলে দেন রাচিন রবীন্দ্রের, যা নিউজিল্যান্ডের ইনিংসকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। যদিও পরে তিনি টম ল্যাথামকে রান আউট করেন, তবু তার সামগ্রিক পারফরম্যান্সে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ওয়াসিম। রিয়াদের পারফরম্যান্স নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন এই পাকিস্তানি কিংবদন্তি ক্রিকেটার। রিয়াদকে নিয়ে ওয়াসিম মন্তব্য করেন, ‘মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন ছুটি কাটাতে এসেছেন। তার ব্যাটিং হচ্ছে না, বোলিংও না।’ তিনি আরো বলেন যে বাংলাদেশ দলকে এখন তরুণদের ওপর আস্থা রাখতে হবে। মাহমুদউল্লাহ এবং মুশফিকুর রহিমের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের থেকে ধীরে ধীরে সাদা বলের ক্রিকেটে সরে আসা উচিত।’ ওয়াসিমের মতে, আধুনিক হোয়াইট বল ক্রিকেটে ‘ভয়ডরহীন’ মানসিকতা জরুরি এবং বাংলাদেশকে আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য এখনই তরুণদের প্রস্তুত করতে হবে। তিনি বলেন, ‘এটি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য একটি শিক্ষণীয় পর্যায়। তারা মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিকুর রহিমের মতো ৩৯ ও ৩৭ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের দলে এনেছে। সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য তরুণ খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করা উচিত এবং যদি প্রবীণরা লাল বলের ক্রিকেট খেলতে চান, তাহলে তারা তা করতে পারে। সাদা বলের ক্রিকেট সাহসিকতার খেলা। বাংলাদেশকে এখন এই বিষয়টি ভাবতে হবে এবং আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন তামিম ইকবাল

স্পোর্টস ডেস্ক : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) একুশে স্মারক সম্মাননা পাচ্ছেন তামিম ইকবাল। চসিকের প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তিতে ক্রীড়া বিভাগে একুশে স্মারক সম্মাননা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তামিম। চট্টগ্রামের ছেলে তামিম দীর্ঘ ১৭ বছর বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে স্মারক সম্মাননা পদক এবং সাহিত্য পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের পুরস্কৃতি করে থাকে চসিক। এবারও নিয়ম মেনে এই দুই পুরস্কারের জন্য ১৪ জনের নাম ঘোষণা করেছে চসিক। এর মধ্যে ৮ জন একুশে স্মারক সম্মাননা এবং ৬ জন সাহিত্য পুরস্কার পাবেন। একুশে স্মারক সম্মাননা পাচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে বদিউল আলম চৌধুরী (মরণোত্তর), সমাজসেবা ও গবেষণায় ড. সুকোমল বড়ুয়া, চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউনুস।

নাটকীয় ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করলো অ্যাটলেটিকো-বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : কোপা দেল রে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে রোমাঞ্চকর এক লড়াই উপভোগ করলেন ফুটবলপ্রেমীরা। গত মঙ্গলবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্তে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৪-৪ গোলের নাটকীয় ড্র ছিনিয়ে নিয়েছে। ম্যাচের শুরুতেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ স্বাগতিকদের চমকে দেয়। মাত্র এক মিনিটের মাথায় হুলিয়ান আলভারেজ গোল করে দলকে এগিয়ে দেন, আর পাঁচ মিনিট পর আঁতোয়া গ্রিজমান ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তবে বার্সেলোনা দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায়। ১৯তম মিনিটে পেদ্রি ও ২১তম মিনিটে পাও কুবারসি গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। এরপর ৪১তম মিনিটে কর্নার থেকে ইঙ্গো মার্তিনেস হেডে গোল করে বার্সেলোনাকে লিড এনে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে বার্সেলোনা খেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং ৭৪তম মিনিটে লামিন ইয়ামালের দুর্দান্ত এক একক প্রচেষ্টার পর রবার্ট লেওয়ানডস্কি কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান ৪-২ করে ফেলেন। কিন্তু হাল ছাড়েনি অ্যাটলেটিকো। শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে তারা। ৮৪তম মিনিটে মার্কোস ইয়োরেন্তে গোল করে ব্যবধান কমান, আর অতিরিক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে আলেকজান্ডার সোরলোথের এক দুর্দান্ত কাউন্টার-অ্যাটাকে গোল করে ম্যাচ সমতায় নিয়ে আসেন।

আল ওয়াহদার বিপক্ষে জয় পেলো আল নাসর

স্পোর্টস ডেস্ক : সৌদি প্রো লিগে আল ওয়াহদার বিপক্ষে আল নাসরের ম্যাচ শুরু হতে দেরি হওয়ায় ক্ষমা চাইলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ম্যাচে তিনি একটি গোল করেন এবং আদায় করেন একটি পেনাল্টি। তার দল আল নাসর জয় পায় ২-০ ব্যবধানে। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে গোল করেন রোনালদো। এরপর শেষ মুহূর্তে একটি পেনাল্টিরও সুযোগ তৈরি করেন তিনি। তবে পেনাল্টি নিজে না নিয়ে দেন সতীর্থ সাদিও মানেকে। মানে স্পট কিকে ২-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন যোগ করা সময়ের দশম মিনিটের গোলে। আল নাসর জয় পেয়েছে। তবে এই ম্যাচে তাদের বেশ ধকল গেছে দলীয় বাস নির্ধারিত সময়ে ভেন্যুতে পৌঁছতে না পারায়। নির্ধারিত সময়ের নয় মিনিট পর স্টেডিয়ামে পৌঁছায় দল, যার ফলে ম্যাচ শুরু হতে এক ঘণ্টা দেরি হয়। ম্যাচের পর রোনালদো সৌদি স্পোর্টস চ্যানেল এসএসসি স্পোর্টসকে বলেন, ‘এটি কঠিন একটি ম্যাচ ছিল। প্রথমার্ধটি কঠিন ছিল, কারণ দীর্ঘ তিন ঘণ্টা আমাদের বাসযাত্রা করতে হয়েছে, তীব্র যানজটের কারণে রাস্তা বন্ধ ছিল। আমি আল নাসরের পক্ষ থেকে ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি। এটি আর কখনো হওয়া উচিত নয়। দুঃখিত’। এই মৌসুমে রোনালদো সৌদি প্রো লিগের শীর্ষ গোলদাতা। মৌসুমে তিনি এখন পর্যন্ত ১৭টি গোল করেছেন, যা আল ইত্তিহাদের করিম বেনজেমার চেয়ে এক গোল বেশি।

লাইফস্টাইল

কাঁচা হলুদ কেন খাবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হলুদ এশিয়া জুড়ে ঐতিহ্যবাহী ঔষধ এবং রান্নায় ব্যবহৃত একটি সুপরিচিত মসলা। হলুদের গুঁড়া রান্নাঘরে একটি সাধারণ উপাদান, তবে কাঁচা হলুদ পুষ্টি এবং জৈব সক্রিয় যৌগের আরও শক্তিশালী উৎস। কাঁচা হলুদ সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য কাজ করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কেন আপনার খাবারের তালিকায় নিয়মিত কাঁচা হলুদ রাখবেন, ১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কাঁচা হলুদে কারকিউমিন থাকে। এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী যৌগ। কারকিউমিন রোগ প্রতিরোধক কোষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ফ্রন্টিয়ার্স ইন ফার্মাকোলজিতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় টি-কোষ সক্রিয় করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কারকিউমিনের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে, যা ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া হলুদের প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। অতিরিক্ত শক্তি এবং শোষণ এবং উপকারিতা সর্বাধিক করার জন্য মধু এবং গোল মরিচের সঙ্গে কুচি করা কাঁচা হলুদ মিশিয়ে খান। ২. হজমশক্তি উন্নত করে, অনেক সময় আমাদের খাবার হজমের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। কাঁচা হলুদ পিত্ত উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে, হজমে সহায়তা করে এবং পেট ফাঁপা বা বদহজম প্রতিরোধ করে। এটি গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে প্রদাহ প্রশমিত করে, মসৃণ হজম নিশ্চিত করে। জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারকিউমিন পেটে ব্যথা এবং পেটফাঁপাসহ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (ওইঝ) এর সমস্যা দূর করে। দৈনন্দিন রুটিনে কাঁচা হলুদ যোগ করলে অন্ত্র সুস্থ থাকে এবং ভালো হজমে সহায়তা করে। ৩. জয়েন্ট ভালো রাখে এবং প্রদাহ কমায়, বিভিন্ন কারণে জয়েন্টের ব্যথা এবং শক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যা বাড়তে পারে, বিশেষ করে আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। হলুদের শক্তিশালী প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ব্যথা উপশম করতে এবং জয়েন্টের নমনীয়তা উন্নত করতে সহায়তা করে। জার্নাল অফ এথনোফার্মেসির একটি মেটা-বিশ্লেষণ একাধিক ক্লিনিকাল ট্রায়াল পর্যালোচনা করেছে এবং আর্থ্রাইটিস রোগীদের প্রদাহ এবং ব্যথা কমাতে কারকিউমিনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছে। নিয়মিত কাঁচা হলুদ খেলে তা জয়েন্টের অস্বস্তি মোকাবিলায় সাহায্য করে, যা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার রোগীদের জন্য এটি একটি চমৎকার প্রাকৃতিক প্রতিকার।

কাজে মন ফেরাতে করনীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কাজে ভীষণ অনীহা কাজ করছে? চাকরি জীবন খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যাচ্ছে। ছেড়ে দিলেই বাঁচবেন। যতই প্রয়োজন হোক অনেকেই এমন কাজ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবনে নানা সমস্যা নেমে আসে। চাকরিহীন জীবনে আরও বিষাদ ফিরে আসে। কাজে অনীহা থেকে কাজে মনোযোগ ফেরানোর কোনো উপায় আছে কি? অবশ্যই আছে। শুধু এই কটি বিষয় একটু খেয়াল করুন: প্রথমে ভেবে দেখুন কি কি কারণে এমন অনীহা কাজ করছে। কারণ শনাক্ত করে কাউন্সেলিং এর সাহায্য নিন। বাড়িতে অসুস্থ কেউ থাকলে কাজে মন বসে না। সেজন্য ছুটির দরখাস্ত করুন এবং অফিসে বিষয়টি বোঝান। কাজ হওয়ার কথা। নাহয় পরিচিত কাউকে দায়িত্ব দিন। দীর্ঘদিন কেউ অসুস্থ থাকলে একজন দেখভালের লোক নিতে পারেন। স্ট্রেস থাকলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কোনো ক্লাসে ভর্তি হতে পারেন। কাজের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করুন। পরিস্থিতি তাকে বোঝান এবং আপনার সক্ষমতার জায়গাগুলো নিশ্চিত করুন। ওয়ার্কলোড এবং কাজের সামঞ্জস্য না পেলে স্কিলস ট্রেনিং প্রোগ্রামের সদ্ব্যবহার করুন। ভালো কাজ করার পর প্রশংসা না পেলে হতাশ না হয়ে নিজের কাজ স্বাভাবিকভাবে করুন এবং ভালো করার চেষ্টা করুন। অফিসেই সব কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। অফিস বাসায় নিয়ে আসবেন না। মানসিক অবসাদ কাজ করলে অবসাদ দূর করার পথ খুঁজুন। চাকরিকেই অবসাদের কারণ হিসেবে দেখবেন না। অফিসে কোনো কলিগের সঙ্গে বাজে সম্পর্ক হলে যতদূর সম্ভব তা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার চেষ্টা করুন। সপ্তাহান্তে নিজেকে সময় দিলে আলস্যের মাধ্যমে তা পার করবেন না। বই পড়া, ঘুরাঘুরি করতে পারেন। একেক সপ্তাহে একেক পরিকল্পনা করুন। কিছুটা বৈচিত্র্য আনুন। প্রতিদিন একই রুটিন মেনে চলবেন না। আপনার যতটুকু সময়ই অফিসের বাইরে আছে তার সদ্ব্যবহার করুন।

শরীর দুর্গন্ধমুক্ত রাখার ৭ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শরীরের দুর্গন্ধ একটি সাধারণ এবং কখনও কখনও বিব্রতকর সমস্যা যা অনেকেই অনুভব করেন। যদিও খারাপ স্বাস্থ্যবিধি, পোশাক পছন্দ এবং মেডিকেল কন্ডিশন এর নেপথ্য কারণ হতে পারে, তবে একটি বিষয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়, তা হলো শরীরে কর্টিসলের মাত্রা। স্ট্রেস হরমোনের উচ্চ কর্টিসল অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি করতে পারে এবং এটি শরীরের দুর্গন্ধের কারণও হতে পারে। জীবনযাপন এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্টিসলের মাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। কর্টিসল কী? কর্টিসল হলো স্ট্রেসের প্রতিক্রিয়ায় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দ্বারা উৎপাদিত একটি হরমোন। এটি বিপাক নিয়ন্ত্রণ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং স্ট্রেসের প্রতি শরীরের প্রতিক্রিয়া পরিচালনা করার মতো বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দীর্ঘস্থায়ী চাপ বা অন্যান্য কারণে যখন কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন এটি শরীরে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে। এই ভারসাম্যহীনতার ফলে অতিরিক্ত ঘাম, শরীরের দুর্গন্ধ, ওজন বৃদ্ধি এবং হজমের সমস্যার মতো শারীরিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তাই জীবনযাপন এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলুন জেনে নেওয়া যাক করণীয়- ১. সূর্যের আলোর সংস্পর্শে দিন শুরু করুন, সকালের সূর্যালোক সার্কাডিয়ান রিদম নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, যা কর্টিসল উৎপাদনে সহায়তা করে। এই প্রাকৃতিক আলোর সংস্পর্শে সেরোটোনিনও বৃদ্ধি হয়, যা সারাদিন ধরে চাপের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে। সকালে কমপক্ষে ১৫ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকার লক্ষ্য রাখুন। ২. স্বাস্থ্যকর ফ্যাট দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন, ভেজা বাদাম এবং আখরোটের মতো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট গ্রহণ করলে তা কর্টিসলের মাত্রা সহ হরমোন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে, এটি শরীরকে সর্বোত্তমভাবে কাজ করতে সাহায্য করে এবং ভারসাম্যহীন হরমোন থেকে উৎপন্ন দুর্গন্ধ প্রতিরোধে সাহায্য করে। ৩. খাবারের আগে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিন, খাওয়ার আগে ৩-৪ রাউন্ড গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম শরীরের চাপের প্রতিক্রিয়া কমাতে সাহায্য করে, কর্টিসলের মাত্রা কমায়। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস শরীরকে শিথিল করে এবং হজমে সহায়তা করে, ঘাম এবং শরীরের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী স্ট্রেস হরমোনের সক্রিয়তা রোধ করে। ৪. সন্ধ্যায় ক্যামোমাইল চা পান করুন, ক্যামোমাইল চায়ের শান্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা চাপ এবং কর্টিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, বিশেষ করে সন্ধ্যায়। ঘুমানোর আগে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করলে ভালো ঘুমও হতে পারে, যা হরমোনের ভারসাম্যের জন্য অপরিহার্য।

সন্তানের ডিভাইস ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আধুনিক যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিশু ও টিনএজারদের মধ্যে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই প্রযুক্তি যেমন তাদের শিক্ষা, যোগাযোগ এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, তেমনি এর অপব্যবহারের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্য। তাই প্যারেন্টাল কন্ট্রোল বা অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিশু ও টিনএজারদের মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো অনলাইনে উপযুক্ত কনটেন্ট নির্বাচন করা। ইন্টারনেটে অসংখ্য তথ্য এবং কনটেন্ট রয়েছে। কিন্তু সব কনটেন্ট শিশুদের বা টিনএজারদের সামনে আসার উপযোগী না। এমনকি সেগুলো তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেমন, সহিংসতা, অশ্লীলতা, মিথ্যা তথ্য ইত্যাদি। এছাড়াও, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম অর্থাৎ বেশিক্ষণ সময় মোবাইল, কম্পিউটার বা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে থাকা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষকরা বলেন, অনিয়ন্ত্রিত ও অতিরিক্ত ডিভাইসের ব্যবহার শিশুদের চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত, সাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা, মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা এবং সামাজিক দক্ষতা কমিয়ে দেয় । এই সমস্যাগুলো মোকাবিলায় প্যারেন্টাল কন্ট্রোল একটি কার্যকর সমাধান। প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের অনলাইন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই টুলসগুলোর মাধ্যমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ব্লক করা, স্ক্রিন টাইম সীমিত করা এবং তাদের অবস্থান ট্র্যাক করা সম্ভব। প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহার করতে পারেন যেসব সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন- ১. গুগল ফ্যামিলি লিংক গুগল ফ্যামিলি লিংক সন্তানদের অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে অভিভাবকদের সাহায্য করে। এর মাধ্যমে যা যা করা যায়- ঙ স্ক্রিন টাইম সীমিত করা: অর্থাৎ শিশুদের ডিভাইস ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। অ্যাপ ডাউনলোড এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে শিশুরা তাদের বয়স অনুযায়ী অনুপযুক্ত অ্যাপ ডাউনলোড ও ব্যবহার করতে পারবেনা। ডিভাইসের অবস্থান ট্র্যাক করা: এর ফলে ডিভাইসটি সঙ্গে থাকলে আপনার শিশুর অবস্থান আপনার সর্বক্ষণ জানা থাকবে, যা শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ঙ ঘুমানোর সময় নির্ধারণ করে দিয়া: আপনার সন্তানের ঘুমানোর সময় নির্দিষ্ট করে তা ডিভাইসে সেট করে দিলে।

খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটার উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আগে সকাল হলেই মানুষ বেরিয়ে পড়তেন খালি পায়ে। ঘাসের উপর হেঁটে বেড়াতেন। এখন আর সেই চল নেই। এখন জুতা পরেই সবাই হাঁটেন ঘাসের উপর। খালি পায়ে হাঁটার কথা কারও ভাবনাতেও আসে না। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটার নানা উপকারিতা রয়েছে। যেমন- দৃষ্টিশক্তি : খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটলে বাড়ে দৃষ্টিশক্তি। শরীরের অনেক অংশের সঙ্গে সংযোগ থাকে পায়ের। পায়ের নীচে চাপ পড়লে সেই অংশগুলি প্রভাবিত হয়। চোখের সঙ্গে যোগ রয়েছে পায়ের। খালি পায়ে হাঁটলে চোখের নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ পড়ে। এতে বাড়ে দৃষ্টিশক্তি। এলার্জির চিকিৎসায় : সকালে শিশিরভেজা ঘাসের উপর হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এটাকে গ্রিন থেরাপিও বলেন অনেকে। এটি পায়ের নিচে কোমল কোষের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুকে সক্রিয় করে। সেই সংকেত পাঠায় মস্তিষ্কে। ফলে অ্যালার্জির মতো সমস্যা দূর করে। পায়ের ম্যাসাজ: পায়ের উপর সারাদিন চাপ পড়ে। পায়ের ম্যাসাজ দরকার তাই।

পোশাকে বাসন্তী ছোয়া, আছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মাঘের শেষ দশদিন এখনো বাকি, কিন্তু বাঙালির পোশাক ও ফ্যাশনে লাগতে শুরু করেছে ফাগুনের হাওয়া। বসন্ত ঋতু প্রতি বছর প্রকৃতির মতোই বাংলাদেশের ফ্যাশন জগৎ রাঙিয়ে তোলে নতুন রূপে। শীতের কনকনে ঠান্ডা কেটে যখন প্রকৃতি নতুন পাতায়, নতুন ফুলে সাজে, তখন বাংলাদেশের পোশাকেও যেন ফুটে ওঠে রঙিন প্রাণ। বসন্তের ফ্যাশনে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক থেকে শুরু করে আধুনিক ডিজাইনের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য স্টাইল। আসন্ন বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে রঙিন সব পোশাকে। সেই সঙ্গে ফেসবুকে যারা পোশাক বিক্রি করেন, তারাও বিভিন্ন রকম পোশাক নিয়ে আসছেন ক্যামেরার সামনে। জেনে নিন এ বছরের পোশাকের চল। বসন্ত ফ্যাশনে বাংলার ঐতিহ্য, ফাগুনে পোশাকের ডিজাইনে রয়েছে বাংলার প্রকৃতি ও সংস্কৃতি। বসন্তের ফ্যাশনে প্রধান আকর্ষণ হলো ফুলের নকশা, হালকা রঙের সমাহার, সুতি ও মসলিনের মতো প্রাকৃতিক সুতায় তৈরি পোশাক। বাসন্তী, গেরুয়া, কমলা রঙের পাশাপাশি ইদানীং মিষ্টি গোলাপি, পিচ, মিন্ট গ্রিন, আকাশি নীলের মতো পেস্টেল শেডগুলো বসন্তের পোশাকে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তাঁত, জামদানি, মসলিন এবং সুতি কাপড়ের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে বেশি। বসন্তে নারীরা সাধারণত হালকা সুতির শাড়ি, তাঁত, জামদানি ঘরানার শাড়ি পরতে পছন্দ করেন। ফুলের নকশা ও রঙিন শাড়ি এই ঋতুর জন্য আদর্শ। সালোয়ার-কামিজেও দেখা যায় সেসব রঙের ব্যবহার এবং ফুলের প্রিন্ট। পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবি, বিশেষ করে সুতি বা লিনেনের তৈরি হালকা রঙের পাঞ্জাবি, বসন্তে বেশ জনপ্রিয়।

এগুলো পরতে যেমন আরামদায়ক, দেখতেও মনে হয় উৎসবের পোশাক। পোশাকে বাসন্তী ছোয়া, আছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন, আধুনিক বসন্ত ট্রেন্ডস, বাংলাদেশের ফ্যাশন ডিজাইনাররা বসন্তের ফ্যাশনে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন। ফিউশন ওয়্যার, যেমন ক্রপ টপের সাথে শাড়ির স্কার্ট বা এমব্রয়ডারি করা লিনেন জ্যাকেট এখন তরুণদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এছাড়াও, পরিবেশবান্ধব ফ্যাশনের প্রতি ঝুঁকেছেন ফ্যাশন ডিজাইনাররা।